জন্য) ঘোড়া হইতে নামিতে চাহিতেছিলেন কিন্তু মনের ভিতর এই ব্যাপারে কিছুটা সংশয় অনুভব করিতেছিলেন। অতএব এই কবিতা পড়িয়া নিজের মনকে এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করিলেন—

اَقْسَمْتُ يَا نَفْسِ لَتَنْزِلَنَّهْ - لَتَنْزِلَنَّ اَوْ لَتُكْرَهَنَّهْ

হে আমার মন, তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, তোমাকে অবশ্যই নিচে নামিতে হইবে। অবশ্যই তুমি হয় স্বেচ্ছায় নামিবে, নতুবা তোমাকে জবরদস্তি নামানো হইবে।

اِنْ اَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّةْ - مَالِىْ اَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّةْ

যদি কাফেররা সমবেত হইয়া থাকে এবং যুদ্ধের শক্তি প্রদর্শনে তাহারা উচ্চস্বরে আওয়াজ করিয়া থাকে (তবে তুমি কেন কাপুরুষতা দেখাইতেছ?) কি ব্যাপার, তুমি দেখি জান্নাতে যাইতে অপছন্দ করিতেছ!

قَدْ طَالَ مَاقَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّةْ - هَلْ اَنْتِ اِلَّا نُطْفَةٌ فِىْ شَنَّةْ

তুমি দীর্ঘ সময় নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিয়াছ, তুমি তো মশকের তলায় এক কাৎরা পানির ন্যায় (যে কোন সময় শেষ হইয়া যাইবে)।

তিনি এই কবিতাও পড়িলেন—

يَا نَفْسُ اَنْ لَّا تُقْتَلِىْ تَمُوْتِىْ - هٰذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صُلِيْتِ

হে আমার মন, যদি তুমি কতল না হও তবে একদিন না একদিন তোমাকে মৃত্যু তো বরণ করিতে হইবে। এই মৃত্যু তকদীরের লিখিত ফয়সালা, যাহাতে তোমাকে প্রবেশ করানো হইয়াছে।

وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ اُعْطِيْتِ - اِنْ تَفْعَلِىْ فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ

তুমি যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। যদি তুমি তাহাদের দুইজন (অর্থাৎ হযরত যায়েদ ও হযরত জা'ফর (রাঃ))এর ন্যায় কাজ কর তবে তুমি হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলেন। এমন সময় তাহার চাচাতো ভাই তাহাকে হাড়যুক্ত একটি গোশতের টুকরা আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহা দ্বারা আপনার কোমর শক্ত করিয়া লউন কেননা এই কয়েকদিন আপনি অনেক ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তিনি তাহার হাত হইতে গোশতের টুকরা লইয়া এক কামড় খাইলেন। ইতিমধ্যে তিনি ময়দানের এক দিকে লোকদের হামলার শোরগোল শুনিতে পাইলেন। তখন (নিজেকে তিরস্কার করিয়া) বলিলেন, (ইহারা তো প্রাণের বাজি ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছে) আর তুমি দুনিয়া লইয়া মশগুল রহিয়াছ? তারপর হাতের গোশতের টুকরা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তলোয়ার লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং কাফেরদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। অবশেষে শাহাদাত বরণ করিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত জা'ফর (রাঃ)এর কবিতা আবৃত্তি

হযরত আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, বনু মুররাহ ইবনে আওফ গোত্রীয় আমার দুধ পিতা, যিনি মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর কসম, সেই দৃশ্য যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে যখন হযরত জা'ফর (রাঃ) নিজের লালবর্ণ ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং উহার পা কাটিয়া দিলেন। অতঃপর কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। তিনি তখন এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا - طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا

হে লোকসকল, জান্নাত কতই না সুন্দর, আর কতই না সুন্দর উহার নিকটবর্তী হওয়া! জান্নাত বড়ই উত্তম জিনিস, আর অত্যন্ত শীতল উহার পানি!

www.BANGLAKITAB.com

وَالرُّوْمُ رُوْمُ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا - كَافِرَةٌ بَعِيْدَةٌ اَنْسَابُهَا

রুমীদের আযাবের সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। তাহারা কাফের, তাহাদের পরস্পর কোন সম্পর্ক নাই। যুদ্ধের ময়দানে যখন তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছি তখন তাহাদেরকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা আমার উপর জরুরী হইয়া গিয়াছে। (বিদায়াহ)

ইয়ামামার যুদ্ধ

হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর ছেলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানদের ঝাণ্ডা হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বহন করিতেছিলেন। (প্রথম দিকে) মুসলমানদের পরাজয় হইল এবং (মুসাইলামা কাযযাবের গোত্র) হানিফিয়া মুসলমানদের পদাতিক বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করিল। হযরত ইবনে খাত্তাব (রাঃ) (মুসলমানদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, তোমরা নিজেদের অবস্থানস্থলে ফিরিয়া যাইও না, পদাতিক বাহিনীর পরাজয় হইয়াছে। অতঃপর উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, আয় আল্লাহ, আমার সঙ্গীগণ যাহা করিয়াছে আমি আপনার নিকট উহা হইতে ক্ষমা চাহিতেছি, আর মুসাইলামা ও মুহাক্কাম ইবনে তোফায়েল যে ফেৎনা সৃষ্টি করিয়াছে উহা হইতে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। তারপর মজবুতভাবে ঝাণ্ডা ধারণ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং শত্রুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া তলোয়ার চালনা করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হউক। ঝাণ্ডা পড়িয়া গেল।

হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ)এর গোলাম হযরত সালেম (রাঃ) আসিয়া ঝাণ্ডা উঠাইয়া লইলেন। মুসলমানগণ বলিলেন, হে সালেম, আমরা তোমার দিক হইতে কাফেরদের আক্রমণের আশংকা করিতেছি। হযরত সালেম (রাঃ) বলিলেন, যদি আমার দিক হইতে কাফেররা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে সফল হয় তবে আমি কোরআনের

অত্যন্ত খারাপ বাহক। (অর্থাৎ আমার দিক হইতে কাফেরদের সমস্ত আক্রমণকে আমি প্রতিহত করিব।) হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হিজরী বার সনে (এই যুদ্ধে) শাহাদাত বরণ করিলেন।

হযরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাছ (রাঃ)এর কন্যা একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন ইয়ামামা ও মুসাইলামা কাযযাব সহ মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে আহবান জানাইলেন তখন এই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত মুসলমান প্রস্তুত হইলেন তাহাদের সহিত হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)ও রওয়ানা হইলেন। যখন মুসলমানদের সহিত মুসাইলামা কাযযাব ও বনু হানীফার যুদ্ধ হইল তখন মুসলমানদের তিনবার পরাজয় হইল। এই অবস্থা দেখিয়া হযরত সাবেত ও হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ)এর গোলাম হযরত সালেম (রাঃ) বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া এভাবে যুদ্ধ করি নাই। সুতরাং তাহারা উভয়ে গর্ত খনন করিলেন এবং উভয়ে সেই গর্তের ভিতর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। (গর্তের ভিতর এইজন্য দাঁড়াইলেন যাহাতে যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিতে না পারেন।) (তাবারানী)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাছ (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় হইল তখন হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ)এর গোলাম হযরত সালেম (রাঃ) বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া তো এইভাবে যুদ্ধ করি নাই। সুতরাং তিনি নিজের জন্য একটি গর্ত খনন করিয়া উহার ভিতর দাঁড়াইয়া গেলেন। সেদিন মুহাজিরদের ঝাণ্ডা তাহার হাতে ছিল। অতঃপর তিনি লড়াই করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাহার শাহাদাত হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে হিজরী বার সনে ইয়ামামার যুদ্ধে হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

যুদ্ধের ময়দানে হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর আহবান

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ)কে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, হে আবু সাঈদ! আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমার জন্য আসমান খোলা হইয়াছে। আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি। তারপর আসমান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, ইনশাআল্লাহ আমার শাহাদাত নসীব হইবে। আমি তাহাকে বলিলাম, আল্লাহর কসম, তুমি খুবই ভাল স্বপ্ন দেখিয়াছ। সুতরাং আমি হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি উচ্চস্বরে আনসারদের বলিতেছিলেন, নিজেদের তলোয়ারের খাপ ভাঙ্গিয়া ফেল (অর্থাৎ এখন এমন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে যে, তলোয়ার ভাঙ্গিয়া যাইবে, উহার জন্য আর খাপের প্রয়োজন হইবে না।) আর তোমরা অন্যান্য লোকদের হইতে আলাদা হইয়া যাও। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমরা আমাদেরকে আলাদা করিয়া দাও, তোমরা আমাদেরকে আলাদা করিয়া দাও। অতএব চারশত জন আনসারী সাহাবা পৃথকভাবে সমবেত হইলেন। তাহাদের সহিত আনসার ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ) হযরত আবু দুজানা (রাঃ) ও হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ) এই চারশ'জনের অগ্রভাগে ছিলেন। তাহারা অগ্রসর হইতে হইতে সেই বাগানের দ্বারে পৌঁছিলেন (যাহার ভিতর মুসাইলামা কাযযাব আপন সৈন্যদের সহিত অবস্থান করিতেছিল।) সেখানে পৌঁছিয়া আনসারী সাহাবীগণ প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করিলেন। হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর (রাঃ) শহীদ হইয়া গেলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তাহার চেহারায় এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, আমি তাহার চেহারা দেখিয়া চিনিতে পারি নাই। বরং তাহার শরীরের অপর এক আলামত দ্বারা তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি।

যুদ্ধের ময়দানে হযরত আবু আকীল (রাঃ)এর আহবান

হযরত জা'ফর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আসলাম হামদানী (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু আকীল উনাইফী (রাঃ) আহত হইলেন। তাহার কাঁধ ও দিলের মাঝখানে তীর লাগিয়া উহা বাঁকা হইয়া গিয়াছিল। যে কারণে তিনি শহীদ হন নাই। অতঃপর তাহার সেই তীর বাহির করা হইল। এই তীর লাগার দরুন তাহার বামদিক দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা দিনের প্রথম অংশে ঘটিয়াছিল। তাহাকে উঠাইয়া তাঁবুতে আনা হইল। তারপর যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল এবং মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া পিছু হটিতে হটিতে নিজেদের ছাউনী হইতেও পিছনে সরিয়া গেল তখন হযরত আবু আকীল (রাঃ) আহত ও দুর্বল অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে, হযরত মাআন ইবনে আদী (রাঃ) আনসারদেরকে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়া যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিতেছেন এবং বলিতেছেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর। আল্লাহর উপর ভরসা কর, আপন শত্রুদের উপর আবার আক্রমণ কর। হযরত মাআন (রাঃ) লোকদের আগে আগে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিলেন।

এই সমস্ত তখন হইতেছিল যখন আনসারগণ বলিতেছিলেন যে, আমাদের আনসারদেরকে অন্যদের হইতে আলাদা করিয়া দাও, আমাদের—আনসারদেরকে অন্যদের হইতে আলাদা করিয়া দাও। অতএব এক এক করিয়া আনসারগণ পৃথকভাবে একদিকে সমবেত হইলেন। (উদ্দেশ্য ছিল, এইভাবে আনসারগণ যখন পৃথকভাবে বীরবিক্রমে শত্রুর উপর আক্রমণ করিবেন এবং সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হইবেন তখন তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য মুসলমানরাও দৃঢ়পদ হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইবে এবং সাহসিকতার পরিচয় দিবে।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু আকীল আনসারী (রাঃ)ও আনসারদের নিকট যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

www.BANGLAKITAB.com

আমি বলিলাম, হে আবু আকীল, আপনি কি চাহিতেছেন? আপনার মধ্যে তো যুদ্ধ করার শক্তি নাই। তিনি বলিলেন, ঘোষণাকারী আমার নাম লইয়া ঘোষণা দিয়াছে। আমি বলিলাম, সে তো বলিতেছে, হে আনসারগণ যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আস। আহতদেরকে ডাকিতেছে না। (বরং যাহারা যুদ্ধ করার শক্তি রাখে তাহাদেরকে ডাকিতেছে।) হযরত আবু আকীল (রাঃ) বলিলেন, (আহত হইলেও) আমি তো আনসারদের মধ্য হইতে একজন। অতএব আমি এই ডাকে সাড়া দিব যদিও আমাকে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হয়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু আকীল (রাঃ) কোমর বাঁধিলেন এবং ডান হাতে খোলা তলোয়ার লইয়া আওয়াজ দিতে লাগিলেন, হে আনসারগণ, হুনাইনের যুদ্ধের ন্যায় শত্রুর উপর পুনর্বার আক্রমণ কর। আনসারগণ সকলে সমবেত হইলেন—আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন—এবং অত্যন্ত বীরত্বের সহিত মুসলমানদের অগ্রভাগে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে শত্রুদিগকে যুদ্ধের ময়দান ছাড়িয়া বাগানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িতে বাধ্য করিলেন। শত্রু ও মুসলমানগণ পরস্পর একে অপরের ভিতর ঢুকিয়া মিশ্রিত হইয়া গেল এবং আমাদের ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর তলোয়ার চলিতে লাগিল।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু আকীল (রাঃ)কে দেখিলাম, তাহার আহত হাত কাঁধ হইতে কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে, তাহার শরীরে চৌদ্দটি আঘাত ছিল যাহার প্রত্যেকটি আঘাত প্রাণনাশকারী ছিল। আল্লাহর দুশমন মুসাইলামা মারা পড়িল। হযরত আবু আকীল (রাঃ) আহতাবস্থায় মাটিতে পড়িয়াছিলেন এবং তাহার শেষ নিঃশ্বাসের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। আমি ঝুকিয়া তাহাকে ডাকিলাম, হে আবু আকীল! তিনি বলিলেন, লাব্বায়েক, হাজির আছি। তারপর অস্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জয় কাহাদের হইয়াছে? আমি বলিলাম, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন (মুসলমানদের জয় হইয়াছে)। তারপর উচ্চ আওয়াজে বলিলাম, আল্লাহর দুশমন কতল

হইয়াছে। তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ করার উদ্দেশ্যে আসমানের দিকে অঙ্গুলী উঠাইলেন। তারপর তিনি ইন্তেকাল করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মদীনায় ফিরিয়া আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তাহার অবস্থা বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন, তিনি সর্বদা শাহাদাত চাহিতেন, আর আমার জানা মতে তিনি আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম সাহাবাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (তাবারানী)

হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের (প্রথম দিকে) পরাজয় হইল তখন আমি দেখিলাম হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) খুশবু লাগাইয়া যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমি তাহাকে বলিলাম, চাচাজান, আপনি কি দেখিতেছেন না (যে, মুসলমানরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে?) তিনি বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকা অবস্থায় এরূপে যুদ্ধ করি নাই। তোমরা বারবার পরাজয় বরণ করিয়া দুশমনদেরকে খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্ত করিয়া দিয়াছ। আয় আল্লাহ! এই সকল মোরতাদরা যে ফেৎনা সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই সমস্ত মুসলমানগণ (পরাজয়বরণ করিয়া পলায়ন করতঃ) যাহা করিয়াছে উহা হইতে আমি পবিত্র। তারপর তিনি কাফেরদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং শাহাদাত বরণ করিলেন। অতঃপর হাদীসের আরো অংশ বর্ণিত হইয়াছে। ফাতহুল বারী গ্রন্থে আছে যে, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের পরাজয় হইল তখন হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) বলিলেন, আমি এই সকল মোরতাদদের প্রতি ও তাহারা যে

www.BANGLAKITAB.com

জিনিসের এবাদত করে উহার প্রতি অসন্তুষ্ট। আর মুসলমানগণ (পরাজিত হইয়া পলায়ন করতঃ) যাহা করিতেছে আমি উহার প্রতিও অসন্তুষ্ট। এক ব্যক্তি বাগানের দেয়ালের ফাঁকে দাঁড়াইয়াছিল তিনি তাহাকে কতল করিলেন তারপর নিজেও শহীদ হইয়া গেলেন। (তাবারানী)

ইয়ারমূকের যুদ্ধ

হযরত ইকরামা (রাঃ)এর শাহাদাত

হযরত সাবেত বানানী (রাঃ) বলেন, হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহল (রাঃ) (ইয়ারমূকের) যুদ্ধের দিন শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় সওয়ারী হইতে নামিয়া পায়দল চলিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে ইকরামা, এমন করিও না, কারণ তোমার শহীদ হইয়া যাওয়া মুসলমানদের জন্য অনেক কঠিন জিনিস হইবে। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, হে খালেদ, আমাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা তুমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকিয়া ইসলাম প্রচারের অনেক সুযোগ পাইয়াছ। আমি ও আমার পিতা আমরা উভয়ে লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাপেক্ষা বিরোধী ছিলাম এবং তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট দিতাম। এই বলিয়া ইকরামা (রাঃ) পায়দল অগ্রসর হইলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। (কান্য)

হযরত আবু ওসমান গাসসানী (রহঃ)এর পিতা বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহল (রাঃ) বলিলেন, আমি বহু ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি, তবে কি আজ আমি তোমাদের নিকট হইতে (পরাজিত হইয়া) পলায়ন করিব? অতঃপর তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন, কে আছে মৃত্যুর উপর বাইআত গ্রহণ করিবে? সুতরাং তাহার চাচা হযরত হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ) ও হযরত যেরার ইবনে আযওয়ার (রাঃ) চারশত মুসলমান

সর্দার ও অশ্বারোহী সহ বাইআত হইলেন। তাহারা হযরত খালেদ (রাঃ)এর তাঁবুর সম্মুখে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করিলেন এবং সকলেই অত্যাধিক পরিমাণে আহত হইলেন কিন্তু তাহাদের কেহই নিজ স্থান হইতে সরিলেন না, বরং দৃঢ়পদ থাকিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে বিরাট অংশ শাহাদাত বরণ করিলেন। হযরত যেরার ইবনে আযওয়ার (রাঃ)ও শহীদ হইলেন। (বিদায়াহ)

হযরত সাইফ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই চারশত জন মুসলমানের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই শহীদ হইয়াছেন। তন্মধ্যে হযরত যেরার ইবনে আযওয়ার (রাঃ)ও ছিলেন। সকালবেলা হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহল (রাঃ) ও তাহার ছেলে হযরত আমর (রাঃ)কে হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট আনা হইল। তাহারা উভয়ে অত্যাধিক আহত ছিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) হযরত ইকরামা (রাঃ)এর মাথা আপন উরুর উপর ও হযরত আমর (রাঃ)এর মাথা আপন পায়ের গোছার উপর রাখিলেন। তিনি তাহাদের উভয়ের চেহারা পরিষ্কার করিয়া দিতেছিলেন এবং হলকের মধ্যে অল্প অল্প করিয়া পানি দিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, ইবনে হানযালা (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)) বলিয়াছিলেন, আমরা শহীদ হইব না, তাহা সঠিক নহে। (আমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা শাহাদাত দান করিয়াছেন।) (তাবারী)

আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের আগ্রহ সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের বাকি ঘটনাবলী

হযরত আম্মার (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহ

হযরত আবুল বাখতারী ও হযরত মাইসারা (রাঃ) বলেন, সিফফীনের যুদ্ধের দিন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) যুদ্ধ করিতেছিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু শহীদ হইতেছিলেন না। তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া বলিতেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আজ অমুক দিন। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে যেদিন শহীদ হইবেন বলিয়া সুসংবাদ দিয়াছিলেন আজ সেই দিন।) হযরত আলী (রাঃ) বলিতেন, আরে সেই কথা তোমার মন হইতে দূর করিয়া দাও। এইভাবে তিনবার হইল। অতঃপর তাহার নিকট দুধ আনা হইলে তিনি উহা পান করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, আমি দুনিয়া হইতে বিদায়ের সময় সর্বশেষ যাহা পান করিব তাহা দুধ হইবে। তারপর উঠিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং অবশেষে শাহাদাত বরণ করিলেন। (তাবারানী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু সিনান দুআলী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে দেখিলাম তিনি নিজের গোলামের নিকট হইতে পান করার কোন জিনিস চাহিলেন। সে তাহার নিকট এক পেয়ালা দুধ আনিল। তিনি সেই দুধ পান করিলেন এবং তারপর বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন, আজ আমি (শহীদ হইয়া) আমার প্রিয় দোস্তদের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার জামাতের সহিত মিলিত হইব। অতঃপর হাদীসের আরো অংশ বর্ণিত হইয়াছে। (তাবারানী)

হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে যেদিন তিনি শহীদ হইয়াছেন—অর্থাৎ সিফফীনের যুদ্ধের দিন উচ্চস্বরে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি জাব্বার অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলিত হইব, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদেরকে বিবাহ করিব, আজ আমাদের দোস্তদের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন, দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ খোরাক দুধের শরবত হইবে।

(আমি উহা পান করিয়াছি, অতএব আমার বিদায়ের সময় আসিয়া গিয়াছে।) (তাবারানী)

হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি গুন গুন (করিয়া কিছু কবিতা আবৃত্তি) করিতেছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এই সমস্ত কবিতা হইতে উত্তম জিনিস অর্থাৎ কোরআন দান করিয়াছেন। (কাজেই আপনি কোরআন পড়ুন) তিনি বলিলেন, তুমি এই আশংকা কর যে, আমি বিছানায় মৃত্যুবরণ করিব? না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই (শাহাদাতের) নেয়ামত হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আমি তো একাই একশত কাফেরকে কতল করিয়াছি। অন্যান্যদের সহিত মিলিয়া যাহাদিগকে কতল করিয়াছি তাহারা এই একশত হইতে আলাদা। (এসাবাহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পারস্যদেশে আকাবার যুদ্ধে যখন মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া একদিকে সরিয়া আসিল তখন হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ) উঠিয়া নিজের ঘোড়ায় চড়িলেন যাহাকে একজন লোক পিছন হইতে হাঁকাইতেছিল। তিনি নিজের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমরা (বারবার পরাজয় বরণ করিয়া) নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী (দুশমন)দেরকে খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্ত করিয়া দিয়াছ। এই বলিয়া তিনি দুশমনের উপর এমন আক্রমণ করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা উহাতে মুসলমানদিগকে বিজয় দান করিলেন এবং তিনি নিজে সেদিন শহীদ হইয়া গেলেন। (হাকেম)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর ভুল ধারণা

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা (রহঃ) বর্ণনা করেন, তাহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) শহীদ না হইয়া স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিলেন তখন আমার দৃষ্টিতে তাহার মর্যাদা অনেক কমিয়া গেল। আমি মনে মনে বলিলাম, এই ব্যক্তিকে দেখ, সে দুনিয়া হইতে অনেক দূরে সরিয়া থাকিত তদুপরি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিল, শাহাদাত নসীব হইল না। এইভাবে আমার দৃষ্টিতে তাহার মর্যাদা কমিয়াই রহিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও (শাহাদাত ছাড়া) স্বাভাবিক ইন্তেকাল হইল। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, তোর নাশ হউক, আমাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গরা (শাহাদাত ছাড়াই) ইন্তেকাল করিতেছেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)ও স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিলেন। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, তোর নাশ হউক, আমাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গরা (শাহাদাত ছাড়া) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিতেছেন। অতএব হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর মর্যাদা আমার দৃষ্টিতে পূর্বের ন্যায় হইয়া গেল। (মুন্তাখাবুল কান্য)

সাহাবা (রাঃ)দের বীরত্ব

হযরত আবূ বকর (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে লোকেরা! আমাকে বল, লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বীর কে? লোকেরা বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তো যে কোন দুশমনের সহিত মুকাবিলা করিয়াছি আমার হক আমি উসুল করিয়া লইয়াছি। (অর্থাৎ সর্বদাই আপন দুশমনকে পরাজিত করিয়াছি।) তথাপি তোমরা আমাকে বল, সর্বাপেক্ষা বড় বীর কে? লোকেরা বলিল, আমরা জানি না, আপনিই বলিয়া দিন, কে বড় বীর? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)। বদর যুদ্ধের দিন যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ছাপড়া তৈয়ার করিলাম তখন আমরা বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কে থাকিবে? যাহাতে কোন মুশরিক তাহার দিকে আসিতে না পারে? আল্লাহর কসম, কেহই তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকিতে সাহস করে নাই, একমাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ)ই ছিলেন, যিনি খোলা তলোয়ার হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন। যখন কোন দুশমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হইবার এরাদা করিত তিনি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। ইনিই হইলেন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বীর ও বাহাদুর ব্যক্তি। (মাজমা)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলেন, আমার জানা মতে প্রত্যেকেই গোপনে হিজরত করিয়াছেন। একমাত্র হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)ই এমন ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে হিজরত করিয়াছেন। তিনি যখন হিজরত করার ইচ্ছা করিলেন তখন নিজের তলোয়ার গলায় বাঁধিলেন এবং ধনুক কাঁধে ঝুলাইয়া লইলেন এবং (তীরদান হইতে) কয়েকটি তীর হাতে লইয়া বাইতুল্লাহর নিকট আসিলেন। কুরাইশের কতিপয় সর্দার সেখানে বসিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বাইতুল্লাহর সাত চক্কর তওয়াফ করিয়া মকামে ইবরাহীমের নিকট আসিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর মুশরিকদের এক একটি মজলিসের নিকট যাইয়া বলিলেন, এই সমস্ত চেহারা অপদস্থ হউক! যে ব্যক্তি চায় যে, তাহার মা পুত্রহারা হউক, তাহার সন্তানগণ এতীম হউক আর তাহার স্ত্রী বিধবা হউক সে যেন এই ময়দানের অপর পার্শ্বে আসিয়া আমার

www.BANGLAKITAB.com

সহিত সাক্ষাৎ করে। (অতঃপর তিনি সেখান হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন) তাহাদের একজনও তাহার পিছু লইতে সাহস পায় নাই। (মুন্তাখাবুল কান্য)

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট আসিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

اَفَاطِمُ هَاكِ السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيْمٍ - فَلَسْتُ بِرِعْدِيْدٍ وَلَا بِلَئِيْمٍ

হে ফাতেমা! এই দোষত্রুটি মুক্ত তলোয়ার লও (অর্থাৎ শত্রুনিধনে এই তলোয়ার কোনরূপ ত্রুটি করে নাই) আর না আমি ভয়ে প্রকম্পিত হইয়াছি আর না আমি হীন কমীনা।

لَعَمْرِىْ لَقَدْ اَبْلَيْتُ فِىْ نَصْرِ اَحْمَدٍ - وَمَرْضَاةِ رَبٍّ بِالْعِبَادِ عَلِيْمٍ

আমার জীবনের কসম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যে এবং সেই রব্বুল ইজ্জতের সন্তুষ্টি অর্জনে আমি পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছি যিনি বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানেন।

(ইহা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যদি উত্তমরূপে যুদ্ধ করিয়া থাক তবে সাহল ইবনে হুনাইফ ও ইবনে সিম্মাহও অতি উত্তমরূপে যুদ্ধ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর এক সাহাবীর নামও উল্লেখ করিয়াছেন যাহার নাম বর্ণনাকারী মুআল্লা (রহঃ) ভুলিয়া গিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসিয়া আরজ করিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার পিতার কসম, সমবেদনা প্রকাশের ইহাই উপযুক্ত সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে

জিবরাঈল, আলী আমা হইতে। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, আর আমি আপনাদের উভয় হইতে। (বাযযার)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলেন, দোষত্রুটি মুক্ত এই তলোয়ার লও। (অর্থাৎ শত্রুনিধনে এই তলোয়ার কোনরূপ ত্রুটি করে নাই।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যদি উত্তমরূপে যুদ্ধ করিয়া থাক তবে সাহল ইবনে হুনাইফ ও আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহও উত্তমরূপে যুদ্ধ করিয়াছে। (তাবারানী)

আমর ইবনে আব্দে উদ্দ এর কতলের ঘটনা

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমর ইবনে আব্দে উদ্দ যুদ্ধে নিজের উপস্থিতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে বাহাদুরদের নিশান লাগাইয়া বাহির হইয়া আসিল। যখন সে তাহার ঘোড়াসহ দাঁড়াইয়া গেল তখন হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে আমর, তুমি কোরাইশের জন্য আল্লাহ তায়ালার সহিত অঙ্গীকার ব্যক্ত করিতে যে, যে কেহ তোমাকে দুইটি বিষয়ের দিকে আহবান করিবে তুমি তন্মধ্যে একটি অবশ্যই গ্রহণ করিবে। সে বলিল, হাঁ। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ও ইসলামের প্রতি আহবান করিতেছি। সে বলিল, ইহার আমার প্রয়োজন নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তবে আমি তোমাকে আমার সহিত মোকাবেলার আহবান জানাইতেছি। সে বলিল, হে আমার ভাতিজা, আমাকে কেন মোকাবেলার আহবান জানাইতেছ? আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাকে কতল করিতে পছন্দ করি না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কতল করিতে ভালবাসি। ইহা শুনিয়া আমর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং হযরত আলী (রাঃ)এর দিকে অগ্রসর হইল। উভয়ে আপন আপন

www.BANGLAKITAB.com

সওয়ারী হইতে নামিয়া পড়িল এবং একে অপরের উপর আক্রমণের জন্য যুদ্ধের ময়দানে চক্কর দিতে লাগিল। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) আমরকে কতল করিয়া দিলেন। (কান্য)

অপর এক রেওয়ায়াতে ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমর ইবনে আব্দে উদ্দ পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত হইয়া (ময়দানে) বাহির হইয়া আসিল এবং উচ্চস্বরে আওয়াজ লাগাইল, মোকাবেলার জন্য কে প্রস্তুত আছে? হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! আমি তাহার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি আমর, বসিয়া যাও। আমর পুনরায় আওয়াজ দিল, আছে কোন বীরপুরুষ, আমার সহিত মোকাবেলার জন্য ময়দানে আসিবে? অতঃপর সে মুসলমানদেরকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, কোথায় তোমাদের সেই জান্নাত যাহার ব্যাপারে তোমাদের এই ধারণা যে, তোমাদের যে কেহ কতল হয় সে উহাতে প্রবেশ করে? তোমরা আমার মোকাবেলার জন্য কাহাকেও কি পাঠাইতে পার না?

হযরত আলী (রাঃ) আবার দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বসিয়া যাও। অতঃপর আমর তৃতীয়বার আহবান জানাইল। বর্ণনাকারী তাহার কবিতা আবৃত্তি উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি আমর। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হউক না সে আমর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট পৌঁছিলেন।

لَا تَعْجَلَنَّ فَقَدْ اَتَاكَ – مُجِيْبُ صَوْتِكَ غَيْرَ عَاجِزْ

তাড়াহুড়া করিও না, তোমার ডাকের সাড়া দেওয়ার লোক আসিয়া গিয়াছে, যে অক্ষম নহে।

فِى نِيَّةٍ وَ بَصِيْرَةٍ – وَالصِّدْقُ مَنْجٰى كُلِّ فَائِزْ

সাড়া দেওয়ার জন্য আগত ব্যক্তি বুঝিয়া শুনিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া আসিয়াছে। (আমি সত্য বলিতেছি, কারণ) সত্যই প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তির জন্য নাজাতের উপায়।

اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ اُقِيْمَ – عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزْ

আমি পরিপূর্ণ আশা রাখি যে, মৃতদের জন্য বিলাপকারিণী মহিলাদেরকে তোমার উপর খাড়া করিয়া দিব।

مِنْ ضَرْبَةٍ نَجْلَاءَ – يَبْقٰى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزْ

আমি তোমার উপর (তলোয়ারের) এমন লম্বা চওড়া আঘাত হানিব যাহার আলোচনা বড় বড় যুদ্ধের সময় হইতে থাকিবে।

আমর হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আলী। আমর বলিল, তুমি কি আব্দে মানাফ (অর্থাৎ আবু তালেব)এর বেটা? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমি আলী ইবনে আবি তালেব। আমর বলিল, ভাতিজা, (আমি তো চাই যে,) তোমার চেয়ে বয়স্ক তোমার চাচাদের মধ্য হইতে কেহ আসে। কেননা আমি তোমার রক্ত বহাইতে পছন্দ করি না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি তোমার রক্ত বহানোকে অপছন্দ করি না। (এই কথা শুনিয়া) সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপন ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল এবং খাপ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় অত্যন্ত চমকদার তলোয়ার বাহির করিল।

অতঃপর সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধাবস্থায় হযরত আলী (রাঃ)এর দিকে অগ্রসর হইল। হযরত আলী (রাঃ) চামড়ার ঢাল লইয়া তাহার সম্মুখে আসিলেন। আমর হযরত আলী (রাঃ)এর ঢালের উপর তলোয়ারের

www.BANGLAKITAB.com

এমন আঘাত হানিল যে, ঢাল কাটিয়া তলোয়ার তাহার মাথা পর্যন্ত পৌঁছিল এবং মাথায় আঘাত লাগিল। হযরত আলী (রাঃ) তাহার কাঁধের উপর এমন জোরে তলোয়ার মারিলেন যে, সে একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল এবং (তাহার মাটিতে পড়ার কারণে) ধুলা উড়িল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরে আল্লাহু আকবার—তাকবীরের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, হযরত আলী (রাঃ) আমরকে কতল করিয়াছেন। সে সময় হযরত আলী (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

اَعَلَىَّ تَقْتَحِمُ الْفَوَارِسُ هٰكَذَا عَنِّى - وَعَنْهُمْ اَخِّرُوا اَصْحَابِىْ

এইভাবে কি ঘোড়সওয়ারগণ আমার উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিবে? হে আমার সঙ্গীগণ, তোমরা আমার ও আমার উপর অতর্কিতে হামলাকারীদের মাঝখান হইতে সকলকে পিছনে সরাইয়া দাও (আমি একাই সেই হামলাকারীদেরকে বুঝিয়া লইব।)

اَلْيَوْمَ يَمْنَعُنِى الْفِرَارَ حَفِيْظَتِىْ - وَمُصَمَّمٌ فِى الرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِى

যুদ্ধের ময়দানে আমার যে ক্রোধের উদ্রেক হয় উহা আজ আমাকে পলায়ন হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে, আর সেই তলোয়ার আমাকে বাধা দিয়া রাখিয়াছে যাহার আঘাত মস্তক কাটিয়া আনে এবং যাহা কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয় না।

তারপর এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

عَبَدَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ - وَعَبَدْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَوَابِىْ

সে তাহার আহমকের মত রায়ের উপর ভিত্তি করিয়া পাথরের পুঁজা করিয়াছে আর আমি আমার সঠিক রায়ের উপর ভিত্তি করিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রবের এবাদত করিয়াছি।

فَصَدَرْتُ حِيْنَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا - كَالْجِذْعِ بَيْنَ دَكَادِكٍ وَرَوَابِىْ

আমি যখন তাহার লাশ জমিনের উপর ফেলিয়া রাখিয়া ফিরিয়া

আসিয়াছি তখন তাহার লাশ এমনভাবে পড়িয়াছিল যেমন টিলা ও শক্ত জমিনের মাঝে খেজুর গাছ পড়িয়া থাকে।

وَعَفَفْتُ عَنْ اَثْوَابِهٖ وَلَوْ اَنَّنِىْ - كُنْتُ الْمُقَطَّرَ بَزَّنِىْ اَثْوَابِىْ

তাহার কাপড় খুলিয়া আনার মত হীন কর্ম হইতে আমি বিরত রহিয়াছি, কিন্তু যদি আমি ধরাশায়ী হইতাম তবে সে আমার কাপড় খুলিয়া লইয়া যাইত।

لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ خَاذِلَ دِيْنِهٖ - وَنَبِيِّهٖ يَا مَعْشَرَ الْاَحْزَابِ

হে কাফেরের দলেরা, এই ধারণা কখনও করিও না যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বীন ও তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য পরিত্যাগ করিবেন।

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তাহার চেহারা খুশীতে ঝলমল করিতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমর ইবনে আব্দে উদ্দের লৌহবর্ম কেন খুলিয়া আনিলে না? কারণ তাহার লৌহবর্ম হইতে উত্তম লৌহবর্ম আরবদের আর কাহারো নিকট নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি যখন তাহার উপর তলোয়ারের আঘাত হানিলাম তখন সে তাহার লজ্জাস্থান দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিল। (অর্থাৎ তাহার লজ্জাস্থান খুলিয়া গেল।) অতএব আমার লজ্জা লাগিল যে, এমতাবস্থায় আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের লৌহবর্ম খুলিয়া লই। (বিদায়াহ)

ইহুদী পালোয়ান মুরাহহাবকে কতলের ঘটনা

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিতে যাইয়া বনু ফাযারার যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করেন এবং বলেন, আমরা এই যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার মাত্র তিনদিন পর পুনরায় খাইবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। হযরত আমের (রাঃ)ও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ

WWW.BANGLAKITAB.COM

করিয়াছিলেন। তিনি এই কবিতা পড়িতে পড়িতে চলিতেছিলেন—

وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا - وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

আল্লাহর কসম, তুমি না হইলে (অর্থাৎ তোমার মেহেরবানী না হইলে) আমরা হেদায়াত পাইতাম না, আর না সদকা করিতাম, না নামায পড়িতাম।

وَنَحْنُ مِنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا - فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا
وَ ثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَا قَيْنَا

আমরা তোমার মেহেরবানী হইতে অমুখাপেক্ষী নহি, তুমি আমাদের উপর সকীনা ও শান্তি নাযিল কর, আর যখন আমরা দুশমনের মোকাবেলায় অবতরণ করি তখন আমাদের কদমগুলিকে দৃঢ় রাখ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কবিতা কে পড়িতেছে? লোকেরা বলিল, হযরত আমের (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (হে আমের,) তোমার রব তোমাকে মাফ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কাহাকেও এই দোয়া দিয়াছেন তিনি শহীদ হইয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) উটের উপর বসিয়াছিলেন, তিনি (এই দোয়া শুনিয়া) বলিলেন, আপনি যদি আমাদিগকে হযরত আমেরের দ্বারা আরো (কিছু দিন) উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিতেন। (অর্থাৎ আপনি হযরত আমের (রাঃ)কে এই দোয়া না দিলে তিনি জীবিত থাকিতেন, এখন তো তিনি শহীদ হইয়া যাইবেন।) অতঃপর আমরা খাইবারে পৌঁছিলাম। ইহুদী পালোয়ান মুরাহহাব স্বগর্বে আপন তলোয়ার নাড়িতে নাড়িতে বাহির হইয়া আসিল এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল—

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّىْ مَرْحَبُ - شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

اِذَا الْحُرُوْبُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

সমস্ত খাইবারবাসী ভাল করিয়া জানে যে, আমি মুরাহহাব, অস্ত্রসজ্জিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাহাদুর। (আমার বাহাদুরী তখন দেখা যায়) যখন যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়।

হযরত আমের (রাঃ) মুরাহহাবের মুকাবেলার জন্য এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ময়দানে অবতীর্ণ হইলেন—

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّىْ عَامِرٌ - شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ

সমস্ত খাইবারবাসী ভাল করিয়া জানে, আমি আমের অস্ত্রসজ্জিত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহে প্রবেশকারী বাহাদুর।

উভয়ের মধ্যে তলোয়ারের ঘাত-প্রতিঘাত হইল। মুরাহহাবের তলোয়ার হযরত আমের (রাঃ)এর ঢালের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। হযরত আমের (রাঃ) মুরাহহাবের নিচের অংশে আঘাত করিতে চাহিলেন কিন্তু হযরত আমের (রাঃ)এর তলোয়ার তাহার নিজের শরীরেই লাগিল। যদ্দরুন তাহার শিরা কাটিয়া গেল এবং তিনি শহীদ হইয়া গেলেন।

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমি বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলাবলি করিতে শুনিলাম যে, হযরত আমের (রাঃ)এর সমস্ত আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। কারণ তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, লোকেরা বলাবলি করিতেছে যে, হযরত আমের (রাঃ)এর সমস্ত আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বলিয়াছে? আমি বলিলাম, আপনার কতিপয় সাহাবা (রাঃ)। তিনি বলিলেন, তাহারা ভুল বলিয়াছে, আমের তো দ্বিগুণ আজর ও সওয়াব লাভ করিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে

www.BANGLAKITAB.com

ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাহার চোখে অসুখ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আজ আমি এমন ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা দান করিব যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করে। আমি হযরত আলী (রাঃ)কে হাত ধরিয়া লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চোখে মুখের লালা মুবারক লাগাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুস্থ হইয়া গেলেন। তিনি তাহাকে ঝাণ্ডা দিলেন। মুরাহহাব পূর্বের ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ময়দানে বাহির হইয়া আসিল।

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّى مَرْحَبُ - شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبٌ
اِذَا الْحُرُوْبُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبْ

তাহার মুকাবেলার জন্য হযরত আলী (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন—

اَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ اُمِّىْ حَيْدَرَهْ - كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَهْ
اُوْفِيْهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

আমি সেই ব্যক্তি যাহার মা তাহার নাম হায়দার অর্থাৎ সিংহ রাখিয়াছে। আমি জঙ্গলের বীভৎসদর্শন সিংহের ন্যায়। আমি দুশমনকে পরিপূর্ণ মাপ দিব যেমন প্রশস্ত দাড়িপাল্লায় পূর্ণরূপে মাপিয়া দেওয়া হয়। (অর্থাৎ অতিমাত্রায় শত্রুনিধন করিব।)

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) তলোয়ারের এমন আঘাত হানিলেন যে, মুরাহহাবের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। আর এইভাবে খাইবার বিজয় হইল।

উক্ত রেওয়ায়াত অনুসারে মালাউন মুরাহহাব ইহুদীকে হযরত আলী (রাঃ)ই কতল করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি মুরাহহাবকে কতল করার পর তাহার মস্তক কাটিয়া

লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। কিন্তু মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) ইমাম যুহরী (রহঃ) হইতে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুরাহহাবকে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) কতল করিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) এবং ওয়াকেদী (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) ও অন্যান্যদের নিকট হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত খাইবারের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঝাণ্ডা হযরত আলী (রাঃ)কে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যখন দূর্গের নিকটবর্তী হইলেন তখন দূর্গের লোকেরা যুদ্ধের জন্য দূর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল। হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ইহুদীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)এর উপর তলোয়ার দ্বারা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিল। যদ্দরুন তাহার ঢাল হাত হইতে ছুটিয়া পড়িয়া গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দূর্গের দরজা উপড়াইয়া উহাকে ঢাল বানাইয়া লইলেন। দরজা হাতে ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বিজয় দান করিলেন। যুদ্ধশেষে তিনি সেই দরজা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। তারপর আমি আরো সাতজনকে লইয়া সেই দরজাকে উল্টাইতে চাহিলাম, কিন্তু আমরা আটজনে মিলিয়াও উহাকে উল্টাইতে পারিলাম না।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, খাইবারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) (দূর্গের) দরজা উঠাইয়া ধরিলেন। মুসলমানরা সেই দরজার উপর আরোহণ করিয়া দূর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং দূর্গ জয় করিয়া লইলেন। পরবর্তীতে চল্লিশজন লোক সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়াও সেই দরজা উঠাইতে পারে নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

www.BANGLAKITAB.com

সত্তর জন লোক পূর্ণশক্তি ব্যয় করিয়া সেই দরজাকে নিজের জায়গায় স্থাপন করিতে পারিয়াছে।

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, খাইবারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) (দূর্গের) দরজা উঠাইয়া ধরিয়াছিলেন। উহার উপর চড়িয়া মুসলমানরা খাইবারের দূর্গ জয় করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে চল্লিশজনে মিলিয়া উহাকে উত্তোলন করিতে সক্ষম হইলেন। (মুন্তাখাব)

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমি এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম—

نَحْنُ حُمَاةُ غَالِبٍ وَمَالِكٍ - نَذُبُّ عَنْ رَسُوْلِنَا الْمُبَارَكِ

আমরা গালিব ও মালেক গোত্রদ্বয়ের হেফাজতকারী এবং আমরা আমাদের মোবারক রাসূলের পক্ষ হইতে প্রতিরক্ষাকারী।

نَضْرِبُ عَنْهُ الْقَوْمَ فِي الْمَعَارِكِ - ضَرْبَ صِفَاحِ الْكُوْمِ فِي الْمَبَارِكِ

যুদ্ধের ময়দানে আমরা শত্রুদেরকে তলোয়ার মারিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পিছনে হটাইয়া দেই এবং আমরা শত্রুকে এমনভাবে আঘাত করি যেমন (জবাইয়ের পর গোশত কাটার জন্য) উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট উটগুলিকে উহাদের বসার স্থানে পার্শ্বদেশে আঘাত করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হযরত হাসসান (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি তালহা সম্পর্কে প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি কর। সুতরাং হযরত হাসসান (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَطَلْحَةُ يَوْمَ الشِّعْبِ اَسَى مُحَمَّدًا - عَلٰى سَاعَةٍ ضَاقَتْ عَلَيْهِ وَشُقَّتِ

ঘাঁটির (যুদ্ধের) দিন হযরত তালহা (রাঃ) অত্যন্ত সংকটময় কঠিন সময়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমবেদনা জানাইয়াছেন এবং তাহার উপর জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

يَقِيْهِ بِكَفَّيْهِ الرِّمَاحَ وَاَسْلَمَتْ-اُشَاجِعُهُ تَحْتَ السُّيُوْفِ فَشَلَّتِ

আপন উভয় হাত দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্শার আঘাত হইতে রক্ষা করিতে থাকিলেন এবং (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাঁচাইবার জন্য) তিনি আপন হাতদ্বয়কে তলোয়ারের নিচে দিয়া দিলেন, যাহাতে উহা সম্পূর্ণ অবশ হইয়া গেল।

وَكَانَ اَمَامَ النَّاسِ اِلَّا مُحَمَّدًا-اَقَامَ رَحَى الْاِسْلَامِ حَتّٰى اسْتَقَلَّتِ

তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সকল মানুষের অগ্রে ছিলেন, তিনি ইসলামের যাঁতাকলকে এমনভাবে চালাইলেন যে, উহা আপনা আপনি চলিতে আরম্ভ করিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (হযরত তালহা (রাঃ)এর প্রশংসায়) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

حَمٰى نَبِيَّ الْهُدٰى وَالْخَيْلُ تَتْبَعُهُ -حَتّٰى اِذَا مَالَقُوا حَامٰى عَنِ الدِّيْنِ

তালহা (রাঃ) হেদায়াতওয়ালা নবীর হেফাজত করিয়াছেন অথচ অশ্বারোহী দল তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, অতঃপর যখন অশ্বারোহী দল তাহার নিকটবর্তী হইল তখন তিনি দ্বীনের পক্ষে প্রতিরক্ষা করিলেন।

صَبْرًا عَلَى الطَّعْنِ اِذْ وَلَّتْ حُمَاتُهُمْ-وَالنَّاسُ مِنْ بَيْنِ مَهْدِيٍّ وَمَفْتُوْنِ

যখন লোকদের সাহায্যকারীরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালাইতেছিল তখন তিনি বর্শার আঘাতের উপর ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন, আর সেদিন লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—একদল হেদায়াতপ্রাপ্ত মুসলমান

www.BANGLAKITAB.com

ও অপরদল ফেৎনায় নিপতিত কাফের।

يَا طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَدْ وَجَبَتْ-لَكَ الْجِنَانُ وَزُوِّجْتَ الْمَهَا الْعِيْنِ

হে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ, তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হরিণনয়না হুরদের সহিত তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) (হযরত তালহা (রাঃ)এর প্রশংসায়) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

حَمٰى نَبِيَّ الْهُدٰى بِالسَّيْفِ مُنْصَلِتًا-لَمَّا تَوَلّٰى جَمِيْعُ النَّاسِ وَانْكَشَفُوا

যখন সমস্ত লোক পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল তখন হযরত তালহা (রাঃ) খোলা তরবারী হাতে হেদায়াতওয়ালা নবীর হেফাজত করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর, তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। ওহুদের যুদ্ধে হযরত তালহা (রাঃ)এর যুদ্ধের ঘটনা পূর্বে ১ম খণ্ডের ৪৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, আল্লাহর খাতিরে সর্বপ্রথম তরবারী উত্তোলনকারী হইলেন হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)। একদিন তিনি দুপুরবেলা কাইলুলাহ অর্থাৎ আরাম করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি এই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ শহীদ করিয়া দিয়াছে। (এই আওয়াজ শুনামাত্রই) তিনি খোলা তরবারী হাতে বাহির হইয়া আসিলেন। পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সামনা সামনি দেখা হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যুবাইর! তোমার কি হইয়াছে? তিনি

আরজ করিলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, আপনাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা এই ছিল যে, সমস্ত মক্কাবাসীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য কল্যাণের দোয়া করিলেন। তাহার সম্পর্কেই কবি আসাদী এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছে—

هٰذَاكَ اَوَّلُ سَيْفٍ سُلَّ فِى غَضَبٍ - لِلّٰهِ سَيْفُ الزُّبَيْرِ الْمُرْتَضٰى اَنِفَا

হযরত যুবাইর মুরতাজা সর্দারের তরবারীই প্রথম তরবারী যাহা আল্লাহর খাতিরে ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তোলিত হইয়াছে।

حَمِيَّةٌ سَبَقَتْ مِنْ فَضْلِ نَجْدَتِهٖ - قَدْ يَحْبِسُ النَّجْدَاتِ الْمُحْبِسُ الْاَرِفَا

ইহা একপ্রকার দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ যাহা তাহার অত্যাধিক বীরত্বের কারণে প্রকাশ পাইয়াছে। আর অনেক সময় ঝুলন্ত দীর্ঘ কানধারী ঘোড়া নিজের ভিতরে বহুধরনের বীরত্ব ধারণ করিয়া রাখে। (হযরত যুবাইর (রাঃ)কে উক্ত ঘোড়ার সহিত গুণগত দিক দিয়া তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহার ভিতরেও বহু ধরনের বীরত্ব রহিয়াছে যাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ লাভ করিবে।)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর শয়তানের পক্ষ হইতে এক আওয়াজ শুনিলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। সে সময় হযরত যুবাইর (রাঃ)এর বয়স বার বৎসর ছিল। তিনি এই আওয়াজ শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের তরবারী উত্তোলন করিয়া (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালাশে) অলিগলিতে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মক্কার উঁচু প্রান্তে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাঁহার নিকট পৌঁছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আমি শুনিতে পাইলাম যে, আপনাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, যে আপনাকে গ্রেফতার করিয়াছে আমি তাহাকে আমার এই তরবারী দ্বারা মারিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ও তাহার তরবারীর জন্য দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, ফিরিয়া যাও। ইহাই সর্বপ্রথম তরবারী যাহা আল্লাহর রাস্তায় উত্তোলিত হইয়াছে। (মুন্তাখাবে কান্য)

ওহুদের যুদ্ধে তালহা আবদারীর কতল

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের ঝাণ্ডা বহনকারী তালহা ইবনে আবি তালহা আবদারী মুসলমানদিগকে তাহার মোকাবিলার আহবান জানাইল। প্রথমতঃ মুসলমানগণ তাহার সহিত মোকাবিলা করিতে ঘাবড়াইলেন। অতঃপর হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) তাহার মোকাবিলার জন্য বাহির হইলেন এবং এক লাফে তাহার উটের উপর উঠিয়া তাহার সহিত যাইয়া বসিলেন। (উটের উপরেই লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল) হযরত যুবাইর (রাঃ) তালহাকে উটের উপর হইতে নিচে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আপন তরবারী দ্বারা জবাই করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবাইর (রাঃ)এর প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যেক নবীর জন্য (জীবন উৎসর্গকারী) হাওয়ারী (সাহায্যকারী) হইয়া থাকে। আর আমার হাওয়ারী হইল যুবাইর। তিনি আরো বলিলেন, যেহেতু আমি দেখিয়াছি, লোকেরা তালহা আবদারীর মোকাবিলায় পিছু হটিতেছে সেহেতু যদি যুবাইর তাহার মোকাবিলার জন্য না যাইত তবে আমি স্বয়ং যাইতাম। (বিদায়াহ)

নওফল মাখযূমীর কতলের ঘটনা

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নওফল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগীরাহ মাখযূমী খন্দকের যুদ্ধের দিন শত্রুদের কাতার হইতে বাহির হইয়া মুসলমানদিগকে তাহার মোকাবিলার জন্য আহবান জানাইল। তাহার মোকাবিলার জন্য হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং তিনি তরবারী দ্বারা এমন আঘাত করিলেন যে, তাহাকে দুই টুকরা করিয়া দিলেন। এই আঘাতের দরুন তাহার তরবারীর ধার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন—

اِنِّي امْرُؤٌ اَحْمِيْ وَاَحْتَمِي - عَنِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى الْاُمِّيِّ

আমি সেই ব্যক্তি, যে দুশমন হইতে নিজেকে রক্ষা করি এবং নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও রক্ষা করি। (বিদায়াহ)

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) বলেন, মুশরিকদের মধ্য হইতে একব্যক্তি অস্ত্রসজ্জিত হইয়া একটি উঁচু স্থানে উঠিল এবং বলিতে লাগিল, কে আমার মোকাবিলা করিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি কি তাহার মোকাবিলার জন্য যাইবে? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার যদি ইচ্ছা হয় (তবে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।) হযরত যুবাইর (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে) উঁকি দিয়া দেখিতেছিলেন। তিনি তাহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন, হে (আমার ফুফু) সফিয়্যার ছেলে, তুমি (মোকাবিলার জন্য) উঠিয়া দাঁড়াও। অতএব হযরত যুবাইর (রাঃ) তাহার দিকে চলিলেন, এবং তাহার বরাবরে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

অতঃপর উভয়ে একে অপরের উপর তরবারী দ্বারা আক্রমণ আরম্ভ করিল। আবার উভয়ে একে অপরের সহিত ধস্তাধস্তি আরম্ভ করিল। তারপর তাহারা নিচের দিকে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, উভয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম যে নিচে সমতল ভূমিতে পড়িবে সে মারা পড়িবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ (হযরত যুবাইর (রাঃ)এর জন্য) দোয়া করিলেন। আর কাফের সর্বপ্রথম নিচে পড়িল। হযরত যুবাইর (রাঃ) তাহার বুকের উপর পড়িলেন এবং তাহাকে কতল করিয়া দিলেন।

খন্দক ও ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত যুবাইর (রাঃ)এর আক্রমণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে মহিলা ও শিশুদের সহিত দূর্গের ভিতর রাখা হইয়াছিল। আমার সঙ্গে ওমর ইবনে আবি সালামা (রাঃ)ও ছিলেন। (তাহারা উভয়ে অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন।) ওমর ইবনে আবি সালামা (রাঃ) আমার সামনে কুঁজ হইয়া দাঁড়াইতেন, আর তাহার কোমরের উপর চড়িয়া আমি (দূর্গের বাহিরে যুদ্ধের ময়দান) দেখিতাম। আমি আমার পিতাকে দেখিলাম, তিনি কখনও এইদিকে হামলা করেন, কখনও ঐদিকে হামলা করেন। তাহার সম্মুখে যাহাই ঘটিত তিনি উহার প্রতি ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় যখন তিনি আমাদের নিকট দূর্গের ভিতরে আসিলেন তখন আমি বলিলাম, আব্বাজান, আজ আপনি যাহা করিয়াছেন তাহা আমি সবই দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমার বেটা, তুমি আমাকে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমার পিতামাতা তোমার উপর কোরবান হউক!

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি যদি (কাফেরদের উপর) হামলা করিতেন তবে আমরাও আপনার সঙ্গে সঙ্গে হামলা করিতাম। হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি হামলা করি তবে তোমরা তোমাদের কথা রক্ষা

করিতে পারিবে না। তাহারা বলিলেন, আমরা এরূপ করিব না। (বরং আপনার সঙ্গে আমরাও থাকিব।) অতএব হযরত যুবাইর (রাঃ) কাফেরদের উপর এমন জোরদার হামলা করিলেন যে, তাহাদের কাতার ভেদ করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়া গেলেন অথচ সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে কেহই তাহার সঙ্গে ছিলেন না। তিনি পুনরায় শত্রুর কাতার ভেদ করিয়া ফিরিয়া আসার সময় কাফেররা তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া তাহার কাঁধের উপর তরবারীর দুইটি আঘাত করিল, যাহা বদরযুদ্ধে লাগা আঘাতের ডানে বামে দুইদিকে লাগিল।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, আমি ছোটসময়ে সেই সমস্ত জখমের গর্তগুলিতে আঙ্গুল ঢুকাইয়া খেলা করিতাম।

এই ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)ও তাহার সহিত ছিলেন। তাহার বয়স তখন দশ বৎসর ছিল। হযরত যুবাইর (রাঃ) তাহাকে একটি ঘোড়ার উপর বসাইয়া একজন লোকের সোপর্দ করিয়া দিয়াছিলেন।

আলবিদায়ার রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবা (রাঃ) দ্বিতীয়বার হযরত যুবাইর (রাঃ)কে পূর্বের ন্যায় অনুরোধ জানাইলে তিনি প্রথমবারের ন্যায় আবার একইভাবে আক্রমণ করিয়া দেখাইলেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর বীরত্ব

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেজাযের রাবেগ এলাকার দিকে এক জামাত প্রেরণ করিলেন। উক্ত জামাতে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)ও ছিলেন। মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেদিন হযরত সা'দ (রাঃ) আপন তীর দ্বারা মুসলমানদের হেফাজত করিলেন। আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তিনিই তীর নিক্ষেপ করিয়াছেন। আর এই যুদ্ধই ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) আপন তীর নিক্ষেপ

www.BANGLAKITAB.com

সম্পর্কে এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন—

اَلاَ هَلْ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنِّى - حَمَيْتُ صَحَابَتِىْ بِصُدُوْرِ نَبْلِى

মনোযোগ দিয়া শোন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কি এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, আমি আমার তীরের অগ্রভাগ দ্বারা আপন সঙ্গীদের হেফাজত করিয়াছি?

اَذُوْدُ بِهَا عَدُوَّهُمْ ذِيَادًا - بِكُلِّ حُزُوْنَةٍ وَبِكُلِّ سَهْلِ

প্রত্যেক শক্ত ও নরম জমিনে আপন তীর দ্বারা আমি মুসলমানদের দুশমনদিগকে প্রতিহত করিয়াছি।

فَمَا يُعْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُوٍّ - بِسَهْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَبْلِىْ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুশমনের প্রতি তীর নিক্ষেপকারী হিসাবে মুসলমানদের মধ্য হইতে আমার পূর্বে আর কাহাকেও গণ্য করা হইবে না। (কেননা আমিই সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করিয়াছি।) (মুন্তাখাবে কান্য)

একই তীরে তিনজনকে হত্যা করা

ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ (রাঃ) এক তীর দ্বারা তিনজন কাফেরকে কতল করিয়াছেন। আর তাহা এইভাবে হইয়াছে যে, দুশমনরা তাহার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিলে তিনি সেই তীর কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং একজনকে কতল করিলেন। কাফেররা সেই তীর পুনরায় তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে তিনি আবার উহা তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় আর একজনকে কতল করিলেন। কাফেররা সেই তীর তৃতীয়বার তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে তিনি পুনরায় সেই তীর কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া তৃতীয় আরেক কাফেরকে কতল করিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই কৃতিত্বে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, এই তীর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমাকে উঠাইয়া দিয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন, (সেইদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছেন যে, 'আমার পিতামাতা তোমার উপর কোরবান হউক।'

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কখনও সওয়ার হইয়া আবার কখনও পদাতিকভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন। অথবা অর্থ এই যে, তিনি ছিলেন তো পদাতিকই, কিন্তু আরোহী যোদ্ধার ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধ করিয়াছেন।

হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত হারেস তাইমী (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত হামযা (রাঃ) উটপাখির পালক দ্বারা নিশান লাগাইয়া লইয়াছিলেন। এক মুশরিক জিজ্ঞাসা করিল, উটপাখির পালক দ্বারা নিশান লাগানো এই ব্যক্তি কে? বলা হইল, ইনি হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)। মুশরিক লোকটি বলিল, এই তো সেই ব্যক্তি, যে আমাদের বিরুদ্ধে বহু কর্মকাণ্ড করিয়াছে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, উমাইয়া ইবনে খালাফ আমাকে বলিল, হে আবদুল ইলাহ, বদরের দিন বুকের উপর উটপাখির পালক দ্বারা নিশান লাগানো ব্যক্তিটি কে ছিল? আমি বলিলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) ছিলেন। উমাইয়া বলিল, তিনিই তো আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করিয়াছেন। (বায্যার)

হযরত হামযা (রাঃ)এর বিকৃত লাশ দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন

www.BANGLAKITAB.com

যখন লোকজন যুদ্ধের ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা (রাঃ)কে লোকদের মধ্যে দেখিতে পাইলেন না। এক ব্যক্তি বলিল, আমি তাহাকে ঐ গাছের নিকট দেখিয়াছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, আমি আল্লাহ ও তাহার রাসূলের সিংহ, আয় আল্লাহ, এই আবু সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গীগণ যে ফেৎনা ফাসাদ লইয়া আসিয়াছে আমি আপনার নিকট উহা হইতে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি, এবং মুসলমানগণ যে রণে ভঙ্গ দিয়াছে আমি উহা হইতেও আপনার নিকট নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকে গেলেন এবং যখন (শহীদ হইয়া পড়িয়া থাকা অবস্থায়) তাহার কপাল দেখিলেন তখন তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। অতঃপর যখন তাহার কান নাক ইত্যাদি কর্তন করা হইয়াছে দেখিলেন তখন ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, কোন কাফনের কাপড় আছে কি? একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ) উঠিয়া একটি কাপড় তাহার উপর ফেলিয়া দিলেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হযরত হামযা (রাঃ) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট সকল শহীদানদের সর্দার হইবেন। (হাকেম)

হযরত হামযা (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা

হযরত জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়াহ যামরী (রহঃ) বলেন, আমি এবং হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার (রহঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর খেলাফত আমলে বাহির হইলাম। অতঃপর হাদীস উল্লেখ করিয়া বলেন, অবশেষে আমরা হযরত ওয়াহশী (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বসিলাম এবং তাহাকে বলিলাম, আমরা আপনার নিকট এইজন্য আসিয়াছি যে, হযরত হামযা (রাঃ)কে আপনি কিভাবে শহীদ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। হযরত ওয়াহশী (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে এই

ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে যেমনভাবে শুনাইয়াছি তোমাদিগকেও সেই ঘটনা তেমনভাবে শুনাইব। আমি জুবাইর ইবনে মুতইমের গোলাম ছিলাম। তাহার চাচা তুআইমা ইবনে আদী বদর যুদ্ধে মারা গিয়াছিল।

তারপর যখন কোরাইশগণ ওহুদ যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইল, তখন জুবাইর ইবনে মুতইম আমাকে বলিল, যদি তুমি আমার চাচার বদলাস্বরূপ (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর চাচা (হযরত) হামযা (রাঃ)কে কতল করিতে পার তবে তুমি (গোলামী হইতে) মুক্ত। আমি একজন হাবশী ছিলাম। আর হাবশার লোকদের ন্যায় বর্শা নিক্ষেপ করিতাম। আমার বর্শা খুবই কম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত। সুতরাং আমিও কাফেরদের সহিত রওয়ানা হইলাম। যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হইল তখন আমি হযরত হামযা (রাঃ)কে দেখার জন্য বাহির হইলাম। আমি গভীরভাবে দেখিতেছিলাম, অবশেষে বাহিনীর এক কিনারায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম। (ধুলাবালির দরুন) তাহাকে ছাই রংয়ের উটের মত দেখাইতেছিল। তিনি তরবারী দ্বারা এমন প্রচণ্ডভাবে লোকদেরকে ধ্বংস করিয়া চলিয়াছেন যে, তাহার সম্মুখে কোন জিনিসই টিকিতে পারিতেছিল না। আল্লাহর কসম, আমি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম এবং গাছ বা বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতে ছিলাম যাহাতে তিনি আমার নিকটবর্তী হইয়া যান।

ইতিমধ্যে সেবা' ইবনে আব্দিল উয্যা আমার সম্মুখ দিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। হযরত হামযা (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, হে মেয়েলোকদের খৎনাকারিণীর বেটা! আমার কাছে আয়। অতঃপর তিনি তাহার উপর এমন জোরে তরবারীর আঘাত হানিলেন যে, চোখের পলকে তাহার মস্তক শরীর হইতে পৃথক করিয়া দিলেন। মনে হইল যেন, তিনি কিছুই করেন নাই আপনা আপনি মস্তক কাটিয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর আমি আমার বর্শা নাড়া দিলাম এবং যখন নিশ্চিত হইলাম (যে, লক্ষ্যচ্যুত হইবে না) তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলাম।

www.BANGLAKITAB.com

বর্শা তাহার তলপেটে যাইয়া এমন জোরে বিদ্ধ হইল যে, তলপেট ছিদ্র করিয়া উভয় পায়ের মাঝখান দিয়া পিছনের দিকে বাহির হইয়া গেল। তিনি আমার দিকে উঠিয়া আসিতে চাহিলেন, কিন্তু বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তারপর আমি আমার বর্শা সহ তাহাকে এইভাবে রাখিয়া কিছু সময় অপেক্ষা করিলাম।

অবশেষে যখন তাহার মৃত্যু হইয়া গেল তখন আমি তাহার নিকট গেলাম এবং আমার বর্শা উঠাইয়া লইলাম। তারপর ফিরিয়া আসিয়া আপন বাহিনীর মধ্যে বসিয়া রহিলাম। তাহাকে হত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন কাজ ছিল না। আমি তো তাহাকে এইজন্য কতল করিয়াছিলাম যাহাতে আমি গোলামী হইতে মুক্তি লাভ করি। সুতরাং যখন মক্কায় ফিরিয়া আসিলাম তখন আমি মুক্ত হইয়া গেলাম। অতঃপর আমি মক্কায় অবস্থান করিতে থাকিলাম। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করিলেন তখন আমি পালাইয়া তায়েফ চলিয়া গেলাম এবং সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলাম। তারপর যখন তায়েফের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রওয়ানা হইল তখন আমার জন্য সমস্ত রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল।

আমি মনে মনে বলিলাম, সিরিয়ায় চলিয়া যাই অথবা ইয়ামানে অথবা অন্য কোন স্থানে চলিয়া যাই। আমি এই চিন্তায়ই ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে বলিল, তোমার ভাল হউক, আল্লাহর কসম, যে কেহ কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনে দাখেল হইয়া যায় তিনি আর তাহাকে কতল করেন না। উক্ত ব্যক্তি যখন আমাকে এই কথা বলিল তখন আমি (তায়েফ হইতে) রওয়ানা হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মদীনায় পৌছিয়া গেলাম। (তিনি আমার আগমন সম্পর্কে কিছু বুঝিয়া উঠার পূর্বেই) আমাকে তাহার মাথার নিকট দাঁড়াইয়া কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

অতঃপর আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই কি ওহশী? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিলেন, বস এবং হযরত হামযা (রাঃ)কে কিভাবে শহীদ করিয়াছ তাহা আমাকে শুনাও।

হযরত ওহশী (রাঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে ঠিক এইভাবে সেই ঘটনা শুনাইয়াছিলাম যেমন আজ তোমাদের উভয়কে শুনাইলাম। যখন আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া শেষ করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার ভাল হউক, তুমি আমার নিকট হইতে তোমার চেহারা লুকাইয়া রাখ, আমি যেন আগামীতে কখনও তোমাকে না দেখি। (অর্থাৎ তোমাকে দেখিলে আমার চাচার দুঃখ তাজা হইয়া যাইবে। অতএব তুমি কখনও আমার সম্মুখে আসিও না।) সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন আমি সেখান হইতে সরিয়া যাইতাম যাহাতে আমাকে না দেখেন। অতঃপর যখন মুসলমানগণ ইয়ামামার মুসাইলামা কায্যাবের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য বাহির হইলেন তখন আমিও তাহাদের সহিত রওয়ানা হইলাম। আমি যেই বর্শা দ্বারা হযরত হামযা (রাঃ)কে শহীদ করিয়াছিলাম উহাও সঙ্গে লইলাম। যখন উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন আমি মুসাইলামাকে তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। আমি ইতিপূর্বে তাহাকে চিনিতাম না। আমি তাহাকে মারার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম অপরদিকে একজন আনসারীও তাহাকে মারার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

আমরা উভয়েই তাহাকে কতল করিতে চাহিতেছিলাম। আমি আমার বর্শা নাড়া দিলাম এবং যখন নিশ্চিত হইলাম যে, আমার বর্শা লক্ষ্যে আঘাত করিবে তখন আমি তাহার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলাম যাহা তাহার শরীরে বিদ্ধ হইল। অপরদিকে আনসারীও তলোয়ার দ্বারা তাহার উপর আক্রমণ করিলেন এবং পূর্ণ আঘাত হানিলেন। (এখন) তোমার রবই ভাল জানেন, আমাদের উভয়ের মধ্যে কে তাহাকে কতল করিয়াছে। যদি আমি কতল করিয়া থাকি তবে তো আমি একদিকে এমন

www.BANGLAKITAB.com

ব্যক্তিকে কতল করিয়াছি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি, আবার আমি এমন ব্যক্তিকেও কতল করিয়াছি যে মানবকুলে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হযরত জাফর ইবনে আমর হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এই উল্লেখ রহিয়াছে যে, যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া গেল তখন শত্রুবাহিনী হইতে সিবা' বাহির হইয়া আসিল এবং উচ্চস্বরে বলিল, কে আছে আমার সহিত মুকাবিলা করিবে? তাহার মুকাবিলার জন্য হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বাহির হইলেন এবং বলিলেন, হে সিবা', হে মহিলাদের খৎনাকারিণী উম্মে আনসারের বেটা! তুই আল্লাহ ও তাহার রাসূলের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস? অতঃপর হযরত হামযা (রাঃ) সিবা'র উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে, সে অতীত দিনের ন্যায় চিরতরে শেষ হইয়া গেল।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হানযালা ইবনে রাবী' (রাঃ)কে তায়েফবাসীদের নিকট পাঠাইলেন। তিনি তায়েফবাসীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিলেন। তাহারা হযরত হানযালা (রাঃ)কে ধরিয়া দূর্গের ভিতর লইয়া যাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কে আছে হানযালাকে ইহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারে? যে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিবে সে আমাদের এই যুদ্ধের সওয়াবের ন্যায় পূর্ণ সওয়াব লাভ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ শুনিয়া একমাত্র হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) উঠিলেন। তায়েফের লোকেরা হযরত হানযালাকে লইয়া দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করার উপক্রম হইয়াছিল।

হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তিনি হযরত হানযালা (রাঃ)কে তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া নিজের কোলে উঠাইয়া লইলেন। তায়েফের লোকেরা হযরত আব্বাস (রাঃ)এর উপর দূর্গের উপর হইতে পাথর বর্ষণ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)এর জন্য দোয়া করিতে লাগিলেন। অবশেষে হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত হানযালা (রাঃ)কে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। (কান্য)

হযরত মুআয ইবনে আমর (রাঃ) ও হযরত মুআয ইবনে আফরা (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি যুদ্ধের কাতারে দাঁড়াইয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমি দেখিলাম, আমার ডানে ও বামে দুইজন আনসারী কমবয়স্ক বালক দাঁড়াইয়া আছে। আমার মনে খেয়াল আসিল, যদি আমি ইহাদের অপেক্ষা দুইজন শক্তিশালী পুরুষের মাঝে হইতাম (তবে কতই না ভাল হইত)। এমন সময় তাহাদের উভয়ের একজন আমার হাত ধরিয়া বলিল, চাচাজান, আপনি কি আবু জাহেলকে চেনেন? আমি বলিলাম, হাঁ, চিনি। তাহার সহিত তোমার কি প্রয়োজন? সে বলিল, আমি শুনিয়াছি, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালি করে। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি তাহাকে দেখিতে পাই তবে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে পৃথক হইব না যতক্ষণ না আমাদের উভয়ের একজনের মৃত্যু হয়।

আমি তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। এমন সময় দ্বিতীয়জনও আমার হাত ধরিয়া একই প্রশ্ন করিল এবং প্রথমজন যাহা বলিয়াছিল দ্বিতীয়জনও তাহাই বলিল। ইতিমধ্যে আবু জাহলকে দেখিলাম ময়দানে লোকদের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহাদের

WWW.BANGLAKITAB.COM

উভয়কে বলিলাম, তোমরা যাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ঐ যে সে যাইতেছে। ইহা শুনিয়া উভয়ে তলোয়ার হাতে লইয়া তাহার প্রতি ছুটিয়া গেল এবং তাহার উপর তলোয়ার চালাইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহাকে কতল করিয়া ফেলিল। অতঃপর তাহারা উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহাকে সংবাদ দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে তাহাকে কতল করিয়াছে? উভয়ের প্রত্যেকেই বলিল, আমি তাহাকে কতল করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি তোমাদের নিজ নিজ তলোয়ার মুছিয়া ফেলিয়াছ? তাহারা বলিল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়ের তলোয়ার দেখিলেন এবং বলিলেন, তোমরা উভয়েই তাহাকে কতল করিয়াছ। অতঃপর তিনি আবু জাহলের সামানপত্র হযরত মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ (রাঃ)কে প্রদানের ফয়সালা করিলেন। অপরজন হযরত মুআয ইবনে আফরা (রাঃ) ছিলেন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমি বদর যুদ্ধের কাতারে দাঁড়াইয়াছিলাম। যখন ডানে বামে তাকাইয়া দেখিলাম যে, আমার দুই পার্শ্বে দুইজন অল্পবয়স্ক বালক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তখন মনে ভরসা পাইলাম না। এমন সময় তাহাদের উভয়ের একজন তাহার অপর সঙ্গী হইতে গোপনে আমাকে বলিল, চাচাজান, আবু জাহলকে একটু দেখাইয়া দেন। আমি বলিলাম, ভাতিজা, তুমি তাহাকে দিয়া কি করিবে? সে বলিল, আমি আল্লাহ তায়ালার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছি যে, যদি আমি তাহাকে দেখিতে পাই তবে আমি তাহাকে কতল করিয়া দিব অথবা নিজে কতল হইয়া যাইব। দ্বিতীয় জনও আপন সঙ্গী হইতে গোপনে আমাকে একই কথা বলিল।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, (আমি তাহাদের উভয়ের

বীরত্বপূর্ণ কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং) আমার মনে আর এই আক্ষেপ রহিল না যে, আমি তাহাদের পরিবর্তে অন্য কোন শক্তিশালী লোকের মাঝে হই। অতঃপর আমি তাহাদেরকে আবু জাহলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিলাম। তাহারা দেখামাত্র বাজপাখীর মত আবু জাহলের উপর আক্রমণ করিল এবং তলোয়ারের আঘাত করিল। তাহারা উভয়ে আফরার দুই পুত্র ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর (রাঃ) বলেন, বনু সালামা গোত্রের হযরত মুআয ইবনে জামূহ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, (বদর যুদ্ধের দিন) আবু জাহল ঘন গাছপালার ঝাড়ের ন্যায় সৈন্যদলের বেষ্টনীর ভিতর ছিল। (চতুর্দিক হইতে সে কাফেরদের ঘেরাও এর ভিতর নিরাপদ অবস্থানে ছিল।) আমি কাফেরদেরকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আবুল হাকাম (অর্থাৎ আবু জাহল) পর্যন্ত কেহ পৌঁছিতে পারিবে না। আমি যখন এই কথা শুনিলাম তখন তাহার নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে কতল করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া লইলাম এবং আবু জাহলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলাম।

যখন সে আমার আয়ত্তের ভিতর আসিল তখন তাহার উপর আক্রমণ করিলাম এবং এমনভাবে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিলাম যে, তাহার পায়ের অর্ধেক গোছা উড়িয়া গেল। আল্লাহর কসম, সেই পা এমনভাবে ছিটকাইয়া পড়িল যেমন খেজুর দানা ভাঙ্গার সময় পাথরের নিচ হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। আবু জাহলের পুত্র ইকরামা আমার কাঁধের উপর তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিল এবং আমার হাত কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই কাটা হাত চামড়ার সহিত ঝুলিয়া রহিল। যুদ্ধের ব্যস্ততা আমার হাতের কষ্ট ভুলাইয়া দিল এবং প্রায় সারাদিন ঝুলন্ত হাত লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত রহিলাম। পরবর্তীতে যখন ঝুলন্ত হাতের দরুন কষ্ট অনুভব হইতে লাগিল তখন হাতকে পায়ের নিচে চাপিয়া ধরিয়া জোরে টান মারিলাম ইহাতে সেই চামড়া ছিঁড়িয়া গেল যাহার সহিত হাত ঝুলিতেছিল। অতঃপর আমি হাতকে ফেলিয়া দিলাম। (বিদায়াহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ্ আনসারী (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের দিন একটি তলোয়ার লইয়া বলিলেন, এই তলোয়ার কে লইবে? কয়েকজন সেই তলোয়ার লইয়া উহা দেখিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (তলোয়ার দেখার জন্য নয় বরং) কে ইহার হক আদায় করিবে? ইহা শুনিয়া লোকজন পিছনে সরিয়া গেল। হযরত আবু দুজানা সিমাক (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহার হক আদায় করিব। (সুতরাং তিনি উহা লইলেন এবং) উহা দ্বারা মুশরিকদের শিরচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তলোয়ার লোকদের সামনে পেশ করিয়া বলিলেন, এই তলোয়ার লইয়া কে ইহার হক আদায় করিবে? হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ (রাঃ) দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইহা লইয়া ইহার হক আদায় করিব। ইহার হক কি? হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত তলোয়ার তাহাকে দিলেন। তিনি তলোয়ার লইয়া বাহির হইলে আমিও তাহার পিছনে চলিলাম। তিনি যেখান দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন সম্মুখে যাহাকেই পাইতেছিলেন তাহাকেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিতেছিলেন এবং ধ্বংস করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। অবশেষে তিনি পাহাড়ের পাদদেশে কতিপয় (কাফের) মহিলাদের নিকট পৌছিলেন। তাহাদের মধ্যে হিন্দও ছিল। সে (কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقْ - نَمْشِيْ عَلَى النَّمَارِقْ

অর্থ ঃ আমরা তারেকের কন্যা, (অথবা আমরা নক্ষত্ররাজির ন্যায় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পিতার কন্যা) আমরা গালিচার উপর চলাফেরা করি।

وَالْمِسْكُ فِي الْمَفَارِقْ - إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ

অর্থ ঃ আমাদের (মাথার) সিঁথিতে মেশকের খুশবু লাগানো রহিয়াছে, যদি তোমরা (যুদ্ধের ময়দানে) অগ্রসর হও তবে আমরা তোমাদেরকে আলিঙ্গন করিব।

أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ - فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা (যুদ্ধের ময়দান হইতে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তবে আমরা তোমাদিগকে এমনভাবে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব যেমন ঐ ব্যক্তি ছাড়িয়া চলিয়া যায় যাহার অন্তরে ভালবাসা নাই। (সে আর কখনও ফিরিয়া আসে না।)

হযরত আবু দুজানা (রাঃ) বলেন, আমি হিন্দার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলাম, এমন সময় সে (সাহায্যের জন্য) ময়দানের দিকে ফিরিয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ দিল কিন্তু কেহই তাহার সাহায্যের জন্য আসিল না। তখন আমি তাহাকে ছাড়িয়া পিছনে সরিয়া আসিলাম।

হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু দুজানা (রাঃ)কে বলিলাম, আমি আপনার সমস্ত কাজ দেখিয়াছি এবং আপনার সমস্ত কাজই পছন্দ হইয়াছে শুধু একটি কাজ ব্যতীত, আর তাহা এই যে, আপনি মহিলাটিকে (ছাড়িয়া দিলেন,) কতল করিলেন না। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) বলিলেন, মহিলাটি (সাহায্যের জন্য) আওয়াজ দিল, কিন্তু কেহ তাহার সাহায্যে আগাইয়া আসিল না। আমার নিকট ভাল মনে হইল না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ার দ্বারা এমন মহিলাকে কতল করি যাহার কোন সাহায্যকারী নাই।(বায্যার)

হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের দিন একটি তলোয়ার পেশ করিয়া বলিলেন, এই তলোয়ার ধারণ করিয়া কে ইহার হক আদায় করিবে? আমি দাঁড়াইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (ইহার হক আদায় করিব)। তিনি আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং পুনরায় বলিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

এই তলোয়ার ধারণ করিয়া কে ইহার হক আদায় করিবে? আমি আবার আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (ইহার হক আদায় করিব)। তিনি আবারো আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং পুনরায় বলিলেন, এই তলোয়ার লইয়া কে ইহার হক আদায় করিবে। হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ (রাঃ) দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইহার হক আদায় করিব। কিন্তু ইহার হক কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ইহার হক এই যে, তুমি ইহা দ্বারা কোন মুসলমানকে কতল করিবে না এবং তুমি ইহা লইয়া কোন কাফের হইতে পলায়ন করিবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তলোয়ার তাহাকে প্রদান করিলেন। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) যখন লড়াইয়ের এরাদা করিতেন তখন চিহ্ন হিসাবে লাল কাপড়ের পট্টি বাঁধিয়া লইতেন।

হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, আমি আজ আবু দুজানাকে দেখিব, তিনি কি করেন। সুতরাং দেখিলাম, যে কেহই তাহার সম্মুখে পড়িত তিনি তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া দিতেন এবং দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিতেন। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। (হাকেম)

হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তলোয়ার চাহিলাম, আর তিনি আমাকে না দিয়া হযরত আবু দুজানা (রাঃ)কে দিয়া দিলেন তখন আমার মনে কষ্ট হইল। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু হযরত সফিয়্যা (রাঃ)এর ছেলে এবং কুরাইশ বংশের, আর আবু দুজানা (রাঃ)এর পূর্বে দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তলোয়ার চাহিয়াছি এতদসত্ত্বেও তিনি আবু দুজানা (রাঃ)কে তলোয়ার প্রদান করিলেন আর আমাকে দিলেন না। আল্লাহর কসম, আমিও দেখিব, আবু দুজানা তলোয়ার লইয়া কি করেন। অতএব আমি তাহার পিছনে চলিলাম। তিনি নিজের

লাল কাপড়ের টুকরা বাহির করিয়া মাথায় বাঁধিয়া লইলেন। আনসারগণ বলিতে লাগিল, আবু দুজানা মৃত্যুর পট্টি বাহির করিয়া লইয়াছে। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) যখনই লাল পট্টি বাঁধিয়া লইতেন তখন আনসারগণ এরূপ বলিত।

হযরত আবু দুজানা (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ময়দানে বাহির হইয়া আসিলেন—

اَنَا الَّذِىْ عَاهَدَنِىْ خَلِيْلِىْ - وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيْلِ

আমরা যখন পাহাড়ের পাদদেশে খেজুর গাছের নিকট অবস্থান করিয়াছিলাম তখন আমার খলীল অর্থাৎ বন্ধু আমার নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে,

اَنْ لَّا اَقُوْمَ الدَّهْرَ فِى الْكُيُوْلِ - اَضْرِبُ بِسَيْفِ اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

আমি জীবনে কখনও যুদ্ধের ময়দানে শেষ কাতারে দাঁড়াইব না। এখন আমি আল্লাহ ও তাহার রাসূলের তলোয়ার দ্বারা (কাফেরদেরকে) মারিব।

তিনি যে কোন কাফেরকে পাইতেন উক্ত তলোয়ার দ্বারা তাহাকে কতল করিয়া দিতেন। মুশরিকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে আমাদের আহতদের তালাশ করিয়া করিয়া শেষ করিয়া দিতেছিল। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) ও এই মুশরিক উভয়ে একে অপরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলাম যেন উভয়ের মধ্যে মুকাবিলা হয়। তাহারা উভয়ে মুখামুখী হইল এবং উভয়ে একে অপরের উপর তলোয়ার চালাইল। মুশরিক হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর উপর তলোয়ারের আঘাত করিলে হযরত আবু দুজানা (রাঃ) উহা ঢাল দ্বারা প্রতিহত করিলেন এবং নিজেকে বাঁচাইলেন। আর মুশরিকের তলোয়ার হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর ঢালে আটকাইয়া গেল। অতঃপর হযরত আবু দুজানা (রাঃ) তলোয়ারের আগাতে তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। তারপর আমি হযরত আবু দুজানা (রাঃ)কে দেখিলাম, হিন্দ

www.BANGLAKITAB.com

বিনতে ওতবার মাথার উপর তলোয়ার উত্তোলন করিলেন, কিন্তু আবার তলোয়ার সরাইয়া লইলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, (হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর এইরূপ বীরত্ব দেখিয়া) আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাহার রাসূলই বেশী জানেন (যে, কে এই তলোয়ার গ্রহণ করার বেশী উপযুক্ত)।

মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ার পেশ করিলে হযরত ওমর (রাঃ) চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তারপর হযরত যুবাইর (রাঃ) চাহিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতেও মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তাহারা উভয়ে মনে কষ্ট পাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় বার তলোয়ার পেশ করিলে হযরত আবু দুজানা (রাঃ) তলোয়ার চাহিলেন। তিনি তাহাকে তলোয়ার প্রদান করিলেন। তিনি তলোয়ার লইয়া উহার প্রকৃত হক আদায় করিলেন।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমিও মুসলমানদের সহিত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। যখন মুশরিকদেরকে দেখিলাম যে, তাহারা মুসলমানদেরকে কতল করিয়া তাহাদের নাক কান কাটিয়া দিয়াছে তখন দাঁড়াইয়া গেলাম এবং তারপর মুসলমানদের এই সমস্ত লাশ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, অস্ত্রধারী এক মুশরিক মুসলমানদের লাশের পাশ দিয়া যাইতেছে আর এইরূপ বলিতেছে যে, হে মুসলমানগণ, তোমরা (কতল হওয়ার জন্য) একত্রিত হও যেমন বকরীর দল (জবাই হওয়ার জন্য) একত্রিত হয়। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, অপরদিকে একজন অস্ত্রধারী মুসলমান সেই মুশরিকের অপেক্ষা করিতেছিল। আমি অগ্রসর হইয়া সেই মুসলমানের পিছনে পৌছিয়া গেলাম এবং দাঁড়াইয়া মুসলমান ও কাফের উভয়ের ব্যাপারে অনুমান করিতে লাগিলাম। সুতরাং আমার মনে হইল, কাফেরের নিকট অস্ত্র ও

যুদ্ধের প্রস্তুতি বেশী। আমি উভয়ের মুকাবিলার অপেক্ষায় রহিলাম। অবশেষে তাহারা উভয়ে মুখামুখী হইল এবং মুসলমান ব্যক্তিকে দেখিলাম, এমন জোরে কাফেরের কাঁধের উপর তলোয়ার মারিল যে, কাফের কোমরের নিচ পর্যন্ত চিরিয়া দুই টুকরা হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর সেই মুসলমান ব্যক্তি নিজ চেহারা হইতে নেকাব সরাইয়া বলিল, হে কা'ব, কেমন দেখিলে! আমি আবু দুজানা।

হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ধনুক হাদিয়াস্বরূপ পাইলেন। ওহুদের দিন তিনি সেই ধনুক আমাকে প্রদান করিলেন। আমি সেই ধনুক দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এত পরিমাণ তীর নিক্ষেপ করিলাম যে, উহার মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি অনড়ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং নিজ চেহারার উপর তীরের আঘাত লইতে লাগিলাম। যখনই কোন তীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের দিকে আসিত তখনই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্ষা করার জন্য নিজের মাথা ঘুরাইয়া তীরের সামনে লইয়া আসিতাম। (আর আমার ধনুক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরুন) আমি নিজে কোন তীর নিক্ষেপ করিতে পারিতেছিলাম না। শেষ একটি তীর আসিয়া এমনভাবে লাগিল যে, আমার চোখের পুতলি খুলিয়া হাতের উপর আসিয়া পড়িল। আমি উহাকে হাতের তালুতে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমার হাতে চোখের পুতলি দেখিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল এবং তিনি আমার জন্য এই দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! কাতাদাহ আপন চেহারা দ্বারা আপনার

www.BANGLAKITAB.com

নবীর চেহারাকে রক্ষা করিয়াছে, অতএব তাহার চক্ষুকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সর্বাধিক তীক্ষ্ণ করিয়া দিন। সুতরাং তাহার সেই চক্ষু অপর চক্ষু অপেক্ষা বেশী সুন্দর ও অধিক তীক্ষ্ণ হইয়া গেল। (তাবারানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের চেহারা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের হেফাজত করিতেছিলাম। আর হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ (রাঃ) নিজ পিঠ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠ মুবারকের হেফাজত করিতেছিলেন। হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর পিঠ সেদিন তীর দ্বারা ভরিয়া গিয়াছিল। আর এই ঘটনা ওহুদের যুদ্ধের দিন ঘটিয়াছিল।

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রাঃ) বলেন, আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধি চলাকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মদীনায় আসিলাম। তারপর (একবার) আমি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত রাবাহ (রাঃ) উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটগুলি লইয়া (চরাইবার উদ্দেশ্যে) বাহির হইলাম। আমি হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর ঘোড়াটিও সঙ্গে লইলাম। উদ্দেশ্য ছিল উটগুলির সহিত ঘোড়াটিকে চরাইয়া আনিব এবং পানি পান করাইয়া আনিব। সকাল হইয়া গেলেও কিছুটা অন্ধকার তখনও বাকী ছিল।

এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে উয়াইনাহ (একদল কাফের লইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটগুলি লুট করিল এবং রাখালকেও হত্যা করিল। অতঃপর সে তাহার ঘোড়সওয়ার সঙ্গীদের সহ উটগুলি হাঁকাইয়া লইয়া চলিল। আমি বলিলাম, হে রাবাহ! তুমি এই

ঘোড়ায় চড়িয়া যাও এবং হযরত তালহা (রাঃ)কে তাহার ঘোড়া পৌঁছাইয়া দিও, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ দিও যে, তাঁহার উটগুলি লুট হইয়া গিয়াছে। আর আমি একটি টিলার উপর উঠিয়া মদীনার দিকে মুখ করিয়া তিনবার এই বলিয়া আওয়াজ লাগাইলাম, ইয়া সাবাহাহ্! (অর্থাৎ—হে লোকসকল, শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, সাহায্যের জন্য আগাইয়া আস) তারপর আমি আমার তলোয়ার ও তীর লইয়া এই সমস্ত কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করিলাম। তীর দ্বারা তাহাদের আরোহীদের ঘোড়াগুলিকে আহত করিতে লাগিলাম। যেখানে ঘন গাছপালা পাইতাম সেখান হইতে আমি তাহাদের উপর তীর নিক্ষেপ করিতাম। তাহাদের কোন আরোহী যদি আমার দিকে ফিরিয়া আসিত আমি কোন গাছের আড়ালে বসিয়া পড়িতাম এবং তীর নিক্ষেপ করিতাম। এইভাবে যে কোন আরোহী আমার দিকে রুখিয়া আসিত আমি তাহার সওয়ারী জানোয়ারকে অবশ্যই আহত করিতাম। আমি তাহাদের প্রতি অনবরত তীর নিক্ষেপ করিতেছিলাম আর এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম—

اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ - وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

আমি আকওয়ার বেটা, আর আজকের এই দিন কমজাত কৃপণ লোকদের ধ্বংসের দিন।

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমি আবার কোন ঘোড়সওয়ারের নিকটবর্তী হইয়া তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতাম এবং তাহার কাঁধের উপর তীর বিদ্ধ করিতাম আর বলিতাম—

خُذْهَا وَاَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ - وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

এই তীর লও, আমি আকওয়ার পুত্র, আর আজকের দিন কমজাত কৃপণ লোকদের ধ্বংসের দিন।

আমি যখন গাছপালার আড়ালে থাকিতাম তখন তীর দ্বারা তাহাদেরকে ভুনিয়া ফেলিতাম। যখন কোন সংকীর্ণ পাহাড়ী রাস্তা আসিত

www.BANGLAKITAB.com

তখন পাহাড়ে উঠিয়া তাহাদের উপর পাথর বর্ষণ করিতাম। এইভাবে আমি তীর বিদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিতেছিলাম এবং কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত উট আমি তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া আমার পিছনে ছাড়িয়া আসিলাম। তারপরও আমি অনবরত তাহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে থাকিলাম। ফলে তাহারা নিজেদের বোঝা হালকা করার জন্য অতিরিক্ত ত্রিশটি বর্শা এবং ত্রিশটিরও অধিক চাদর ফেলিয়া দিল। তাহারা যে কোন জিনিস পিছনে ফেলিয়া দিত আমি চিহ্নস্বরূপ উহার উপর একটি পাথর রাখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাস্তার উপর সেইগুলিকে জমা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিলাম। যখন চাশতের সময় রৌদ্র প্রখর হইয়া গেল তখন উয়াইনা ইবনে বদর ফাযারী কিছু লোক লইয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কাফেররা তখন একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী ঘাটিতে অবস্থান করিতেছিল। আমি একটি পাহাড়ে উঠিয়া তাহাদের অপেক্ষা উঁচু স্থানে পৌছিয়া গেলাম। উয়াইনা ইবনে বদর জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে, যাহাকে দেখিতেছি? তাহারা বলিল, এই লোকটির কারণেই আমরা যত কষ্ট উঠাইয়াছি, এই ব্যক্তি সকাল হইতে এই পর্যন্ত আমাদেরকে ধাওয়া করিয়াই চলিয়াছে। আমাদের সমস্ত জিনিস কাড়িয়া লইয়াছে এবং সমস্ত কিছু নিজের পিছনে রাখিয়া আসিয়াছে। উয়াইনা বলিল, যদি সে তাহার পিছনে সাহায্য আসিতেছে বলিয়া বিশ্বাস না করিত, তবে কখনও ধাওয়া করিত না। তোমাদের মধ্য হইতে কয়েকজন উঠিয়া তাহার নিকট যাও।

সুতরাং চারজন দাঁড়াইয়া গেল এবং পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। তাহারা যখন এতখানি নিকটবর্তী হইল যে, আমার আওয়াজ তাহাদের কান পর্যন্ত পৌছিতে পারে তখন আমি বলিলাম, তোমরা কি আমাকে চিন? তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? আমি বলিলাম, আমি আকওয়ার ছেলে, আর সেই পাক যাতের কসম, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান দান করিয়াছেন, যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আমাকে ধরিতে চায় তবে কখনও আমাকে ধরিতে পারিবে না, আর যদি আমি ধরিতে চাই তবে তোমাদের একজনও বাঁচিতে পারিবে না। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, আমারও এই ধারণা হয়। হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমি নিজের জায়গায় অনড় হইয়া বসিয়া রহিলাম। এমন সময় গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ারগণকে আসিতে দেখিলাম। তাহাদের সর্বাগ্রে হযরত আখরাম আসাদী (রাঃ) রহিয়াছেন। তাহার পিছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ার হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) এবং তাহার পিছনে হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দী (রাঃ) রহিয়াছেন। (ইহাদের দেখিয়া) মুশরিকগুলি ভাগিয়া গেল। আমি পাহাড় হইতে নিচে নামিয়া হযরত আখরাম (রাঃ)এর ঘোড়ার লাগাম ধরিলাম এবং বলিলাম, হে আখরাম, এই সমস্ত কাফেরদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাক, আমার আশংকা হয় তাহারা তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা (রাঃ)দের আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা কর। হযরত আখরাম (রাঃ) বলিলেন, হে সালামা! যদি তুমি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখিয়া থাক এবং তোমার বিশ্বাস হয় যে, জান্নাত হক, দোযখের আগুন হক তবে আমার ও শাহাদাতের (মৃত্যুর) মধ্যে তুমি বাধা হইও না।

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমি তাহার ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিলাম এবং তিনি আবদুর রহমান ইবনে উয়াইনার উপর আক্রমণ করিলেন। আবদুর রহমানও ঘুরিয়া পাল্টা আক্রমণ করিল। উভয়ের মধ্যে বর্শা দ্বারা আক্রমণ চলিল। হযরত আখরাম (রাঃ) আবদুর রহমানের ঘোড়ার পা কাটিয়া দিলেন। আবদুর রহমান ঘোড়া হইতে পড়িতে পড়িতে হযরত আখরাম (রাঃ)কে বর্শার আঘাতে শহীদ করিয়া দিল এবং হযরত আখরাম (রাঃ)এর ঘোড়ায় চাপিয়া বসিল। ইতিমধ্যে হযরত আবু

www.BANGLAKITAB.com

কাতাদাহ (রাঃ) আবদুর রহমানের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। উভয়ের মধ্যে বর্শার আক্রমণ চলিল। আবদুর রহমান হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)এর ঘোড়ার পা কাটিয়া দিল। হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) আবদুর রহমানকে কতল করিয়া দিলেন এবং হযরত আখরাম (রাঃ)এর ঘোড়া ছিনাইয়া লইয়া উহাতে বসিয়া গেলেন।

অতঃপর আমি সেই মুশরিকদের পিছনে দৌড়াইতে লাগিলাম এবং (দৌড়াইতে দৌড়াইতে) এতদূর অগ্রসর হইয়া গেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের চলার কারণে যে ধুলাবালি উড়িতেছিল তাহা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। মুশরিকরা সূর্যাস্তের পূর্বে একটি পাহাড়ী ঘাঁটিতে প্রবেশ করিল যেখানে পানি ছিল। এবং উক্ত স্থানের নাম 'যু-কারাদ' ছিল। তাহারা সেখান হইতে পানি পান করার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহারা আমাকে পিছনে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিল তখন তাহারা সেই পানি ছাড়িয়া যি বীর নামক ঘাঁটির উপর চড়িয়া গেল এবং ততক্ষণে সূর্যাস্তও হইয়া গেল। আমি তাহাদের একজনের নিকট পৌঁছিয়া গেলাম এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলাম—

خُذْهَا وَاَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ - وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

এই তীর লও, আমি আকওয়ার পুত্র, আর আজকের দিন কমজাত কৃপণ লোকদের ধ্বংসের দিন।

লোকটি বলিল, 'হায়! আকওয়ার মা ভোরসকালে আপন পুত্রহারা হউক! আমি বলিলাম, হাঁ, হে আপন জানের দুশমন।' এই ব্যক্তিই যাহাকে আমি সকালে তীর মারিয়াছিলাম, আর এখন পুনরায় তাহাকে দ্বিতীয় তীর মারিলাম। উভয় তীর তাহার শরীরে বিদ্ধ হইয়াছিল। ইতিমধ্যে মুশরিকরা আরো দুইটি ঘোড়া পিছনে ফেলিয়া গেল। আমি সেই দুইটি ঘোড়া হাঁকাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তখন সেই 'যি-কারাদ' পানির নিকট অবস্থান করিতেছিলেন, যেখান হইতে আমি মুশরিকদেরকে ভাগাইয়া দিয়াছিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত পাঁচশত সাহাবা (রাঃ) ছিলেন। আমি যে সমস্ত উট পিছনে রাখিয়া গিয়াছিলাম তন্মধ্য হইতে একটিকে হযরত বেলাল (রাঃ) জবাই করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উহার কলিজা ও কুঁজের গোশত ভুনা করিতেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যদি অনুমতি দান করেন তবে আপনার সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে একশতজনকে বাছাই করিয়া লইয়া আমি রাতের অন্ধকারে ঐ সমস্ত কাফেরদের উপর আক্রমণ করিতে পারি। যাহাতে (তাহারা সমূলে শেষ হইয়া যায় এবং) তাহাদের খবর দেওয়ার মতও কেহ অবশিষ্ট না থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে সালামা! সত্যই কি তুমি এরূপ করিবে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে সম্মান দান করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া তিনি এত জোরে হাসিলেন যে, আগুনের আলোতে আমি তাঁহার দাঁত মুবারক দেখিতে পাইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, এতক্ষণে তো বনু গাতফানের এলাকায় তাহাদের (অর্থাৎ সেই কাফেরদের) জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক এই সংবাদই আসিল। বনু গাতফানের এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, অমুক গাতফানীর নিকট দিয়া তাহারা যাইতেছিল। সে তাহাদের জন্য উট জবাই করিয়াছে। কিন্তু তাহারা যখন উহার চামড়া ছিলিতেছিল এমন সময় দূরে ধূলাবালি উড়িতে দেখিয়া উটকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া সেখান হইতে পালাইয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমাদের ঘোড় সওয়ারদের মধ্যে সর্বোত্তম হইল আবু কাতাদাহ (রাঃ)। আর আমাদের পদাতিকদের মধ্যে সর্বোত্তম হইল

www.BANGLAKITAB.com

সালামা (রাঃ)। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (গনীমতের মাল হইতে) একজন সওয়ারের অংশও দিলেন এবং একজন পদাতিকের অংশও দিলেন। আর মদীনায় ফিরিবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (তাঁহার) আদবা উটনীর উপর নিজের পিছনে বসাইলেন। যখন আমাদের ও মদীনার মধ্যে এতখানি দূরত্ব বাকি রহিল যতখানি সূর্যোদয় হইতে চাশতের সময় পর্যন্ত অতিক্রম করা যায় তখন একজন আনসারী সাহাবী যাহাকে কেহ দৌড় প্রতিযোগিতায় হারাইতে পারিত না, জোর গলায় আহবান জানাইল যে, আছে কেহ দৌড় প্রতিযোগিতা করিবে? আছে কেহ, যে আমার সহিত মদীনা পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিবে? সে কয়েকবার এই ঘোষণা দিল।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসিয়াছিলাম। আমি সেই ব্যক্তিকে বলিলাম, তুমি কি কোন সম্মানী ব্যক্তিকে সম্মান কর না? তুমি কি কোন শরীফ ব্যক্তিকে ভয় কর না? সে বলিল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত না কাহারো সম্মান করি, আর না কাহাকেও ভয় করি। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক! আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি এই ব্যক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিব। তিনি বলিলেন, তোমার ইচ্ছা হইলে কর। সুতরাং উক্ত ব্যক্তিকে বলিলাম, আমি তোমার সহিত প্রতিযোগিতার জন্য আসিতেছি। সে লাফাইয়া নিজ সওয়ারী হইতে নিচে নামিল। আমিও পা ঘুরাইয়া উটনী হইতে নিচে ঝাঁপ দিলাম। (অতঃপর আমরা উভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম।) প্রথম তো এক দুইবার আমি নিজেকে রুখিয়া রাখিলাম। অর্থাৎ বেশী জোরে দৌড়াইলাম না। তারপর আমি অত্যন্ত জোরে দৌড়াইলাম এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। তাহার উভয় কাঁধের মাঝে দুই হাত মারিয়া বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি অগ্রগামী হইয়াছি। বর্ণনাকারী সন্দেহ করিতেছেন যে, এই শব্দই বলিয়াছেন অথবা

এই ধরনের কোন শব্দ বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি হাসিয়া দিল এবং বলিতে লাগিল যে, হাঁ, আমারও ইহাই বিশ্বাস। তারপর আমরা উভয়ে মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত দৌড়াইতে থাকিলাম। ইমাম মুসলিম (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি তাহার পূর্বে মদীনায় পৌঁছিয়াছি। এই ঘটনার পর আমরা মদীনায় তিনদিন অবস্থান করিয়াছি। অতঃপর খাইবারের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইয়াছি। (বিদায়াহ)

হযরত আবু হাদরাদ অথবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ) বলেন, আমি আমার কাওমের এক মেয়েকে বিবাহ করিলাম এবং তাহার মোহরানা দুইশত দেরহাম নির্ধারিত করিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মোহরানার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য হাজির হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কত মোহরানা নির্ধারণ করিয়াছ? আমি বলিলাম, দুইশত দেরহাম। তিনি (এই পরিমাণকে আমার জন্য বেশী মনে করিয়া) বলিলেন, 'সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম, যদি তুমি গ্রাম এলাকা হইতে কোন মেয়েকে বিবাহ করিতে তবে তোমাকে এত বেশী মোহরানা দিতে হইত না। আল্লাহর কসম, তোমাকে সাহায্য করার মত এখন আমার কাছে কিছু নাই।'

আমি কিছুদিন অপেক্ষায় রহিলাম। অতঃপর জুশুম ইবনে মুআবিয়া গোত্রের রিফাআ ইবনে কায়েস অথবা কায়েস ইবনে রিফাআ নামক একব্যক্তি জুশুম ইবনে মুআবিয়া গোত্রের বিরাট এক অংশকে সঙ্গে লইয়া (মদীনার নিকটবর্তী) গাবা নামক স্থানে আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিল। সে কায়েস গোত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সমবেত করিতে চাহিতেছিল। সে জুশুম গোত্রের বেশ নামী দামী লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও

www.BANGLAKITAB.com

আরো দুইজন মুসলমানকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা যাইয়া এই ব্যক্তি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া আন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে একটি অত্যন্ত দুর্বল উটনী দিলেন যাহার উপর আমাদের একজন আরোহণ করিল। আল্লাহর কসম, সেই উটনী একজনকে লইয়াও দাঁড়াইতে সক্ষম হইল না। কয়েকজন মিলিয়া উহাকে পিছন হইতে সাহায্য করার পর দাঁড়াইতে সক্ষম হইল। নতুবা নিজে একা দাঁড়াইবার শক্তিই ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহার উপর আরোহণ করিয়া তোমরা সেখানে পৌঁছিয়া যাও। আমরা রওয়ানা হইলাম এবং নিজেদের হাতিয়ার—তীর, তলোয়ার ইত্যাদি সঙ্গে লইলাম।

সূর্যাস্তের সময় আমরা তাহাদের অবস্থানের নিকট পৌঁছিলাম এবং আমি এক কোণে আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। আমার অপর দুই সঙ্গীকেও অন্য এক কোণে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বলিলাম। আমি সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, তোমরা যখন আমাকে উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলিয়া বাহিনীর উপর আক্রমণ করিতে শুনিবে তখন তোমরাও জোরে আল্লাহু আকবার বলিয়া আক্রমণ করিবে। আল্লাহর কসম, আমরা এই অপেক্ষায় ছিলাম যে, কখন তাহাদিগকে বেখেয়াল পাইয়া আক্রমণ করিব বা অন্য কোন সুযোগ হাসিল হইবে। রাত্র হইয়া গিয়াছিল এবং অন্ধকারও বাড়িয়া গিয়াছিল। গোত্রের এক রাখাল সকালবেলা জানোয়ার চরাইবার জন্য গিয়াছিল, সে তখনও ফিরিয়া আসিয়াছিল না।

রাখালের ব্যাপারে তাহাদের মনে আশংকা হইল। তাহাদের সর্দার রিফাআহ ইবনে কায়েস উঠিয়া গলায় তলোয়ার ঝুলাইয়া লইল এবং বলিল, আল্লাহর কসম, আমি রাখালের ব্যাপারে প্রকৃত খবর জানিয়া আসিব। নিশ্চয় তাহার কোন বিপদ হইয়াছে। তাহার কয়েকজন সঙ্গী বলিল, আপনি যাইবেন না। আল্লাহর কসম, আপনার পরিবর্তে আমরা যাইব। সে বলিল, না, আমি ব্যতীত আর কেহ যাইবে না। সঙ্গীরা বলিল, আমরা আপনার সঙ্গে যাইব। সে বলিল, আল্লাহর কসম, তোমাদের কেহ

আমার সঙ্গে যাইবে না। অতঃপর সে রওয়ানা হইয়া গেল এবং আমার নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। আমি যখন দেখিলাম যে, সে আমার নিশানার আওতার ভিতর আসিয়া গিয়াছে তখন আমি তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলাম যাহা তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর যাইয়া বিদ্ধ হইল। আল্লাহর কসম, সে টু শব্দও করিল না। আমি লাফাইয়া যাইয়া তাহার মাথা কাটিয়া লইলাম এবং জোর আওয়াজে আল্লাহু আকবার বলিয়া বাহিনীর এই কোণে আক্রমণ করিয়া বসিলাম। আমার সঙ্গীদ্বয়ও জোর আওয়াজে আল্লাহু আকবার বলিয়া শত্রু বাহিনীর উপর আক্রমণ করিল। আকস্মিক এই আক্রমণে তাহারা ঘাবড়াইয়া গেল এবং সকলেই বলিতে লাগিল, 'নিজ নিজ বাঁচাও এর চিন্তা কর, নিজ নিজ বাঁচাও এর চিন্তা কর।' তাহারা মহিলা, শিশু এবং হালকা সামানপত্র যাহা সঙ্গে লইতে পারিল তাহা লইয়া পালাইয়া গেল। আর আমরা বহু উট বকরী হাঁকাইয়া লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া হাজির হইলাম এবং আমি সর্দারের কাটিয়া লওয়া মাথাও আনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করিয়া দিলাম। তিনি আমাকে সেই গনীমতের মাল হইতে মোহরানা আদায়ের জন্য তেরটি উট দান করিলেন। এইভাবে আমি মোহরানা আদায় করিয়া স্ত্রীকে নিজ ঘরে আনিয়া উঠাইলাম। (বিদায়াহ)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন, মুতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভাঙ্গিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত একটি তলোয়ার আমার হাতে অবশিষ্ট ছিল, যাহা ইয়ামানের তৈরী অত্যন্ত চওড়া ছিল।

(ইস্তিআব)

হযরত আওস ইবনে হারেসা ইবনে লাআম (রাঃ) বলেন, আরব (মুসলমান)দের জন্য হুরমুযের ন্যায় বড় দুশমন আর কেহ ছিল না।

www.BANGLAKITAB.com

আমরা যখন (মিথ্যা নবুওতের দাবীদার) মুসাইলামা ও তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গদের শেষ করিয়া অবসর হইলাম তখন বসরার দিকে রওয়ানা হইলাম। কাযেমা নামক স্থানে আমরা হুরমুযের সম্মুখীন হইলাম। তাহার সহিত বিরাট বাহিনী ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) ময়দানে বাহির হইয়া হুরমুযকে তাহার সহিত মুকাবিলার আহবান জানাইলেন। হুরমুয মুকাবিলার জন্য বাহির হইয়া আসিল। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাকে কতল করিয়া দিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই সুসংবাদ জানাইয়া চিঠি লিখিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) উহার জবাবে লিখিলেন, হুরমুযের হাতিয়ার, কাপড় চোপড়, ঘোড়া ইত্যাদি সমস্ত সামানপত্র হযরত খালেদ (রাঃ)কে দিয়া দেওয়া হউক। হুরমুযের সামানপত্রের মধ্যে তাহার একটি মুকুট ছিল যাহার মূল্য এক লক্ষ দেরহাম ছিল। কারণ পারস্যরা যাহাকে নিজেদের সর্দার নিযুক্ত করিত তাহাকে এক লক্ষ দেরহাম মূল্যের মুকুট পরাইত।

হযরত আবুয যিনাদ (রহঃ) বলেন, যখন হযরত খালেদ (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় হইল তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমি এত এত অর্থাৎ বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি এবং আমার শরীরে এক বিঘত পরিমাণ জায়গা নাই যেখানে কোন তলোয়ার, তীর বা বর্শার আঘাত না লাগিয়াছে, কিন্তু দেখ, আমি এখন বিছানার উপর এমনভাবে মারা যাইতেছি যেমন উট মারা যায়। অর্থাৎ শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হইল না। আল্লাহ তায়ালা কাপুরুষদের চোখে ঘুম না দেন। (বিদায়াহ)

হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) হযরত বারা (রাঃ)কে বলিলেন, হে বারা! দাঁড়াইয়া যাও। তিনি নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া গেলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে মদীনাবাসী! আজ মদীনার সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই। (অর্থাৎ মদীনায় ফিরিয়া

যাওয়ার চিন্তা অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিয়া মরণপণ যুদ্ধ কর।) আজ তো এক আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং জান্নাতে প্রবেশ করিব। এই বলিয়া তিনি শত্রুর উপর প্রচণ্ডবেগে হামলা করিলেন এবং তাহার সহিত মুসলিম বাহিনীও একযোগে হামলা করিল। এই হামলায় ইয়ামামাবাসীদের পরাজয় হইল। হযরত বারা (রাঃ)এর সহিত (মুসাইলামার সেনাপতি) মুহাক্কামুল ইয়ামামার মোকাবিলা হইল। হযরত বারা (রাঃ) তাহার উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে কতল করিয়া তাহার তলোয়ার লইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার সেই তলোয়ারও শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল। (এসাবাহ)

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, যেদিন মুসাইলামার সহিত যুদ্ধ হইল সেদিন (যুদ্ধের ময়দানে) এক ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইল যাহাকে ইয়ামামার গাধা বলা হইত। লোকটা অত্যন্ত মোটা ছিল এবং তাহার হাতে একটি সাদাবর্ণের তলোয়ার ছিল। আমি তাহার পায়ের উপর আঘাত করিলাম। আমার আঘাত একটুও লক্ষ্যচ্যুত হয় নাই। তাহার পা কাটিয়া গেল এবং সে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। আমি তাহার তলোয়ার লইয়া লইলাম এবং নিজের তলোয়ার খাপে ঢুকাইয়া রাখিলাম। আমি তাহার সেই তলোয়ার দ্বারা একবার আঘাত করিতেই উহা ভাঙ্গিয়া গেল।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানগণ ধীরে ধীরে মুশরিকদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে মুশরিকদিগকে একটি বাগানের ভিতর আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। উক্ত বাগানের ভিতর আল্লাহর দুশমন মুসাইলামা ও অবস্থান করিতেছিল। এমতাবস্থায় হযরত বারা (রাঃ) বলিলেন, হে মুসলমানগণ! আমাকে উঠাইয়া দুশমনদের মধ্যে ফেলিয়া দাও। অতঃপর তাহাকে ধরিয়া উঠানো হইল। যখন তিনি বাগানের দেয়ালের উপর উঠিলেন তখন তিনি নিজেকে বাগানের ভিতর ফেলিয়া দিলেন এবং বাগানের ভিতর দুশমনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মুসলমানদের জন্য বাগানের দরজা খুলিয়া দিলেন। মুসলমানগণ বাগানের ভিতর ঢুকিয়া

www.BANGLAKITAB.com

পড়িলেন, আর আল্লাহ তায়ালা মুসাইলামাকে কতল করাইয়া দিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুসলমানগণ বাগান পর্যন্ত পৌঁছিয়া দেখিলেন উহার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মুশরিক বাহিনী ভিতরে রহিয়াছে। হযরত বারা (রাঃ) একটি ঢালের উপর বসিয়া বলিলেন, তোমরা বর্শা দ্বারা আমাকে উপরে উঠাইয়া মুশরিকদের ভিতর ফেলিয়া দাও। মুসলমানগণ হযরত বারা (রাঃ)কে তাহাদের বর্শা দ্বারা উঠাইয়া বাগানের পিছন দিক হইতে ভিতরে ফেলিয়া দিলেন। (তিনি ভিতর হইতে বাগানের দরজা খুলিয়া দিলে) মুসলমানগণ ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন, তিনি ইতিমধ্যে দশজন মুশরিককে কতল করিয়াছেন। (বাইহাকী)

ইবনে সীরীন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)কে যেন মুসলমানদের কোন জামাতের আমীর বানানো না হয়। কেননা তিনি স্বয়ং এক ধ্বংস, (নিজের জানের পরওয়া করেন না। মুসলমানদের আমীর হইয়া তাহাদিগকেও এমন স্থানে লইয়া যাইবেন যেখানে বিপদের আশংকা বেশী হইবে।) (মুন্তাখাবে কান্য)

হযরত আবু মেহজান সাকাফী (রাঃ)এর বীরত্ব

ইবনে সীরীন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু মেহজান (রাঃ)কে প্রায়ই শরাব পান করার দরুন চাবুক লাগানো হইত। যখন অত্যাধিক পরিমাণে শরাব পান করিতে লাগিলেন তখন মুসলমানরা তাহাকে বাঁধিয়া বন্দী করিয়া রাখিল। কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন তিনি (বন্দী অবস্থায়) কাফেরদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধের দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাহার মনে হইল মুশরিকরা মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি সাধন করিয়াছে। তিনি (মুসলমানদের আমীর) হযরত সা'দ (রাঃ)এর বাঁদী অথবা স্ত্রীর নিকট এই মর্মে খবর পাঠাইলেন যে, আবু মেহজান বলিতেছে যে, তাহাকে

বন্দীখানা হইতে মুক্ত করিয়া এই ঘোড়া ও হাতিয়ার দিয়া দাও। সে দুশমনদের সহিত যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধশেষে সে সমস্ত মুসলমানদের পূর্বে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে তখন তাহাকে পুনরায় বন্দীখানায় বাঁধিয়া রাখিও। অবশ্য যদি আবু মেহজান সেখানে শহীদ হইয়া যায় তবে ভিন্ন কথা। অতঃপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

كَفٰى حُزْنًا اَنْ تَلْتَقِى الْخَيْلُ بِالْقَنَا - وَاُتْرَكَ مَشْدُوْدًا عَلَىَّ وَثَاقِيًا

দুঃখ ও বেদনার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ঘোড় সওয়ার তো বর্শা দ্বারা যুদ্ধ করিতেছে আর আমাকে বেড়ী পরাইয়া বন্দীখানায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছে।

اِذَا قُمْتُ عَنَّانِى الْحَدِيْدُ وَغُلِّقَتْ - مَصَارِعُ دُوْنِى قَدْ تُصِمُّ الْمُنَادِيَا

যখন আমি দাঁড়াই তখন লোহার শিকল আমার পা আটকাইয়া রাখে, আর আমার শহীদ হওয়ার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমার পক্ষ হইতে আহবানকারীকে বধির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঁদি যাইয়া হযরত সা'দ (রাঃ)এর স্ত্রীকে বিষয়টি জানাইল। হযরত সা'দ (রাঃ)এর স্ত্রী তাহার শিকল খুলিয়া দিলেন এবং ঘরে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল উহা তাহাকে দিয়া দিলেন এবং তাহাকে হাতিয়ারও দেওয়া হইল। হযরত আবু মেহজান (রাঃ) ঘোড়া ছুটাইয়া বাহির হইলেন এবং মুসলমানদের সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন। তিনি যে কোন দুশমনের উপর আক্রমণ করিতেন তাহাকে কতল করিয়া দিতেন এবং তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া দিতেন। হযরত সা'দ (রাঃ) যখন তাহাকে দেখিলেন তখন খুবই আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, এই আরোহী কে? অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদিগকে পরাজিত করিলেন। হযরত আবু মেহজান (রাঃ) যুদ্ধশেষে ফিরিয়া আসিয়া হাতিয়ার ফেরৎ দিয়া দিলেন এবং নিজের পায়ে নিজেই শিকল পরিয়া লইলেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) যখন যুদ্ধশেষে নিজের অবস্থানের জায়গায়

www.BANGLAKITAB.com

ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার স্ত্রী অথবা তাহার বাঁদী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের যুদ্ধ কেমন হইল? হযরত সা'দ (রাঃ) বিস্তারিতভাবে যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন, আমরা পরাজিত হইতেছিলাম এমন সময় আল্লাহ তায়ালা সাদাকালো বর্ণের ঘোড়ার পিঠে একজন ঘোড়সওয়ার পাঠাইলেন। যদি আমি আবু মেহজানকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় না রাখিয়া যাইতাম তবে আমি নিশ্চিত বলিতাম যে, ইহা আবু মেহজানেরই কৃতিত্ব। তাহার স্ত্রী বলিলেন, তিনি আবু মেহজানই ছিলেন। অতঃপর তাহার ঘটনা বিস্তারিত শুনাইলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত আবু মেহজান (রাঃ)কে ডাকিয়া তাহার সমস্ত শিকল খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, (আজ যেহেতু তোমার কারণে মুসলমানদের পরাজয় পরিবর্তন হইয়াছে সেহেতু) আগামীতে তোমাকে শরাব পান করার উপর আর কখনও চাবুক মারিব না। হযরত আবু মেহজান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমিও আগামীতে আর কখনও শরাব পান করিব না। এতদিন আপনার চাবুক মারার কারণেই আমি শরাব পরিত্যাগ করা পছন্দ করিতাম না। ইহার পর হযরত আবু মেহজান (রাঃ) আর কখনও শরাব পান করেন নাই।

(ইস্তিআব)

মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (রহঃ) হইতে দীর্ঘ রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু মেহজান (রাঃ) কয়েদখানা হইতে বাহির হইয়া মুসলমানদের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। তিনি যেদিকেই হামলা করিতেন আল্লাহ তায়ালা সেদিকের মুশরিকদিগকে পরাজিত করিয়া দিতেন। লোকেরা তাহার প্রচণ্ড হামলা দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে, এই ব্যক্তি তো কোন ফেরেশতা মনে হইতেছে। আর হযরত সা'দ (রাঃ)ও এই দৃশ্য দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এই ঘোড়ার লাফ তো (আমার ঘোড়া) বালকা এর লাফের মত, আর এই ব্যক্তির আক্রমণের ধরন তো আবু মেহজানের মত। কিন্তু আবু মেহজান তো কয়েদখানায় শিকলে বাঁধা রহিয়াছে।

অতঃপর যখন দুশমন পরাজিত হইল হযরত আবু মেহজান (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া নিজের পায়ে নিজেই শিকল পরিয়া লইলেন। তারপর বিনতে খাসাফা হযরত সা'দ (রাঃ)কে আবু মেহজান (রাঃ)এর সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তির কারণে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সম্মানিত করিলেন, আমি আগামীতে আর কখনও তাহাকে শাস্তি দিব না। এই বলিয়া তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। হযরত আবু মেহজান (রাঃ) বলিলেন, আমাকে যেহেতু শাস্তি দেওয়া হইত এবং গুনাহ হইতে পবিত্র করিয়া দেওয়া হইত, আমি সেইজন্য শরাব পান করিতাম। এখন যখন আমাকে শাস্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তখন আল্লাহর কসম, আমি আর কখনও শরাব পান করিব না।

এই ঘটনাকেই হযরত সাইফ (রহঃ) ফুতুহু নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং অনেক দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আরো অনেকগুলি কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু মেহজান (রাঃ) অত্যন্ত জোরদার যুদ্ধ করিলেন। তিনি উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলিয়া হামলা করিতেন। তাহার সামনে কেহই টিকিতে পারিত না এবং প্রচণ্ড হামলার দ্বারা দুশমনদেরকে কতল করিয়া যাইতেছিলেন। মুসলমানগণ তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে চিনিতে পারিতেছিলেন না। (এসাবাহ)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে একটি পাথরের উপর দাঁড়াইয়া অত্যন্ত জোরে মুসলমানদিগকে এই বলিয়া আওয়াজ দিতে দেখিয়াছি যে, হে মুসলমানগণ, তোমরা জান্নাত হইতে পলায়ন করিতেছ? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির, আমার দিকে আস। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি যে, তাহার কান কাটিয়া গিয়াছিল এবং উহা নড়িতেছিল। এমতাবস্থায় তিনি পূর্ণশক্তিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন। (কান কাটার কোন অনুভূতিই ছিল না।)

হযরত আবু আব্দির রহমান সুলামী (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। আমরা তাঁহার হেফাজতের জন্য দুই ব্যক্তিকে নির্ধারণ করিয়াছিলাম। যখন তিনি সঙ্গীদেরকে যুদ্ধে অমনোযোগী ও অলস দেখিতেন তখন নিজেই বিপক্ষদের উপর আক্রমণ করিতেন এবং তলোয়ারকে খুব খুনে রাঙ্গা করিয়া ফিরিতেন, আর বলিতেন, হে মুসলমানগণ, আমাকে মাফ করিয়া দিও, কেননা আমি তখনই ফিরিয়া আসি যখন আমার তলোয়ার ধার নষ্ট হওয়ার কারণে কাটিতে অক্ষম হইয়া যায়।

হযরত আবু আব্দির রহমান (রাঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) যখন যুদ্ধের কাতারের মাঝখানে দৌড়াইতেছিলেন তখন আমি দেখিয়াছি, হযরত আম্মার (রাঃ) হযরত হাশেম ইবনে ওতবা (রাঃ)কে বলিতেছেন, হে হাশেম, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তির হুকুম অমান্য করা হইবে এবং তাহার সৈন্যদের সাহায্য বর্জন করা হইবে। তারপর বলিলেন, হে হাশেম, জান্নাত এই সমস্ত চমকদার তলোয়ারের নীচে রহিয়াছে। আজ আমি (শহীদ হইয়া) আমার প্রিয় বন্ধুদের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। হে হাশেম, তুই কানা, আর কানা ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে না, সে যুদ্ধের ময়দানে ত্রাস সৃষ্টি করিতে পারে না। (হযরত আম্মার (রাঃ)এর এই তিরস্কারে হযরত হাশেম (রাঃ) উত্তেজিত হইলেন) আর ঝাণ্ডা দোলাইয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

اَعْوَرُ يَبْغِى اَهْلَهٗ مَحَلًّا – قَدْ عَالَجَ الْحَيَاةَ حَتّٰى مَلًّا
لَابُدَّ اَنْ يَّفُلَّ اَوْ يُفَلًّا

‘এই কানা আপন পরিবারের জন্য বাসস্থান তালাশ করিতে করিতে

জীবন শেষ করিয়া দিয়াছে। অবশেষে সে এই ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন এই কানা হয় দুশমনকে পরাজিত করিবে, না হয় নিজে পরাজিত হইবে। (অর্থাৎ মরণপণ যুদ্ধ করিবে।)’ অতঃপর হযরত আম্মার (রাঃ) এক ময়দানের দিকে ছুটিলেন। বর্ণনাকারী হযরত আবু আব্দির রহমান (রাঃ) বলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দেরকে দেখিয়াছি যে, তাহারা সকলে হযরত আম্মার (রাঃ)কে অনুসরণ করিতেছেন, যেন তিনি তাহাদের জন্য একটি ঝাণ্ডা।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু আব্দির রহমান (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, হযরত আম্মার (রাঃ) সিফফীনে যে কোন ময়দানের দিকে ছুটিতেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)রা তাহার পিছন পিছন ছুটিতেন। আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, তিনি হযরত হাশেম ইবনে ওতবা (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত হাশেম (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর ঝাণ্ডাধারী ছিলেন। হযরত আম্মার (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে হাশেম, অগ্রসর হও, জান্নাত তলোয়ারের ছায়ার নীচে, আর মৃত্যু বর্শার মাথায়। জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হূরগণ সাজসজ্জা গ্রহণ করিয়াছে। আজ আমি আমার বন্ধুদের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার জামাতের সহিত সাক্ষাত করিব। অতঃপর হযরত আম্মার (রাঃ) ও হযরত হাশেম (রাঃ) উভয়ে অত্যন্ত জোরদার হামলা করিলেন এবং উভয়ে শহীদ হইয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালা উভয়ের উপর রহমত নাযিল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ একযোগে হামলা করিয়াছিলেন এবং হযরত আম্মার (রাঃ) ও হযরত হাশেম (রাঃ) সম্পূর্ণ বাহিনীর জন্য ঝাণ্ডাস্বরূপ ছিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব যুবাইদী (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত মালেক ইবনে আবদুল্লাহ খাছআমী (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ব্যক্তি হইতে সম্মানী ব্যক্তি আর দেখি নাই, যিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন (মুসলমানদের পক্ষ হইতে) ময়দানে বাহির হইয়া আসিলে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী অনারব কাফের তাহার মুকাবিলার জন্য আসিল। তিনি তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। তারপর কাফেররা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি কাফেরদেরকে পিছন হইতে ধাওয়া করিলেন। অতঃপর তিনি পশমের তৈরী একটি বিরাট তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া বড় বড় (খাবারের) পেয়ালা আনাইলেন এবং আশেপাশের সমস্ত লোকদেরকে খাওয়ার জন্য ডাকিলেন। (অর্থাৎ যেমন বীর তেমন দানশীলও ছিলেন।) বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কে ছিলেন? হযরত মালেক (রাঃ) বলিলেন, তিনি হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) ছিলেন।

হযরত কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রাঃ) বলেন, আমি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। হযরত সা'দ (রাঃ) মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন। হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) মুসলমানদের কাতারের মাঝখান দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন আর বলিতেন, হে মুহাজিরদের জামাত, শক্তিধর সিংহের ন্যায় হইয়া যাও। (এমন প্রচণ্ড হামলা কর যেন বিপক্ষের আরোহী সৈন্য তাহার বর্শা ফেলিয়া দিতে বাধ্য হয়) কারণ আরোহী সৈন্য যখন তাহার বর্শা ফেলিয়া দেয় তখন সে নিরাশ হইয়া যায়। এমন সময় একজন পারস্য সর্দার তাহার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিল যাহা হযরত আমর (রাঃ)এর ধনুকের মাথায় লাগিল। তিনি পাল্টা তাহার উপর বর্শা দ্বারা এমন আঘাত করিলেন যে, তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া গেল। হযরত আমর (রাঃ) সওয়ারী হইতে নামিয়া সেই সর্দারের সামানপত্র লইয়া লইলেন।

ইবনে আসাকির (রহঃ) এই ঘটনাকে আরো দীর্ঘাকারে বর্ণনা

করিয়াছেন। উহার শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হঠাৎ একটি তীর হযরত আমর (রাঃ)এর জিনের অগ্রভাগে আসিয়া লাগিল। তিনি তীর নিক্ষেপকারীর উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে এমনভাবে ধরিলেন যেমন মানুষ ছোট মেয়েকে ধরিয়া থাকে। অতঃপর (মুসলমান ও কাফের) উভয় (পক্ষের) কাতারের মাঝখানে শোয়াইয়া তাহার মাথা কাটিয়া লইলেন এবং আপন সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, এইভাবে কর। (অর্থাৎ দুশমনকে এইভাবে ধরিয়া জবাই কর)

ওয়াকেদী (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা খাইয়াত (রহঃ) বলেন, কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন হযরত আমর ইবনে মাদী কারাব (রাঃ) একাই দুশমনের উপর আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং তাহাদের উপর খুব তলোয়ার চালাইলেন। তারপর মুসলমানরাও তাহার কাছে পৌঁছিয়া গেলেন এবং দেখিলেন যে, দুশমনরা হযরত আমর (রাঃ)কে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, আর তিনি একাই কাফেরদের উপর তলোয়ার চালাইতেছেন। মুসলমানরা সেই কাফেরদেরকে হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট হইতে সরাইয়া দিলেন।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সালাম জুমাহী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমি তোমার সাহায্যের জন্য দুই হাজার লোক পাঠাইতেছি। একজন হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) ও অপরজন হযরত তালহা ইবনে খুওয়াইলিদ (রাঃ)। (অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকে এক এক হাজারের সমান।)

হযরত আবু সালেহ ইবনে ওজীহ (রাঃ) বলেন, হিজরী একুশ সনে নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর প্রথমতঃ মুসলমানদের পরাজয় হইল। পরে হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) এমন জোরদার লড়াই করিলেন যে, পরাজয় বিজয়ে পরিবর্তন হইয়া গেল। আর তিনি মারাত্মকভাবে আহত হইলেন। অবশেষে রুযা নামক গ্রামে তাহার ইন্তেকাল হইল। (এসাবাহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিলেন না এবং ইয়াযীদকে প্রকাশ্যে মন্দ বলিতে লাগিলেন। ইয়াযীদ এই সংবাদ পাওয়ার পর কসম করিল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে গলায় বেড়ী পরাইয়া তাহার সম্মুখে হাজির করা হইবে, নতুবা আমি তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিব। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর খেদমতে আরজ করা হইল যে, (আপনি ইয়াযীদের কসমকে পূরণ করুন এবং আপনার মর্যাদা রক্ষার্থে) আমরা আপনার জন্য রূপার বেড়ী প্রস্তুত করিয়া দেই। আপনি উহা গলায় পরিয়া উহার উপর কাপড় পরিধান করিয়া লউন। এইভাবে আপনি তাহার কসমকে পূরণ করিয়া দিন (আর আপনার সহিত তাহার সন্ধি হইয়া যাক)। কারণ আপনার মর্যাদা হিসাবে সন্ধি করিয়া লওয়াই বেশী উত্তম। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ইহার উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার কসম কোনদিন পূরণ না করুন। অতঃপর এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَلَا اَلِيْنُ لِغَيْرِ الْحَقِّ اُسْأَلُهُ - حَتّٰى يَلِيْنَ لِضِرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرُ

যে অন্যায় বিষয় আমার নিকট চাওয়া হইতেছে আমি উহার জন্য ততক্ষণ নরম হইব না যতক্ষণ না মাড়ি দাঁতের নীচে পাথর নরম হইয়া যায়। (অর্থাৎ আমার নরম হওয়া অসম্ভব।) অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কসম, সম্মানের সহিত তলোয়ারের আঘাত আমার নিকট অপমানের সহিত চাবুকের আঘাত হইতে অধিক প্রিয়। ইহার পর তিনি মুসলমানদেরকে নিজের খেলাফতের উপর বাইআত গ্রহণের আহবান জানাইলেন এবং ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার বিরোধিতার কথা প্রকাশ করিলেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া মুসলিম

ইবনে ওকবা মুররীর নেতৃত্বে একটি সিরিয় সৈন্যদল পাঠাইল এবং তাহাদিগকে মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দিল। আর ইহাও বলিয়া দিল যে, মদীনাবাসীর সহিত যুদ্ধ শেষ করিয়া মুসলিম যেন মক্কার দিকে রওয়ানা হইয়া যায়।

মুসলিম ইবনে ওকবা সৈন্য লইয়া মদীনায় প্রবেশ করিল। সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবশিষ্ট সাহাবা (রাঃ) যাহারা সেখানে ছিলেন তাহারা সকলেই মদীনা হইতে সরিয়া গেলেন। মুসলিম মদীনাবাসীদেরকে অপমান করিল এবং তাহাদিগকে কতল করিল। অতঃপর সেখান হইতে মক্কার দিকে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে মুসলিম মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মৃত্যুর পূর্বে মুসলিম হুসাইন ইবনে নুমাইর কিন্দিকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করিল এবং বলিল, হে গাধার পিঠে গদিওয়ালা! কুরাইশদের ছলচাতুরী হইতে হুঁশিয়ার থাকিও। প্রথমে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, তারপর তাহাদের শিরচ্ছেদ করিবে। সুতরাং হুসাইন সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া মক্কা পৌঁছিল। কয়েকদিন পর্যন্ত মক্কায় হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত রহিল।

হাদীসের পরবর্তী অংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হুসাইন ইবনে নুমাইর ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পালাইয়া গেল। ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মৃত্যুর পর মারওয়ান ইবনে হাকাম খলীফা হইল এবং লোকদেরকে নিজের খেলাফত ও তাহার হাতে বাইআত গ্রহণের আহবান জানাইল। সিরিয়াবাসী তাহার এই আহবানকে গ্রহণ করিল। সুতরাং সে মিম্বারে উঠিয়া খোতবা দিল এবং বলিল, তোমাদের মধ্যে কে ইবনে যুবাইরকে খতম করিতে প্রস্তুত আছে? হাজ্জাজ বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমি প্রস্তুত আছি। আবদুল মালিক তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। সে পুনরায় দাঁড়াইলে আবদুল মালিক আবার তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। হাজ্জাজ তৃতীয়বার পুনরায় দাঁড়াইয়া বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমি প্রস্তুত আছি। কেননা আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের জুব্বা কাড়িয়া লইয়া পরিধান করিয়াছি। ইহা

www.BANGLAKITAB.com

শুনার পর আবদুল মালিক হাজ্জাজকে সেনাপতি নিযুক্ত করিল এবং সৈন্য দিয়া মক্কার দিকে প্রেরণ করিল।

হাজ্জাজ মক্কায় পৌছিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) মক্কাবাসীদেরকে বলিলেন, তোমরা এই পাহাড়কে নিজেদের হেফাজতে রাখিও, কারণ যতক্ষণ তাহারা এই দুই পাহাড়ে উঠিতে না পারিবে ততক্ষণ তোমরা কল্যাণের সহিত বিজয়ী থাকিবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাজ্জাজ ও তাহার সঙ্গীরা আবু কুবাইস পাহাড় দখল করিয়া লইল এবং উহার উপর আরোহণ করিয়া ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করিল এবং হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের উপর পাথর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। যেদিন হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) শহীদ হইলেন সেদিন সকালে তিনি তাঁহার মাতা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত আসমা (রাঃ)এর বয়স তখন একশত বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু না তাহার কোন দাঁত পড়িয়াছিল আর না তাহার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হইয়াছিল। তিনি আপন ছেলে হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার যুদ্ধের কি অবস্থা? হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, শত্রুরা অমুক অমুক স্থান দখল করিয়া লইয়াছে এবং হাসিয়া বলিলেন, মৃত্যুতে এক প্রশান্তি রহিয়াছে। হযরত আসমা (রাঃ) বলিলেন, বেটা! তুমি মনে হয় আমার মৃত্যু কামনা করিতেছ। কিন্তু আমি চাই মৃত্যুর পূর্বে তোমার মেহনতের ফলাফল দেখিয়া লই। হয় তুমি বাদশা হইয়া যাও, যদ্দ্বারা আমার চক্ষু শীতল হইবে, নতুবা তুমি কতল হইয়া যাও, আর আমি সবর করিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার উপর সওয়াবের আশা করিব। অতঃপর যখন হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিলেন তখন হযরত আসমা (রাঃ) তাহাকে এই উপদেশ দিলেন, বেটা, কতলের ভয়ে তোমার কোন দ্বীনী বিষয়ে ছাড় দিও না।

অতঃপর হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) মায়ের নিকট হইতে বাহির

হইয়া মসজিদে হারামে প্রবেশ করিলেন এবং ক্ষেপনাস্ত্রের গোলা হইতে হেফাজতের জন্য হাজরে আসওয়াদের উপর দুইটি চৌকাঠ স্থাপন করিলেন। তিনি হজরে আসওয়াদের নিকট বসিয়াছিলেন এমন সময় কেহ আসিয়া আরজ করিল, আমরা আপনার জন্য কা'বা শরীফের দরজা খুলিয়া দেই, আপনি (সিঁড়ি দ্বারা) উপরে উঠিয়া উহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ুন। (ইহাতে ক্ষেপণাস্ত্রের গোলা হইতে আপনার হেফাজত হইবে।) হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তুমি তোমার ভাইকে মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত জিনিস হইতে রক্ষা করিতে পার। (কিন্তু যদি তাহার মৃত্যুর সময় আসিয়া পড়ে তবে কা'বা শরীফের ভিতরেও মৃত্যু হইতে রক্ষা হইবে না।) কা'বা শরীফের সম্মান আমার এই স্থান হইতে কি বেশী? (অর্থাৎ যখন তাহারা এই স্থানের সম্মান রক্ষা করিতেছে না তখন কা'বা শরীফের ভিতরেরও সম্মান রক্ষা করিবে না।) আল্লাহর কসম, যদি তাহারা তোমাদিগকে কা'বা শরীফের পর্দা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা অবস্থায়ও পায় তবুও তোমাদিগকে কতল করিয়া দিবে। কেহ আরজ করিল, আপনি যদি তাহাদের সহিত সন্ধির আলোচনা করিতেন। তিনি বলিলেন, এখন কি সন্ধির আলোচনা করার সময়? যদি তাহারা তোমাদিগকে কা'বা শরীফের ভিতরেও পায় তবুও তোমাদের সকলকে জবাই করিয়া দিবে। অতঃপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الْحَيَاةِ بِسُبَّةٍ - وَلَا مُرْتَقٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّمًا

আমি না কোন লজ্জাকর বিষয়ের বিনিময়ে জীবন খরিদ করিব, আর না মৃত্যুর ভয়ে কোন সিঁড়িতে আরোহণ করিব।

أُنَافِسُ سَهْمًا إِنَّهُ غَيْرُ بَارِحٍ - مُلَاقِي الْمَنَايَا أَيَّ حَرْفٍ تَيَمَّمَا

আমি এমন একটি তীরের চরম আগ্রহ রাখি যাহা নিজ স্থান হইতে বাহির হইতে না পারে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সাক্ষাৎ চায় সে কি অন্যকিছুর ইচ্ছা করিতে পারে?

www.BANGLAKITAB.com

অতঃপর তিনি যুবাইরের পরিবারের দিকে ফিরিয়া তাহাদিগকে নসীহত করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ তলোয়ার এমনভাবে হেফাজত করিবে যেমন আপন চেহারার হেফাজত করিয়া থাক—যেন উহা ভাঙ্গিয়া না যায়, অন্যথায় মহিলাদের ন্যায় আপন হাত দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে হইবে। আমি সর্বদা আপন বাহিনীর অগ্রভাগে থাকিয়া দুশমনের মুকাবিলা করিয়াছি, আমি কখনও আহত হইয়া জখমের ব্যথা অনুভব করি নাই। বরং ঔষধ লাগানোর দরুন ব্যথা অনুভব করিয়াছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাহার পরিবারস্থ লোকদেরকে নসীহত করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বনি জুমাহের দিক হইতে কতিপয় লোক ভিতরে ঢুকিল। তাহাদের মধ্যে কালে বর্ণের এক ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সমস্ত লোক কাহারা? কেহ বলিল, ইহারা হেমসের অধিবাসী। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) দুইটি তলোয়ার লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন। মুকাবিলার জন্য সর্বপ্রথম সেই কালো লোকটিই আসিল। তিনি তলোয়ারের আঘাতে তাহার পা উড়াইয়া দিলেন। কালো লোকটি বলিয়া উঠিল, উফ, হে বদকার মেয়েলোকের বেটা। (নাউযুবিল্লাহ) হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, দূর হ, হে হামের বেটা। (কালো হাবশী লোকেরা নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে হামের বংশধর বলিয়া তিনি তাহাকে হামের বেটা বলিয়াছেন।) হযরত আসমা (রাঃ) কি বদকার মহিলা? অতঃপর তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে বাবে বনি সাহমের দিক হইতে একদল লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সমস্ত লোক কাহারা? কেহ বলিল, ইহারা জর্দানের অধিবাসী। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন—

لَا عَهْدَ لِيْ بِغَارَةٍ مِثْلَ السَّيْلْ - لَا يَنْجَلِيْ غُبَارُهَا حَتَّى اللَّيْلْ

আমি ঢলের ন্যায় এমন আক্রমণ আর দেখি নাই, যাহার ধূলাবালি রাত পর্যন্তও পরিষ্কার হয় না।

এই দলকেও তিনি মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে বাবে বনি মাখযুমের দিক হইতে একদল লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন—

لَوْ كَانَ قَرْنِيْ وَاحِدًا كَفَيْتُهُ

যদি আমার প্রতিপক্ষ একজন হইত তবে আমিই তাহাকে শেষ করার জন্য যথেষ্ট ছিলাম।

হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর সাহায্যকারীগণ মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা উপর হইতে দুশমনের উপর ইট পাথর নিক্ষেপ করিতেছিল। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) অনুপ্রবেশকারী শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন। এমন সময় একটি ইট আসিয়া তাহার মাথার মাঝখানে লাগিল যাহাতে তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। তিনি দাঁড়াইয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَلَسْنَا عَلَى الْاَعْقَابِ تُدْمٰى كُلُوْمُنَا - وَلٰكِنْ عَلٰى اَقْدَامِنَا تَقْطُرُ الدِّمَا

আমাদের জখমের রক্ত আমাদের পায়ের পিছনে গোড়ালীর উপর পতিত হয় না, বরং জখমের রক্ত আমাদের পায়ের সামনে কদমের উপর পতিত হয়। (অর্থাৎ আমরা বীর বাহাদুর, অতএব আমাদের শরীরের সম্মুখভাগে আঘাত লাগে পিছনের দিকে নয়।)

অতঃপর তিনি পড়িয়া গেলেন। তাহার দুইজন গোলাম তাহার উপর এই বলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল যে, গোলাম আপন মনিবেরও হেফাজত করিয়া থাকে এবং নিজেরও হেফাজত করিয়া থাকে। অপরদিকে শত্রুরা অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেল এবং তাহার মাথা কাটিয়া লইল।

WWW.BANGLAKITAB.COM

ইসহাক ইবনে আবি ইসহাক (রহঃ) বলেন, যেদিন হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে মসজিদে হারামের ভিতর শহীদ করা হইল সেদিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখিয়াছি, শত্রুসৈন্য মসজিদে হারামের বিভিন্ন দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে ছিল। যখন কোন দরজা দিয়া কোন সৈন্যদল প্রবেশ করিত হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) একাই তাহাদের উপর আক্রমণ করিতেন এবং তাহাদিগকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন। তিনি এইভাবে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময় মসজিদের ছাদের কিছু অংশ আসিয়া তাহার মাথায় লাগিল আর তিনি লুটাইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

اَسْمَاءُ اِنْ قُتِلْتُ لَا تَبْكِيْنِىْ - لَمْ يَبْقَ اِلَّا حَسَبِىْ وَدِيْنِىْ

وَصَارِمٌ لَا نَتْ بِهِ يَمِيْنِىْ

হে (আমার আম্মাজান—হযরত) আসমা, যদি আমি কতল হইয়া যাই তবে আপনি কাঁদিবেন না, কেননা আমার বংশীয় মানমর্যাদা ও আমার দ্বীন বাকী রহিয়াছে আর সেই তলোয়ার বাকি রহিয়াছে যাহা ধারণ করিতে আমার ডান হাত দুর্বল ও অবশ হইয়া গিয়াছে।

(আবু নাআঈম)

আল্লাহর রাস্তা হইতে পলায়নকারীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হযরত সালামা ইবনে হেশাম ইবনে মুগীরা (রাঃ)এর স্ত্রীকে বলিলেন, কি ব্যাপার, আমি হযরত সালামা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাধারণ মুসলমানদের সহিত (জামাতের) নামাযে শরীক হইতে দেখি না? হযরত সালামা (রাঃ)এর স্ত্রী বলেন, আল্লাহর কসম, তিনি তো ঘর হইতে বাহিরই হইতে পারেন না। যখনই তিনি ঘর হইতে বাহির হন তখনই

লোকজন বলিতে থাকে, ওহে পলায়নকারী! তোমরা আল্লাহর রাস্তা হইতে পালাইয়া আসিয়াছ? এই কারণে তিনি ঘরে বসিয়া আছেন, ঘর হইতে বাহির হন না। তিনি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর সহিত মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার আমার সহিত আমার চাচাতো ভাইয়ের ঝগড়া হইল। সে বলিল, তুমি কি মূতার যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়াছিলে না? ইহা শুনিয়া আমি তাহাকে কি উত্তর দিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আল্লাহর রাস্তা হইতে পলায়নের পর লজ্জিত ও ভীত হওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য এক জামাত প্রেরণ করিলেন। আমি সেই জামাতে ছিলাম। কিছু লোক যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিল। আমিও তাহাদের সহিত পলায়ন করিলাম। (ফিরিবার সময়) আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিলাম, আমরা তো দুশমনের মুকাবিলা হইতে পলায়ন করিয়াছি, আল্লাহকে নারাজ করিয়া ফিরিতেছি, আমাদের কি করা উচিত? আমরা পরস্পর বলিলাম, আমরা মদীনায় প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করিব। (তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিব) তারপর আবার চিন্তা করিলাম, না, আমরা নিজেদেরকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া দিব। যদি আমাদের তওবা কবুল হয় তবে ঠিক আছে নতুবা আমরা (মদীনা ছাড়িয়া) অন্যত্র চলিয়া যাইব। সুতরাং আমরা ফজরের নামাযের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। (আমাদের সংবাদ পাইয়া) তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, ইহারা কাহারা? আমরা বলিলাম, আমরা যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়নকারী। তিনি বলিলেন, না, বরং

www.BANGLAKITAB.com

তোমরা (যুদ্ধের ময়দান হইতে) পিছপা হইয়া পুনরায় আক্রমণকারী। আমি তোমাদের ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র। (অতএব তোমরা আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছ, পলায়নকারী নও। এই সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারক চুম্বন করিলাম।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এক জামাতে পাঠাইলেন। যখন আমরা দুশমনের মুখামুখী হইলাম তখন প্রথম আক্রমণেই আমরা পরাজিত হইলাম। অতঃপর আমরা কয়েকজন রাতের অন্ধকারে মদীনায় আসিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। পরে আমরা চিন্তা করিলাম যে, আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিজেদের অন্যায় স্বীকার করিয়া লওয়া উত্তম হইবে। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিয়াছি। তিনি বলিলেন, না, বরং তোমরা পিছপা হইয়া পুনরায় আক্রমণকারী, আর আমি তোমাদের আশ্রয়কেন্দ্র। বর্ণনাকারী আসওয়াদ (রহঃ) এই শব্দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র। (বাইহাকী)

আবি ওবায়েদের যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারদের পলায়নপর ভীত হওয়া ও হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক সান্ত্বনাবাণী

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) যখন (যুদ্ধের ময়দান হইতে) ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে উচ্চস্বরে বলিতে শুনিয়াছি যে, হে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ, কি খবর? হযরত ওমর (রাঃ) এই সময় মসজিদের ভিতরে ছিলেন, আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) আমার ঘরের

দরজার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ, তোমার নিকট (যুদ্ধের) কি খবর আছে? তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি খবর লইয়া আপনার নিকট হাজির হইতেছি। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া মুসলমানদের (যুদ্ধের) বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আর কাহাকেও তাহার ন্যায় এরূপ সুন্দরভাবে ঘটনার বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিতে শুনি নাই। তারপর যখন পরাজিত মুসলমানগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিয়া আসার কারণে মুহাজির ও আনসারদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখিলেন তখন তিনি বলিলেন, হে মুসলমানদের জামাত! তোমরা ভীত হইও না, আমি তোমাদের আশ্রয়কেন্দ্র, তোমরা আমার নিকট সমবেত হইয়াছ। (অর্থাৎ ইহাকে যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন বলা হয় না, বরং ইহা তো পুনরায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হুসাইন ও অন্যান্যরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, বনু নাজ্জার গোত্রের হযরত মুআয বসরী (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে ছিলেন যাহারা জাসরে আবি ওবায়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখনই এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন তখনই কাঁদিতেন—

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ ঃ 'আর যে ব্যক্তি সেইদিন তাহাদের হইতে পশ্চাদপদসরণ করিবে, অবশ্য যে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন কল্পে অথবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় লইতে আসিবে সে ব্যতীত—অন্যরা আল্লাহর গযব সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে। আর তাহার ঠিকানা হইল জাহান্নাম। আর তাহা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান!'

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিতেন, হে মুআয, কাঁদিও না, আমি তোমাদের আশ্রয়স্থল। তোমরা পশ্চাদপদ হইয়া আমার নিকট আসিয়াছ। (ইবনে জারীর)

হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। যেদিন হযরত আবু ওবায়েদ (রাঃ) শহীদ হইলেন সেদিন তিনি যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে তাহাকেই একমাত্র কারী বলা হইত, আর কাহাকেও কারী বলা হইত না। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি কি সিরিয়ায় যাইবে? সেখানে মুসলমানগণ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং শত্রুরা সাহসী হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত তুমি সিরিয়ায় যাইয়া তোমার যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়নের গুনাহকে ধৌত করিয়া লইবে। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, না, আমি সেই এলাকায় যাইব যেখান হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি এবং সেই সমস্ত শত্রুর সহিত মুকাবিলা করিব যাহারা আমার সহিত এই ব্যবহার করিয়াছে (যে, আমি পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছি)। অতএব তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন এবং সেখানে শহীদ হইলেন। (ইবনে সা'দ)

আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীকে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া এবং সাহায্য করা

হযরত জাবালা ইবনে হারেসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতেন না তখন নিজের অস্ত্র হযরত আলী (রাঃ) অথবা হযরত উসামা (রাঃ)কে দিয়া দিতেন। (তাবারানী)

একজন আনসারীর অপর একজনকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দান করা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আসলাম গোত্রের এক যুবক আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যুদ্ধে যাইতে চাই, কিন্তু প্রস্তুতির জন্য আমার নিকট কোন টাকা পয়সা নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি অমুক আনসারীর নিকট যাও। সে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে যাইয়া বলিও যে, আল্লাহর রাসূল তোমাকে সালাম বলিতেছেন এবং তাহাকে ইহাও বলিও যে, তুমি জেহাদের জন্য যে সামানপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহা আমাকে দিয়া দাও। যুবক সেই আনসারীর নিকট গেল এবং সমস্ত কথা বলিল। আনসারী নিজ স্ত্রীকে বলিল, হে অমুক, তুমি আমার জন্য যে সামানপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহা এই ব্যক্তিকে দিয়া দাও। আর উহা হইতে কোন জিনিস রাখিয়া দিও না। কারণ আল্লাহর কসম, তুমি সেই সামানপত্র হইতে যেকোন জিনিস রাখিয়া দিবে উহাতে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করিবেন না।

অপর একটি ঘটনা

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমার সওয়ারী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আপনি আমাকে সওয়ারী দান করুন। তিনি বলিলেন, এখন আমার নিকট কোন সওয়ারী নাই। এক ব্যক্তি শুনিয়া বলিল, আমি তাহাকে এমন লোকের কথা বলিয়া দিতে পারি যে তাহাকে সওয়ারী দিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও কোন কল্যাণের পথ বলিয়া দিবে সে ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করিবে যে উক্ত কল্যাণ কাজ করিবে।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীর সাহায্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করিলে (মুহাজির ও আনসারদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, হে মুহাজির ও আনসারদের জামাত! তোমাদের কিছু ভাই এমন রহিয়াছে যাহাদের নিকট না টাকা পয়সা আছে, না তাহাদের খান্দান আছে (যাহারা তাহাকে টাকা পয়সা দ্বারা সাহায্য করিবে)। অতএব তোমরা প্রত্যেকে এরূপ দুইতিনজনকে নিজের সহিত মিলাইয়া লও। (সুতরাং আমাদের যাহাদের সওয়ারী রহিয়াছে প্রত্যেকেই এরূপ দুই তিনজন গরীবকে নিজের সহিত মিলাইয়া লইলাম। এবং তাহাদের সহিত পালাক্রমে সওয়ারীতে আরোহণ করিলাম) সওয়ারীর মালিক শুধু নিজের পালাতেই আরোহণ করিত। অর্থাৎ সওয়ারীর মালিক ও অন্যান্যাদের মধ্যে সমানভাবে পালা নির্ধারিত হইত। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমিও নিজের সহিত এরূপ দুই তিনজন গরীবকে মিলাইয়া লইলাম। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য যতবার আরোহণের পালা হইত আমার জন্যও ততবার হইত। (বাইহাকী)

একজন আনসারীর ঘটনা

হযরত ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ঘোষণা দিলে আমি আমার পরিবারের নিকট গেলাম এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের প্রথম জামাত রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। আমি মদীনায় এই ঘোষণা দিতে লাগিলাম যে, কেহ আছে কি, যে একজনকে সওয়ারী দান করিবে আর ইহার বিনিময়ে সওয়ারীর মালিক উক্ত ব্যক্তির গনীমতের মালের সমুদয় অংশ পাইয়া যাইবে? এক আনসারী বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিল, আমরা তাহার গনীমতের মালের সমুদয় অংশ এই শর্তে লইতে রাজী

আছি যে, সে আমাদের সহিত সওয়ারীতে পালাক্রমে আরোহণ করিবে (আমরা তাহাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কোন সওয়ারী দিতে পারিব না) এবং আমাদের সহিত খাওয়া দাওয়াও করিবে। আমি বলিলাম, ঠিক আছে। বৃদ্ধ বলিল, তবে আল্লাহর নাম লইয়া চল। আমি সেই নেক লোকের সহিত চলিলাম।

আল্লাহ তায়ালা যখন আমাদিগকে গনীমতের মাল দান করিলেন তখন আমার অংশে কিছু জোয়ান উট আসিল। আমি সেইগুলিকে হাঁকাইয়া আমার সঙ্গীর নিকট লইয়া গেলাম। সে বাহির হইয়া আসিল এবং একটি উটের পিছনের থলিতে বসিয়া বলিল, এই উটগুলি পিছনের দিকে লইয়া যাও (আমি পিছনের দিকে লইয়া গেলাম।) সে আবার বলিল, সামনের দিকে লইয়া যাও। (আমি সামনের দিকে লইয়া গেলাম।) অতঃপর সে বলিল, তোমার জোয়ান উটগুলি তো অতি উত্তম মনে হইতেছে। আমি বলিলাম, এইগুলিই তো সেই গনীমতের মাল, যাহা দেওয়ার ঘোষণা করিয়াছিলাম। বৃদ্ধ আনসারী বলিল, হে আমার ভাতিজা, জোয়ান উটগুলি তুমি লইয়া যাও। আমাদের উদ্দেশ্য তো তোমার গনীমতের অংশ ছাড়া অন্য কিছু ছিল। ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলেন, আনসারীর কথার অর্থ হইল, আমরা তোমার সহিত যাহা করিয়াছি উহার বিনিময়ে দুনিয়াতে কোন মজুরী লওয়ার উদ্দেশ্যে করি নাই, বরং আমরা তো আজর ও সওয়াবে শরীক হওয়া উদ্দেশ্যে করিয়াছি।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি কাহাকেও আল্লাহর রাস্তায় একটি চাবুক দান করি ইহা আমার নিকট হজ্জের পর হজ্জ করা হইতে অধিক প্রিয়। (তাবারানী)

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জেহাদে যাওয়া

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক জেহাদে পাঠাইলেন। এক ব্যক্তি

www.BANGLAKITAB.com

আমাকে বলিল, আমি আপনার সহিত এই শর্তে জেহাদে যাইব যে, আপনি গনীমতের মাল হইতে আমার জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তারপর সে আবার বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, আমি জানি না আপনারা গনীমতের মাল লাভ করিবেন কি করিবেন না। অতএব আমার জন্য একটি নির্ধারিত পরিমাণ ঠিক করিয়া দিন। আমি তাহার জন্য তিন দীনার নির্ধারণ করিলাম। আমরা যুদ্ধে গেলাম এবং বহু গনীমতের মাল লাভ করিলাম। আমি উক্ত ব্যক্তিকে দেওয়ার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, আমি তো তাহার জন্য দুনিয়া আখেরাতে শুধু সেই তিন দীনারই দেখিতেছি যাহা সে গ্রহণ করিয়াছে। (না সে গনীমতের মাল হইতে কোন অংশ পাইবে, আর না সে কোন সওয়াব পাইবে।)

(তাবারানী)

অপর এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দাইলামী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়ালা ইবনে মুনইয়াহ (রাঃ) বলিয়াছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন। আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলাম, আমার কোন খাদেমও ছিল না। আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য একজন লোক তালাশ করিতে লাগিলাম এই শর্তে যে, আমি তাহাকে গনীমতের মাল হইতে তাহার পূর্ণ অংশ দিব। সুতরাং এক ব্যক্তিকে পাইয়া গেলাম। যখন যুদ্ধে যাওয়ার দিন ঘনাইয়া আসিল তখন উক্ত ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল। জানিনা গনীমতের মালের কত অংশ হইবে এবং আমার অংশ কি পরিমাণ হইবে। কাজেই একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিন। জানা নাই গনীমতের মাল আদৌ মিলিবে কি মিলিবে না? আমি তাহার জন্য তিন দীনার নির্ধারণ করিয়া দিলাম। তারপর যখন গনীমতের মাল হাসিল হইল তখন আমি তাহাকে গনীমতের পূর্ণ অংশ দিতে ইচ্ছা করিলাম,

কিন্তু আমার সেই তিন দীনারের কথা স্মরণ হইয়া গেল। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্যক্তির ঘটনা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমার ধারণা মতে তো এই যুদ্ধের বিনিময়ে সে দুনিয়া আখেরাতে শুধু সেই তিন দীনারই পাইবে যাহা সে নির্ধারণ করিয়াছিল। (সে না সওয়াব পাইবে, না গনীমতের অংশ পাইবে।)

অন্যের মাল দ্বারা জেহাদে গমনকারী

হযরত মাইমূনা বিনতে সা'দ (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে নিজে জেহাদে যায় নাই কিন্তু নিজের মাল অন্য একজনকে দিয়াছে যাহাতে সে তাহার মাল লইয়া জেহাদে যায়। এমতাবস্থায় সওয়াব কি দাতা ব্যক্তি পাইবে, না যে জেহাদে গেল সে পাইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দাতা ব্যক্তি তাহার মালের সওয়াব পাইবে আর জেহাদে গমনকারী ব্যক্তি যাহা নিয়ত করিবে তাহা পাইবে। (অর্থাৎ যদি সওয়াবের নিয়ত করে তবে সওয়াব পাইবে, অন্যথায় শুধু মাল পাইবে, সওয়াব পাইবে না।) (তাবারানী)

জেহাদে নিজের পরিবর্তে অন্যকে প্রেরণ করা

হযরত আলী ইবনে রাবীআহ আসাদী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নিজের পরিবর্তে আপন ছেলেকে জেহাদে পাঠাইবার জন্য হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিকট লইয়া আসিল। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট বৃদ্ধ ব্যক্তির রায় যুবকের জেহাদে যাওয়া অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য সওয়াল করাকে অপছন্দ করা

হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, শক্ত–সামর্থ্যবান এক যুবক মসজিদে আসিল। তাহার হাতে লম্বা লম্বা তীর ছিল। সে বলিতেছিল, কে আছে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিবে? হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে ডাকিলেন এবং লোকেরা তাহাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট লইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, মজুরির বিনিময়ে ক্ষেতে কাজ করার জন্য কে আমার নিকট হইতে এই ব্যক্তিকে লইবে? একজন আনসারী বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমি লইব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে মাসিক কত বেতন দিবে? আনসারী বলিল, এই পরিমাণ দিব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে লইয়া যাও। সেই যুবক আনসারীর ক্ষেতে কয়েক মাস কাজ করিল। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) সেই আনসারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সেই কাজের লোকটির কি হইল? আনসারী বলিল, আমীরুল মুমিনীন,লোকটি অত্যন্ত নেক। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, লোকটিকে আমার নিকট লইয়া আস এবং তাহার যে পরিমাণ বেতন জমা হইয়াছে তাহাও লইয়া আস। আনসারী সেই যুবককেও লইয়া আসিল এবং তাহার সঙ্গে দেরহামের একটি থলিও আনিল। হযরত ওমর (রাঃ) যুবককে বলিলেন, এই থলি লও। এইবার তোমার ইচ্ছা হয় (এইগুলি লইয়া) জেহাদে যাও অথবা (ঘরে) বসিয়া থাক। (কান্য)

আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য ঋণ করা

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘোড়া সম্পর্কে কিছু বলিতে শুনিয়াছেন? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, ঘোড়ার কপালে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য কল্যাণ বাঁধিয়া দেওয়া

হইয়াছে। আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া খরিদ কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া ধার লও। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া কিভাবে খরিদ করিব এবং আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া কিভাবে ধার লইব?

তিনি বলিলেন, তুমি ধারদাতাকে এরূপ বল যে, এখন আমাকে ধার দাও, যখন গনীমতের মাল হইতে আমার অংশ পাইব তখন ধার শোধ করিয়া দিব। আর বিক্রেতাকে এরূপ বল যে, এখন আমার নিকট জিনিস বিক্রয় করিয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা যখন আমাদিগকে বিজয় ও গনীমতের মাল দান করিবেন তখন উহার দাম পরিশোধ করিয়া দিব। যতদিন তোমাদের জেহাদ তরতাজা থাকিবে তোমরা কল্যাণের উপর থাকিবে। শেষ যামানায় লোকেরা জেহাদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিতে আরম্ভ করিবে, তোমরা সেই যামানায় জেহাদও করিও এবং জেহাদে আপন জানমাল খরচ করিও। কেননা সেদিন জেহাদ তরতাজা থাকিবে। (অর্থাৎ আজ যেমন আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও গনীমতের মাল লাভ করিতেছ সেদিনও তেমনি লাভ করিবে)

আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদকে বিদায় জানানো ও তাহার সঙ্গে কিছুদূর হাঁটা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (ইহুদী সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফকে কতল করার জন্য) সাহাবা (রাঃ)দেরকে রওয়ানা করিলেন তখন তিনি (বিদায় জানাইবার জন্য) বাকী'য়ে গারকাদ পর্যন্ত তাহাদের সহিত হাঁটিয়া গেলেন। তারপর তিনি বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া যাও (এবং এই দোয়া দিলেন) আয় আল্লাহ ইহাদিগকে সাহায্য করুন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ)কে খাওয়ার দাওয়াত করা হইল। তিনি আসার পর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন

www.BANGLAKITAB.com

কোন বাহিনী রওয়ানা করিতেন তখন এইভাবে দোয়া করিতেন—

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ

অর্থাৎ আমি তোমাদের দ্বীন তোমাদের আমানতসমূহ ও তোমাদের আমলসমূহের পরিশেষকে আল্লাহর সোপর্দ করিতেছি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত উসামা (রাঃ)এর জামাতকে বিদায় জানানো

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীকে রওয়ানা করানোর হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং বাহিনীর নিকট গেলেন। তারপর তাহাদিগকে রওয়ানা করাইলেন এবং তাহাদিগকে বিদায় জানাইবার সময় স্বয়ং পায়দল হাঁটিতেছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) সওয়ারীর উপর বসিয়াছিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সওয়ারীর লাগাম ধরিয়া হাঁটিতেছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি সওয়ারীতে আরোহণ করুন নতুবা আমি সওয়ারী হইতে নীচে নামিতেছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, না তুমি নীচে নামিবে আর না আল্লাহর কসম, আমি সওয়ার হইব। আমার ইহাতে কি ক্ষতি হইবে যদি কিছুক্ষণের জন্য আমি আমার পা–কে আল্লাহর রাস্তায় ধুলাযুক্ত করি? কেননা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের জন্য প্রত্যেক কদমে সাতশত নেকী লেখা হয়, সাতশত মর্তবা উন্নত করা হয় এবং তাহার সাতশত গুনাহ মুছিয়া দেওয়া হয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদিগকে বিদায় জানাইয়া ফিরিবার সময় হযরত উসামা (রাঃ)কে বলিলেন, যদি ভাল মনে কর তবে হযরত ওমর (রাঃ)কে আমার সাহায্যের জন্য মদীনায় রাখিয়া যাও। তিনি হযরত

ওমর (রাঃ)কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট থাকিয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) সিরিয়ায় (চারটি) সেনাদল পাঠাইলেন। তন্মধ্যে একদলের আমীর হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)কে বিদায় জানাইবার উদ্দেশ্যে তাহার সহিত পায়দল হাঁটিতে লাগিলেন। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি সওয়ারীতে আরোহণ করুন, নতুবা আমি সওয়ারী হইতে নামিয়া যাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমার জন্য নীচে নামার অনুমতি নাই এবং আমি নিজেও সওয়ারীতে আরোহণ করিব না। কেননা আল্লাহর রাস্তায় আমার যে কদম পড়িতেছে আমি উহার কারণে আল্লাহ তায়ালার নিকট সওয়াবের আশা করিতেছি। বর্ণনাকারী অতঃপর হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) একটি সৈন্যদলকে বিদায় জানাইবার জন্য তাহাদের সহিত পায়ে হাঁটিয়া গেলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যাহার রাস্তায় আমাদের পা ধুলাযুক্ত হইয়াছে। কেহ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের পা আল্লাহর রাস্তায় কিভাবে ধুলাযুক্ত হইল? আমরা তো তাহাদেরকে বিদায় জানাইবার জন্য আসিয়াছি, (আল্লাহর রাস্তায় তো বাহির হই নাই)। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমরা তাহাদেরকে প্রস্তুত করিয়াছি এবং (এখান পর্যন্ত) বিদায় জানাইতে আসিয়াছি এবং তাহাদের জন্য দোয়া করিয়াছি। (এই হিসাবে আমাদের এই কদমও আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হইয়াছে।) (কান্য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর জামাত বিদায় করা

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি এক জেহাদে গেলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাদিগকে বিদায় জানাইবার জন্য

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের সহিত গেলেন। যখন আমাদের বিদায় করিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন তখন বলিলেন, তোমাদের দুইজনকে দেওয়ার মত এখন আমার নিকট কিছু নাই, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন কোন জিনিসকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করা হয় তখন আল্লাহ তায়ালা উহার হেফাজত করেন। অতএব আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানতসমূহ ও তোমাদের আমলসমূহের পরিশেষকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিতেছি। (বাইহাকী)

জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসা গাজীদেরকে আগাইয়া আনা

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন লোকেরা তাঁহাকে আগাইয়া আনিতে গেল এবং আমিও ছোট ছোট ছেলেদের সহিত সানিয়্যাতুল ওদা' পর্যন্ত আগাইয়া যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছি। (আবু দাউদ)

বাইহাকীর অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন লোকেরা তাহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য সানিয়্যাতুল ওদা' পর্যন্ত আগাইয়া গেল। আমি বালক বয়সী ছিলাম। আমিও লোকদের সঙ্গে গিয়াছি এবং তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়াছি।

রমযান শরীফে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রমযান মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বদরের যুদ্ধে ও মক্কা বিজয়ের সফরে গিয়াছি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দুই যুদ্ধে রমযান মাসে সফর করিয়াছি, এক যুদ্ধ বদরের, দ্বিতীয় মক্কা বিজয়ের এবং উভয় সফরে আমরা রোযা রাখি নাই। (কান্য)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা তিনশত তেরজন ছিলেন। তন্মধ্যে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিয়াত্তর ছিল। সতেরই রমযান শুক্রবার বদরে কাফেরদের পরাজয় ঘটিয়াছিল। (বিদায়াহ)

ইমাম বাযযার (রহঃ)ও একই রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন, তবে উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বদরে সাহাবাদের সংখ্যা তিনশত দশের কিছু বেশী ছিল। তন্মধ্যে আনসারদের সংখ্যা দুইশত ছত্রিশ ছিল এবং সেদিন মুহাজিরদের ঝাণ্ডা হযরত আলী (রাঃ)এর হাতে ছিল।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সফরে রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং হযরত আবু রুহুম কুলসুম ইবনে হুসাইন ইবনে ওতবা ইবনে খালাফ গিফারী (রাঃ)কে মদীনায় নিজের খলীফা বা নায়েব নিযুক্ত করিয়া গেলেন। রমযানের দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সফর আরম্ভ করিলেন। তিনি নিজেও রোযা রাখিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত সকলেই রোযা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর উসফান ও উমাজ নামক স্থানের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক ঝর্ণার নিকট পৌঁছিয়া তিনি রোযা ভঙ্গ করিলেন। সেখান হইতে অগ্রসর হইয়া মাররায যাহরান নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিলেন। তাঁহার সহিত দশ হাজার সাহাবা (রাঃ) ছিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বৎসর (মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে) রমযান মাসে বাহির হইলেন এবং কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত রোযা রাখিলেন। (সেখানে পৌঁছিয়া রোযা ভঙ্গ করিলেন।)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বৎসর রমযান মাসে বাহির হইলেন। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। পথে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় কুদাইদ নামক স্থানের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। লোকদের পিপাসা লাগিল। তাহারা (পানির তালাশে) ঘাড় উঁচা করিতে লাগিল এবং পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের এই অবস্থা দেখিয়া এক পেয়ালা পানি আনাইলেন এবং আপন হাতে উহা এমনভাবে ধারণ করিলেন যে, লোকেরা সকলেই সেই পেয়ালা দেখিতে পাইল। অতঃপর তিনি পানি পান করিলেন। (ইহা দেখিয়া) লোকেরাও পানি পান করিল। (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন পুরুষ যেন কোন নামাহরাম মহিলার সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ না করে, আর না কোন মহিলা মাহরাম ব্যতীত সফর করে। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক জেহাদে যাওয়ার জন্য আমার নাম লেখা হইয়াছে। এদিকে আমার স্ত্রী হজ্জ করিতে যাইতেছে। (অর্থাৎ এখন আমি কি করিব? জেহাদে যাইব, না স্ত্রীর সহিত হজ্জে যাইব?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি নিজ স্ত্রীর সহিত হজ্জ করিতে যাও।

জেহাদ হইতে ফিরিয়া নামায পড়া ও খানা খাওয়ানো

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফর হইতে চাশতের সময় ফিরিয়া আসিতেন তখন মসজিদে যাইতেন এবং বসার পূর্বে দুই

রাকাত নামায পড়িতেন। হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বোখারীর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, মসজিদে যাইয়া দুইরাকাত নামায পড়িয়া আস।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বোখারী শরীফের অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন তখন একটি উট অথবা একটি গাভী জবাই করিলেন।

হযরত মুআয (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুহারিব (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে একটি উট এক উকিয়া ও এক অথবা দুই দেরহামের বিনিময়ে খরিদ করিলেন। যখন তিনি সেরার কুয়ার নিকট পৌঁছিলেন তখন তাঁহার আদেশে একটি গাভী জবাই করা হইল এবং লোকেরা উহার গোশত খাইল। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছিলেন তখন আমাকে মসজিদে যাইয়া দুই রাকাত নামায পড়িতে আদেশ করিলেন এবং আমাকে উটের দাম ওজন করিয়া দিলেন।

মহিলাদের আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফরে যাওয়ার এরাদা করিতেন তখন আপন স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করিতেন। লটারীতে যাহার নাম আসিত তাহাকে সফরে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সফরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন অভ্যাস মোতাবেক স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করিলেন। লটারীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে আমার নাম আসিল। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সফরে আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তখনকার যুগে মেয়েরা জীবন চলে মত খুব সামান্য আহার করিত, যে কারণে শরীরে গোশত কম হইত এবং শরীর হালকা হইত। সফরে যখন লোকেরা আমার উটের পিঠে হাওদা বাঁধার জন্য আসিত তখন আমি হাওদায় উঠিয়া বসিয়া যাইতাম। তারপর যাহারা হাওদা বাঁধিবে তাহারা আসিয়া হাওদার নিচে ধরিয়া আমাকে সহ উটের পিঠে উঠাইয়া রাখিত এবং রশি দ্বারা হাওদা বাঁধিয়া দিত। হাওদা বাঁধার পর উটের লাগাম ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিত।

এই সফর শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিবার পথে মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানে অবতরণ করিলেন। রাত্রের কিছু অংশ সেখানে কাটাইয়া লোকদের মধ্যে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। লোকজন রওয়ানা হইয়া গেল। আমি তখন প্রয়োজন সারিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলাম। আমার গলায় ইয়ামানের যাফার (শহর)এর তৈরী একটি পুঁতির মালা ছিল। প্রয়োজন সারিয়া উঠার সময় সেই মালা আমার অজান্তে গলা হইতে খুলিয়া পড়িয়া গেল। হাওদার নিকট পৌঁছিয়া গলায় মালা তালাশ করিয়া দেখিলাম তাহা নাই। ইতিমধ্যে লোকজন রওয়ানা হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি যেখানে গিয়াছিলাম সেখানে যাইয়া উহা তালাশ করিলাম এবং পাইয়া গেলাম। এইদিকে যাহারা আমার হাওদা বাঁধিত তাহারা নিজেদের হাওদা বাঁধিয়া (আমার হাওদা বাঁধিতে আসিল এবং) আমার মালা তালাশ করিতে যাওয়ার পর আসিল। নিয়মানুসারে তাহারা মনে করিল, আমি হাওদার ভিতর রহিয়াছি। অতএব তাহারা হাওদা উঠাইয়া উটের উপর বাঁধিয়া দিল। (আমার শরীর হালকা হওয়ার কারণে) হাওদার ভিতরে আমার না থাকার ব্যাপারে তাহারা মোটেও সন্দেহ করিল না। তারপর তাহারা উটের লাগাম টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। আমি যখন অবস্থানস্থলে ফিরিয়া আসিলাম তখন সেখানে কেহই ছিল না। সমস্ত লোকজন চলিয়া

গিয়াছিল। আমি শরীরে চাদর জড়াইয়া সেখানেই শুইয়া পড়িলাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, যখন আমাকে পাওয়া যাইবে না তখন আমাকে তালাশ করার জন্য লোকজন এখানে ফিরিয়া আসিবে।

আল্লাহর কসম, আমি শুইয়া ছিলাম এমতাবস্থায় হযরত সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল (রাঃ) আমার পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি নিজের কোন প্রয়োজনে বাহিনী হইতে পিছনে রহিয়া গিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি সেই রাত্রি বাহিনীর সহিত যাপন করেন নাই। তিনি যখন আমাকে দেখিলেন তখন আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইয়া গেলেন। আর যেহেতু পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখিয়াছিলেন সেহেতু আমাকে দেখিয়া (চিনিতে পারিলেন এবং) বলিলেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।' এ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী। অথচ আমি কাপড় আবৃত ছিলাম। হযরত সফওয়ান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন, আপনি কিভাবে পিছনে রহিয়া গেলেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাহার কথার কোন উত্তর দেই নাই। তারপর তিনি উট আমার নিকটে আনিয়া বলিলেন, ইহার উপর উঠিয়া বসুন এবং নিজে আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। আমি উহাতে আরোহণ করিয়া বসিলে তিনি উটের লাগাম ধরিয়া লোকদের তালাশে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলেন। সকাল পর্যন্ত আমরা লোকদের নিকট পৌঁছিতে পারি নাই। লোকেরাও আমার অনুপস্থিতি জানিতে পারে নাই। তাহারা এক জায়গায় থামিলেন। তাহাদের সেখানে অবস্থান করার পর হযরত সফওয়ান (রাঃ) আমাকে লইয়া সেখানে পৌঁছিলেন। ইহার পর অপবাদ রটনাকারীরা যাহা রটাইবার তাহা রটাইতে আরম্ভ করিল। সমস্ত বাহিনীর মধ্যে এক অস্থিরতা ছড়াইয়া পড়িল। আল্লাহর কসম, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।

তারপর আমরা মদীনায় আসিলাম। মদীনায় পৌঁছার পরপরই আমি অত্যন্ত কঠিনভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। লোকদের মধ্যে যে সমস্ত

www.BANGLAKITAB.com

আলোচনা চলিতেছিল উহার কোন কথাই আমার নিকট পৌছিতে পারে নাই। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমার পিতামাতার নিকট সমস্ত কথাই পৌছিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কেহ কোন কথাই আমাকে বলেন নাই। তবে আমি এতটুকু লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, আমার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেকার সেই স্নেহভরা আচরণ নাই। আমি যখন অসুস্থ হইতাম তখন তিনি আমার সহিত অত্যন্ত দয়ামায়া ও স্নেহভরা আচরণ করিতেন। আমার এই অসুস্থতায় তিনি এই ধরনের কোন আচরণ করেন নাই। তাঁহার এইরূপ আচরণে আমার মনে খটকা লাগিয়াছিল। তিনি যখন ঘরে আসিতেন এবং আমার নিকট আসিয়া আমার মাকে আমার সেবা-শুশ্রূষায় মশগুল দেখিতেন তখন শুধু এইটুকু বলিতেন, সে কেমন আছে? ইহার বেশী কিছুই বলিতেন না। তাঁহার এইরূপ বিমুখতায় আমার মনে দুঃখ হইল এবং আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার মায়ের ঘরে যাইয়া থাকিতে পারি, তিনি আমার শুশ্রূষাও করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন, কোন অসুবিধা নাই, যাইতে পার।

আমি আমার মায়ের নিকট চলিয়া গেলাম এবং মদীনায় যাহা চলিতেছিল তাহা আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। বিশদিনেরও বেশী অতিবাহিত হওয়ার পর আমি সুস্থ হইলাম। কিন্তু তখনও অনেক দুর্বল ছিলাম। আমরা আরবরা অনারবদের মত ঘরের ভিতর পায়খানা বানাইতাম না বরং ঘরে পায়খানা বানানোকে খারাপ জানিতাম ও অপছন্দ করিতাম। প্রয়োজন সারিবার জন্য আমরা মদীনার বাহিরে ময়দানে যাইতাম। মহিলারা রাত্রিবেলায় তাহাদের প্রয়োজন সারিত। একরাত্রে আমি প্রয়োজন সারিবার জন্য বাহির হইলাম, আমার সঙ্গে উম্মে মেসতাহ বিনতে আবু রুহ্ম ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)ও ছিলেন। আল্লাহর কসম, তিনি আমার সহিত চলিতেছিলেন হঠাৎ চাদরে পা জড়াইয়া তিনি পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া যাইয়া তিনি বলিলেন, মেসতাহ ধ্বংস হউক। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আপনি বদর

যুদ্ধে শরীক এরূপ একজন মুহাজির সম্পর্কে খুবই খারাপ কথা বলিয়াছেন।

হযরত উম্মে মেসতাহ (রাঃ) বলিলেন, হে আবু বকরের মেয়ে, তোমার নিকট কি এখনো কোন খবর পৌছে নাই? আমি বলিলাম, কি ধরনের খবর? উত্তরে তিনি অপবাদ রটনাকারীদের সম্পূর্ণ ঘটনা শুনাইলেন। আমি বলিলাম, এমন কথা কি তাহারা প্রচার করিয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম, তাহারা এই কথা প্রচার করিয়াছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, এই কথা শুনার পর আমার এমন অবস্থা হইল যে, আমি আর প্রয়োজন সারিতে পারিলাম না এবং ফিরিয়া আসিলাম। আল্লাহর কসম, তারপর হইতে আমি কাঁদিতে থাকিলাম এবং আমার মনে হইল অধিক কান্নাকাটির কারণে আমার কলিজা ফাটিয়া যাইবে। আমি আমার মাকে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মাফ করুন, লোকেরা এত কথা রটাইল আর আপনি আমাকে কিছুই বলিলেন না। তিনি বলিলেন, হে আমার বেটি, তুমি এত অস্থির হইও না, আল্লাহর কসম, যখন কাহারো কোন সুন্দরী স্ত্রী থাকে আর সে ব্যক্তি তাহাকে মহব্বতও করে এবং সেই স্ত্রীর অপরাপর সতীনও থাকে এমতাবস্থায় সতীনগণ এবং অন্যান্য লোকেরা তাহার দোষত্রুটি বেশী করিয়া বলিয়া থাকে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া খোতবা দিলেন অথচ আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল, ইহাদের কি হইল যে, তাহারা আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে কষ্ট দিতেছে? এবং তাহাদের উপর অন্যায়ভাবে অপবাদ দিতেছে? আল্লাহর কসম, আমি তো সর্বদা আমার পরিবারকে ভালই দেখিয়া আসিতেছি এবং যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দিতেছে তাহাকেও ভালই দেখিয়া আসিতেছি। যখনই সে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে আমার সঙ্গে প্রবেশ

www.BANGLAKITAB.com

করিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিকই এই অপবাদ দেওয়া ও রটানোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী অংশগ্রহণ করিয়াছে। তাহার সহিত খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক, হযরত মেসতাহ (রাঃ) ও হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রাঃ)ও এই কাজে সহায়তা করিয়াছেন। হযরত হামনা (রাঃ)এর এই কাজে অংশগ্রহণের কারণ এই ছিল যে, তাহার বোন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত যায়নাব (রাঃ)ই তাঁহার নিকট মর্যাদার দিক দিয়া আমার সমকক্ষতার দাবী রাখিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তো তাহার দ্বীনদারীর কারণে হেফাজত করিয়াছেন। এইজন্য তিনি আমার ব্যাপারে ভাল কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু হযরত হামনা (রাঃ) নিজের বোনের কারণে আমার বিরোধিতা করিতে যাইয়া এই সমস্ত অপবাদের কথা রটাইয়াছেন। আর এই কারণে তিনি গুনাহগার হইয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পূর্বোল্লেখিত কথা বলিলেন, তখন হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এই অপবাদ দানকারীগণ আমাদের আওস গোত্রের হইয়া থাকে তবে আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, আমরাই আপনার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে যাহা করিবার করিব। আর যদি তাহারা আমাদের খাযরাজী ভাইদের মধ্য হইতে হইয়া থাকে তবে আপনি তাহাদের ব্যাপারে আমাদিগকে যাহা হুকুম করিবেন আমরা তাহা পালন করিব। আল্লাহর কসম, তাহাদের তো গর্দান উড়াইয়া দেওয়া উচিত।

এই কথার পর হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) দাঁড়াইয়া গেলেন। ইতিপূর্বে তাহাকে নেকলোক বলিয়া মনে করা হইত। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি ভুল করিয়াছ। তাহাদের গর্দান উড়ানো যাইবে না। আল্লাহর কসম, তুমি এই কথা শুধু এইজন্য বলিয়াছ যে, তোমার জানা

আছে যে, তাহারা খাযরাজ গোত্রীয়। যদি তাহারা তোমার গোত্রের হইত তবে তুমি এমন কথা কখনও বলিতে না।

হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি ভুল বলিতেছ। তুমি নিজে মুনাফিক, মুনাফিকদের পক্ষ হইয়া ঝগড়া করিতেছ। এই কথার উপর লোকেরা পরস্পর একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া গেল এবং আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হইল। (কিন্তু লোকেরা আপোষ করাইয়া দিল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে নামিয়া আমার নিকট আসিলেন। এই ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হইতেছিল না বিধায় তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উসামা (রাঃ)কে ডাকিয়া তাহাদের সহিত নিজ পরিবার (অর্থাৎ হযরত আয়েশা)কে ত্যাগ করার ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার সম্পর্কে প্রশংসা ও ভাল কথাই বলিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নিজ পরিবারকে রাখুন, কেননা আমরা সর্বদা তাহাদের নিকট হইতে ভাল ও কল্যাণই দেখিয়া আসিতেছি। আর এই সমস্ত অপবাদ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলা অনেক রহিয়াছে। আপনি তাহার স্থলে অন্য কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারেন। আর আপনি বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বারীরাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ডাকিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) উঠিয়া হযরত বারীরাহ (রাঃ)কে খুব মারধর করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সত্য কথা বল। হযরত বারীরাহ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তাহার (অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)এর) ব্যাপারে আমার ভাল ছাড়া কিছুই জানা নাই। আমি তাহার মধ্যে একটি বিষয় ব্যতীত আর কোন দোষণীয় জিনিস দেখি না। আর তাহা এই যে, আমি তাহাকে আটা খামীর করিয়া

www.BANGLAKITAB.com

দিয়া বলিতাম যে, আটাগুলি দেখিবেন, কিন্তু তিনি বে-খেয়ালে ঘুমাইয়া পড়িতেন আর বকরী আসিয়া আটা খাইয়া ফেলিত।

এই ঘটনার পর একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমার পিতামাতা ও আমার নিকট বসিয়াছিলেন। একজন আনসারী মহিলাও সেখানে ছিলেন। আমিও কাঁদিতেছিলাম, আর সেই মহিলাও কাঁদিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা করার পর বলিলেন, হে আয়েশা, লোকেরা যে সকল কথা আলোচনা করিতেছে তাহা তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে। অতএব তুমি আল্লাহকে ভয় কর, এবং লোকেরা যাহা বলিতেছে, যদি সত্যই তোমার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হইয়া থাকে তবে তুমি আল্লাহর নিকট তওবা করিয়া লও, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাহার বান্দাদের তওবা কবুল করেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, তাঁহার এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার অশ্রু একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। ইহার পর এক ফোটাও অশ্রু ঝরিল না। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, যাহাতে আমার পিতামাতা আমার পক্ষ হইতে কোন উত্তর দেন। কিন্তু তাহারা উভয়ে কিছু বলিলেন না। আল্লাহর কসম, আমি নিজের ব্যাপারে এত উঁচা ধারণা করি নাই যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ভিন্নভাবে কোন আয়াত নাযিল করিবেন যাহার তেলাওয়াত হইতে থাকিবে এবং নামাযে পড়া হইতে থাকিবে। কিন্তু আমার এতটুকু আশা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত এমন কোন স্বপ্ন দেখিবেন যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই অপবাদ হইতে মুক্ত করিবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তো জানেন, আমি এই অপবাদ হইতে একেবারেই পাকপবিত্র। আমি নিজেকে ইহা হইতে অতি নগণ্য মনে করিতাম যে, আমার ব্যাপারে কোরআন নাযিল হইবে। আমি যখন দেখিলাম যে, আমার পিতামাতা কোন জবাব দিতেছেন না তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আপনারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উত্তর কেন দিতেছেন না? তাহারা বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি উত্তর দিব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরিবারের উপর দিয়া সে দিনগুলিতে যে দুঃখ-দুর্দশা অতিবাহিত হইয়াছিল আর কাহারো উপর দিয়া এরূপ অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আমার পিতামাতা যখন আমার ব্যাপারে কোন কথা বলিলেন না তখন আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল এবং আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তারপর আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আপনি যাহা বলিয়াছেন আমি উহা হইতে কখনও তওবা করিব না। (কেননা আমি তো এমন কাজ করিই নাই।) আল্লাহর কসম, আমি জানি লোকেরা যাহা বলিতেছে তাহা যদি আমি স্বীকার করি—আর আল্লাহ তায়ালাও জানেন আমি উহা হইতে পবিত্র—তবে আমি এমন কথা স্বীকার করিব যাহা বাস্তবে ঘটে নাই। আর লোকেরা যাহা বলিতেছে যদি আমি উহা অস্বীকার করি তবে আপনারা আমাকে সত্যবাদী মনে করিবেন না। অতঃপর আমি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম উচ্চারণ করিতে চাহিলাম কিন্তু তখন তাহার নাম আমার মনে আসিতেছিল না। কাজেই আমি বলিলাম, এখন আমি সেই কথাই বলিব যাহা ইউসুফ (আঃ)এর পিতা বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ—

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

অর্থ ঃ এখন সবর করাই আমার পক্ষে উত্তম, তোমরা যাহা বর্ণনা করিতেছ, সে বিষয়ে আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও আপন স্থান হইতে উঠেন নাই এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ওহী নাযিল হইতে শুরু হইল এবং নিয়মানুসারে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে কাপড় দ্বারা

www.BANGLAKITAB.com

ঢাকিয়া দেওয়া হইল এবং মাথার নীচে একটি চামড়ার বালিশ দেওয়া হইল। আমি (ওহী নাযিল হওয়ার) এই দৃশ্য দেখিয়া মোটেও ঘাবড়াই নাই এবং চিন্তিতও হই নাই। কেননা আমার এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ তায়ালা আমার উপর জুলুম করিবেন না। আর আমার পিতামাতার অবস্থা? ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আয়েশার প্রাণ রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা এখনও কাটে নাই, কিন্তু আমার মনে হইল যেন এই আশংকায় তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে লোকদের কথার সত্যতা না নাযিল হইয়া যায়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হইতে ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা কাটিয়া গেল এবং তিনি উঠিয়া বসিলেন। শীতের মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও তাহার চেহারা মোবারক হইতে মুক্তার ন্যায় ঘামের ফোটা ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি চেহারা মোবারক হইতে ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন, হে আয়েশা, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা নাযিল করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম, আলহামদুলিল্লাহ!

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে লোকদের নিকট গেলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিলেন এবং এই ব্যাপারে যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালা নাযিল করিয়াছেন তাহা লোকদেরকে তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ইহার পর তিনি হযরত মেসতাহ ইবনে আসাসাহ (রাঃ), হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ) ও হযরত হামনা বিনতে জাহাস (রাঃ)কে শাস্তি প্রদানের হুকুম দিলেন এবং তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইল। কারণ ইহারা এই অশ্লীল কথা প্রচারে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিদায়াহ)

ইমাম আহমদ (রহঃ) এই হাদীসকে অনেক দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার পবিত্রতা সম্পর্কিত আয়াত পড়িয়া

শুনাইলেন তখন) আমার মা বলিলেন, উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও (এবং তাহার শুকরিয়া আদায় কর)। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইব না, আমি তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব যিনি আমার পবিত্রতা নাযিল করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ

'অর্থাৎ যাহারা এই অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে তাহারা তোমাদেরই একদল'—হইতে পরবর্তী দশ আয়াত পর্যন্ত নাযিল করিয়াছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত মেসতাহ (রাঃ)এর উপর আত্মীয় ও গরীব হওয়ার কারণে (টাকা পয়সা) খরচ করিতেন। আল্লাহ তায়ালা যখন আমার পবিত্রতা সম্পর্কে এই আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, মেসতাহ যখন আয়েশার ব্যাপারে এত বড় কথা বলিয়াছে তখন আমি আর কখনও তাহার উপর খরচ করিব না। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ – الى قوله – أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক সচ্ছলতার অধিকারী তাহারা যেন কসম না খায় যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদের কিছুই দিবে না। তাহাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

এই আয়াত শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর

www.BANGLAKITAB.com

কসম, আমি চাই যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর হযরত মেসতাহ (রাঃ)কে যে খরচ দিতেন তাহা পুনরায় দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনও তাহার খরচ বন্ধ করিব না।

এক মহিলার আল্লাহর রাস্তায় গমন করা

বনু গিফার গোত্রের একজন মহিলা বলেন, আমি বনু গিফার গোত্রের মহিলাদের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি খাইবারের যুদ্ধে যাইতেছিলেন। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরাও আপনার সহিত এই সফরে যাইতে চাই। আমরা আহতদের সেবা শুশ্রূষা করিব এবং সাধ্যানুসারে মুসলমানদের সাহায্য করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ বরকত দান করুন, চল। অতএব আমরা তাঁহার সহিত গেলাম। মহিলা বলেন, আমি অল্পবয়স্কা কিশোরী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার উটের পিছনে হাওদার থলিতে বসাইয়া লইলেন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল হওয়ার সামান্য পূর্বে নীচে নামিলেন এবং উট বসাইবার পর আমিও হাওদার থলি হইতে নামিয়া পড়িলাম। হঠাৎ দেখিলাম থলিতে আমার রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। আর ইহা আমার প্রথম হায়েজ ছিল। আমি লজ্জায় জড়সড় হইয়া উটের নিকট চলিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই অবস্থা ও রক্তের দাগ দেখিয়া বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? তোমার সম্ভবতঃ হায়েজ হইয়াছে। আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তোমার অবস্থা ঠিক করিয়া লও। একটি পাত্রে পানি লইয়া উহাতে কিছু লবণ মিশাইয়া লইও। তারপর হাওদার থলিতে যেখানে রক্ত লাগিয়াছে উহাকে ধুইয়া নিজের জায়গায় বসিয়া যাও।

ইহার পর আল্লাহ তায়ালা খাইবারে বিজয় দান করিলে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকেও গনীমতের মাল হইতে কিছু অংশ দান করিলেন। আর এই হার যাহা তোমরা আমার গলায় দেখিতেছ ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দান করিয়াছিলেন এবং নিজ হাতে আমার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। আল্লাহর কসম, এই হার কখনও আমার শরীর হইতে পৃথক হইবে না। তাহার মৃত্যু পর্যন্ত সেই হার তাহার গলায় ছিল। তারপর তিনি (মৃত্যুর সময়) অসিয়ত করিলেন, যেন এই হার তাহার সহিত কবরে দাফন করা হয়। তিনি যখনই হায়েজ হইতে পাক হওয়ার জন্য গোসল করিতেন গোসলের পানিতে অবশ্যই লবণ মিশাইয়া লইতেন এবং মৃত্যুর সময় এই অসিয়ত করিলেন যে, তাহার গোসলের পানিতে যেন অবশ্যই লবণ মিশ্রিত করা হয়। (বিদায়াহ)

অপর এক মহিলার আল্লাহর রাস্তায় গমন করা

হুমাইদ ইবনে হেলাল (রাঃ) বলেন, তুফাওয়া গোত্রের এক ব্যক্তি আমাদের এলাকা দিয়া যাতায়াত করিত। উক্ত ব্যক্তি (যাতায়াতের পথে) আমাদের গোত্রে সাক্ষাৎ করিত এবং গোত্রের লোকদেরকে বিভিন্ন হাদীস শুনাইত। একবার সে বলিল, আমি একবার ব্যবসায়ী কাফেলার সহিত মদীনায় গিয়াছি। সেখানে আমরা সামানপত্র বিক্রয় করিলাম। তারপর আমার মনে আসিল যে, আমি এই ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইব এবং তাঁহার অবস্থা জানিয়া আমার পিছনে যাহারা (এলাকায়) রহিয়া গিয়াছে তাহাদেরকে যাইয়া শুনাইব। আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে একটি ঘর দেখাইয়া বলিলেন, এই ঘরে একজন মহিলা বাস করিত। সে মুসলমানদের সহিত এক জেহাদে গেল এবং ঘরে বারটি বকরী ও কাপড় বুনার একটি শলাকা যাহা দ্বারা সে কাপড় বুনার কাজ করিত, রাখিয়া গেল। তাহার একটি বকরী ও সেই শলাকা হারাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

গেল। উক্ত মহিলা বলিতে লাগিল, হে আমার রব্ব, যে ব্যক্তি তোমার রাস্তায় বাহির হয় তুমি তাহার সর্ববিষয়ে হেফাজতের দায়িত্ব লইয়াছ। (তোমার রাস্তায় যাওয়ার পর) আমার একটি বকরী ও আমার কাপড় বুনার শলাকা হারাইয়া গিয়াছে। আমি আমার বকরী ও শলাকার ব্যাপারে তোমাকে কসম দিতেছি (যে, আমাকে উহা ফিরাইয়া দাও।)

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তুফাওয়া গোত্রীয় লোকটির নিকট উক্ত মহিলার আপন রবের নিকট দোয়ার কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, সে কিরূপ জোশ ও আবেগের সহিত আপন রবের নিকট দোয়া করিতেছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই মহিলা তাহার সেই বকরী ও উহার সহিত আরো একটি বকরী এবং তাহার সেই শলাকা ও উহার সহিত আরো একটি শলাকা (আল্লাহ তায়ালার গায়েবী ভাণ্ডার হইতে) পাইয়া গেল। এই সেই মহিলা। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার। তুফাওয়া গোত্রীয় লোকটি বলিল, না, (জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই) আমি আপনার বর্ণনাকেই সত্য মানিয়া লইতেছি। (আপনার কথার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে।)

হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় গমন করা

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ)এর ঘরে গেলেন এবং সেখানে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। তারপর মুচকি হাসিয়া জাগ্রত হইলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কেন হাসিতেছেন? তিনি বলিলেন, (আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে,) আমার উম্মতের কতিপয় লোক আল্লাহর রাস্তায় সমুদ্র সফর করিবে, তাহারা এমন হইবে যেমন বাদশাহগণ সিংহাসনের উপর (উপবিষ্ট) থাকে। হযরত

বিনতে মিলহান (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করুন, যেন আমাকেও তাহাদের মধ্যে শামিল করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, ইহাকে তাহাদের মধ্যে শামিল করিয়া দিন। তিনি পুনরায় আরাম করিলেন এবং মুচকি হাসিয়া জাগ্রত হইলেন। হযরত বিনতে মিলহান (রাঃ) পুনরায় একই প্রশ্ন করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন (যে, এইবার স্বপ্নে পূর্বের ন্যায় আমার উম্মতের অপর এক জামাতের অবস্থা দেখিলাম)। হযরত বিনতে মিলহান (রাঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিয়া দিন, যেন আমাকে এই জামাতেও শামিল করিয়া দেন। তিনি বলিলেন, তুমি প্রথম জামাতে শামিল থাকিবে, দ্বিতীয় জামাতে নয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ)এর সহিত হযরত বিনতে মিলহান (রাঃ)এর বিবাহ হইল (এবং তাহার সহিত জামাতে গেলেন) এবং (হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর স্ত্রী) হযরত বিনতে কুরাযাহ (রাঃ)এর সঙ্গে সমুদ্র সফর করিলেন। ফিরিবার পথে নিজ সওয়ারী জানোয়ারের উপর আরোহণ করার সময় উহা লাফাইয়া উঠিল আর তিনি নিচে পড়িয়া গেলেন এবং সেখানেই (অর্থাৎ সাইপ্রাস দ্বীপে) তাহার ইন্তেকাল হইল।

আল্লাহর রাস্তায় মহিলাদের খেদমত করা

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, আনসারী মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে যাইতেন, তাহারা অসুস্থদেরকে পানি পান করাইতেন এবং আহতদের শুশ্রূষা করিতেন।

(তাবারানী)

ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)সহ কতিপয় আনসারী মহিলাদেরকে যুদ্ধের সফরে সঙ্গে

www.BANGLAKITAB.com

লইয়া যাইতেন। এই সমস্ত মহিলারা পানি পান করাইতেন এবং আহতদের শুশ্রূষা করিতেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসকে ছহী হাদীস বলিয়াছেন।

বোখারীর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত রুবাঈয়ে' বিনতে মুআব্বিয (রাঃ) বলেন, আমরা মহিলারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে যাইতাম। আমরা পানি পান করাইতাম, আহতদের শুশ্রূষা করিতাম,শহীদগণকে (ময়দান হইতে উঠাইয়া) ফেরৎ আনিতাম। বোখারীর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত রুবাঈয়ে' (রাঃ) বলেন, আমরা মহিলারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে যাইয়া লোকদেরকে পানি পান করাইতাম এবং তাহাদের খেদমত করিতাম, শহীদ ও আহতদেরকে (মদীনার নিকটবর্তী স্থানে যুদ্ধ হইলে) মদীনায় ফেরৎ আনিতাম।

মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম শরীফ ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে আতিয়্যাহ আনসারী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। (লোকজন যুদ্ধের ময়দানে চলিয়া যাওয়ার পর) আমি পিছনে তাহাদের অবস্থানস্থলে থাকিয়া তাহাদের জন্য খানা পাকাইতাম, আহতদের ঔষধ লাগাইতাম এবং অসুস্থদের খেদমত করিতাম।

হযরত লায়লা গিফারিয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে যাইয়া আহতদের সেবা–শুশ্রূষা করিতাম।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের পরাজয় হইল এবং তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। আমি হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, উভয়ে এমনভাবে চাদর উপরে উঠাইয়া লইয়াছেন যে, আমি তাহাদের পায়ের অলংকার

দেখিতে পাইয়াছি। তাহারা পানির মশক লইয়া দ্রুত দৌড়াইতেছিলেন।

অপর এক বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, তাহারা উভয়ে কোমরের উপর পানির মশক ভরিয়া আনিতেন, আর আহতদের মুখে পানি ঢালিয়া দিতেন, তারপর আবার (পানি ভরার জন্য) ফিরিয়া যাইতেন এবং মশক ভরিয়া আনিয়া আহতদের মুখে ঢালিতেন।

হযরত সা'লাবা ইবনে আবি মালিক (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার মদীনার মেয়েদের মধ্যে পশমী চাদর বন্টন করিলেন। তন্মধ্যে একটি সুন্দর চাদর অতিরিক্ত রহিয়া গেল। উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিল, আমীরুল মুমিনীন, এই চাদর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতনী যিনি আপনার স্ত্রী, অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)কে দান করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত উম্মে সুলাইত (রাঃ) এই চাদর পাওয়ার বেশী হক রাখে। হযরত উম্মে সুলাইত (রাঃ) আনসারদের ঐ সমস্ত মহিলাদের একজন, যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত উম্মে সুলাইত (রাঃ) আমাদের জন্য মশক বহন করিয়া আনিতেন। (অথবা বর্ণিত শব্দের অর্থ সিলাই করিতেন।)

খেদমতের জন্য মহিলাদের খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

আবু দাউদ শরীফে এই রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হাশরাজ ইবনে যিয়াদের দাদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত খাইবারের যুদ্ধে মহিলারাও গিয়াছিলেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে এই যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাহারা কি উদ্দেশ্যে যাইতেছে। মহিলারা বলিলেন, আমরা এই উদ্দেশ্যে যাইতেছি যে, আমরা পশম দ্বারা রশি প্রস্তুত করিয়া

www.BANGLAKITAB.com

দিব যাহা দ্বারা মুজাহিদদের কাজে সাহায্য হইবে, আহতদের চিকিৎসা করিব, তীর উঠাইয়া দিব এবং ছাতু গুলিয়া পান করাইব।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, মহিলারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে গমন করিতেন। যোদ্ধাদেরকে পানি পান করাইতেন, আহতদের চিকিৎসা করিতেন। (ফাতহুল বারী)

আল্লাহর রাস্তায় মহিলাদের যুদ্ধ করা

হযরত সাঈদ ইবনে আবি যায়েদ আনসারী (রাঃ) বলেন, হযরত উম্মে সা'দ বিনতে সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ) বলিতেন, আমি হযরত উম্মে উমারাহ (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, খালাজান, আমাকে আপনার ঘটনা শুনান। তিনি বলিলেন, আমি দিনের শুরুতে সকাল সকাল বাহির হইয়া দেখিতে লাগিলাম মুসলমানরা কি করিতেছেন। আমার সঙ্গে পানির মশক ছিল। আমি চলিতে চলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। তিনি সাহাবাদের মাঝখানে ছিলেন। তখন মুসলমানরা জয়লাভ করিতেছিলেন এবং তাহাদের কদম সুদৃঢ় ছিল। তারপর যখন মুসলমানদের পরাজয় হইতে লাগিল তখন আমি সরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া গেলাম এবং তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। তলোয়ার দ্বারা কাফেরদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিতে লাগিলাম এবং ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপও করিলাম। আমার শরীরেও অনেক আঘাত লাগিল।

হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি তাহার কাঁধের উপর একটি যখমের চিহ্ন দেখিলাম যাহা ভিতর দিকে অনেক গভীর ছিল। আমি হযরত উম্মে উমারাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম এই আঘাত আপনাকে কে করিয়াছে? তিনি বলিলেন, ইবনে কামিআহ কাফের এই আঘাত করিয়াছে। আল্লাহ তাহাকে অপদস্থ করুন। মুসলমানগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন

তখন ইবনে কামিআহ এই বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল যে, আমাকে বল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথায়? যদি সে বাঁচিয়া যায় তবে আমার বাঁচা হইবে না। (অর্থাৎ হয় তিনি মরিবেন, না হয় আমি মরিব।) অতঃপর আমি ও হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এবং কতিপয় সাহাবা যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (ময়দানে) মজবুত হইয়াছিলেন—আমরা তাহার মুখামুখী হইলাম। তখন সে আমার উপর আঘাত করিয়াছিল যাহাতে আমার এই যখম লাগিয়াছিল। আমিও তখন তাহার উপর কয়েকবার তলোয়ারের আঘাত করিয়াছি, কিন্তু খোদার দুশমন দুইটি বর্ম পরিধান করিয়াছিল।

হযরত উমারাহ বিনতে গাযিয়্যাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহার মা হযরত উম্মে উমারাহ (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধের দিন একজন ঘোড়সওয়ার দুশমনকে কতল করিয়াছিলেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন ডানে বামে আমি যেদিকেই তাকাইয়াছি সেদিকেই উম্মে উমারাহকে আমার হেফাজতের উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত দেখিয়াছি। (এসাবাহ)

হযরত যামরা ইবনে সাঈদ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট কয়েকটি পশমী চাদর আসিল। তন্মধ্যে একটি চাদর অতি উত্তম ও বেশ প্রশস্ত ছিল। কেহ বলিল, ইহার মূল্য এত হইবে (অর্থাৎ অনেক মূল্যবান চাদর) আপনি ইহা আপনার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত সফিয়্যাহ বিনতে আবি ওবায়েদ (রাঃ)কে দিয়া দিন। সে সময় হযরত সফিয়্যাহ বিনতে আবি ওবায়েদ (রাঃ) নববধু হিসাবে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘরে আসিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই চাদর এমন মহিলার নিকট পাঠাইব, যে ইবনে ওমরের স্ত্রী অপেক্ষা এই চাদরের অধিক হক রাখে। আর তিনি হইলেন হযরত উম্মে উমারাহ নুসাইবাহ

www.BANGLAKITAB.com

বিনতে কা'ব (রাঃ)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, (ওহুদের যুদ্ধের দিন) ডানে বামে আমি যেদিকেই তাকাইয়াছি সেদিকেই উম্মে উমারাহকে আমার হেফাজতের উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত দেখিয়াছি। (কানযুল উম্মাল)

ওহুদের যুদ্ধে হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ)এর যুদ্ধ করা

হেশাম (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের পরাজয় ঘটিল তখন হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) আসিলেন। তাহার হাতে বর্শা ছিল। তিনি মুসলমানদের মুখের উপর সেই বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধের ময়দানের দিকে ফিরাইতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ)এর ছেলে হযরত যুবাইর (রাঃ)কে) বলিলেন, হে যুবাইর! এই মহিলার দিকে লক্ষ্য রাখ, (ইনি তোমার মা)। (এসাবাহ)

আব্বাদ (রহঃ) বলেন, (খন্দকের যুদ্ধের সময়) হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ)এর ফারে' নামক দূর্গে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, হযরত হাসসান (রাঃ)ও সেই দূর্গে মহিলা ও শিশুদের সহিত ছিলেন। এক ইহুদী সেই দূর্গের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় দূর্গের চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। সে সময় বনু কোরাইযার ইহুদীরাও যুদ্ধ ঘোষণা দিয়াছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। ইহুদীদের প্রতিরোধের জন্য আমাদের ও ইহুদীদের মাঝে কোন মুসলমান পুরুষও ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ দুশমনের মোকাবিলায় ব্যস্ত ছিলেন। দুশমনকে ছাড়িয়া আমাদের সাহায্যের জন্য আসাও সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় এক ইহুদীকে আমাদের দিকে আসিতে দেখিয়া আমি হযরত হাসসান (রাঃ)কে বলিলাম, আপনি তো দেখিতে পাইতেছেন যে, এই ইহুদী দূর্গের

চারিদিকে ঘুরিতেছে। আল্লাহর কসম, আমার আশংকা হয় যে, সে আমাদের ভিতরের অবস্থা জানিয়া আমাদের পিছনে অন্যান্য যে সকল ইহুদী রহিয়াছে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবারা (কাফেরদের সহিত যুদ্ধে) লিপ্ত রহিয়াছেন। কাজেই আপনি (দূর্গ হইতে) নীচে নামিয়া যাইয়া তাহাকে কতল করিয়া দিন।

হযরত হাসসান (রাঃ) বলিলেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বেটি, আল্লাহ আপনার মাগফিরাত করুন, আল্লাহর কসম, আপনি তো জানেন, আমার দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। হযরত হাসসান (রাঃ) যখন এই উত্তর দিলেন এবং আমি তাহার মধ্যে কোন সাহসিকতার কিছু দেখিলাম না তখন আমি নিজেই কোমর বাঁধিয়া একটি বাঁশ লইলাম। তারপর দূর্গ হইতে নামিয়া ইহুদীর দিকে অগ্রসর হইলাম এবং বাঁশ দ্বারা মারিতে মারিতে তাহাকে শেষ করিয়া দিলাম। আমি তাহাকে শেষ করিয়া দূর্গে ফিরিয়া আসিলাম এবং হযরত হাসসান (রাঃ)কে বলিলাম, আপনি নিচে যাইয়া ইহুদীর সামানপত্র ও কাপড়-চোপড় খুলিয়া লইয়া আসুন। বেগানা পুরুষ হওয়ার কারণে আমি তাহার কাপড় খুলিয়া আনিতে পারি নাই।

হযরত হাসসান (রাঃ) বলিলেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বেটি, তাহার কাপড় চোপড় খুলিয়া আনার আমার কোন প্রয়োজন নাই। (বিদায়াহ)

হেশাম ইবনে ওরওয়ার রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) প্রথম মুসলমান মহিলা, যিনি একজন মুশরিক পুরুষকে কতল করিয়াছেন।

হুনাইনের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর খঞ্জর লওয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন হযরত আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসাইবার

www.BANGLAKITAB.com

জন্য আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উম্মে সুলাইমকে দেখিয়াছেন কি? তাহার সহিত একটি খঞ্জর রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)কে বলিলেন, হে উম্মে সুলাইম, তুমি খঞ্জর দ্বারা কি করিতে চাও? উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, কাফেরদের কেহ যদি আমার নিকট আসে তবে আমি তাহাকে খঞ্জর মারিয়া দিব। ইমাম মুসলিম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) একটি খঞ্জর বানাইলেন। হুনাইনের যুদ্ধের দিন উহা তাহার নিকট ছিল। হযরত আবু তালহা (রাঃ) উহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই উম্মে সুলাইমের নিকট খঞ্জর রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই খঞ্জর কিসের জন্য? তিনি বলিলেন, আমি ইহা এইজন্য লইয়াছি যে, যদি কোন মুশরিক আমার নিকট আসে তবে উহা তাহার পেটের ভিতর ঢুকাইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। (মুসলিম)

ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত আসমা (রাঃ)এর নয়জন মুশরিককে কতল করা

হযরত মুহাজির (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর চাচাতো বোন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান (রাঃ) ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন তাঁবুর বাঁশ দ্বারা নয়জন রুমী সৈন্যকে কতল করিয়াছিলেন।

মহিলাদের জেহাদে গমন করাকে অপছন্দ করা

বনু কোযাআহ গোত্রীয় উযরাহ খান্দানের হযরত উম্মে কাবশাহ

(রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে অমুক বাহিনীর সহিত যাওয়ার অনুমতি দান করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো যুদ্ধ করার জন্য যাইতে চাহিতেছি না, বরং আমি আহত ও অসুস্থদের চিকিৎসা করিব অথবা তাহাদেরকে পানি পান করাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি আমার এই আশংকা না হইত যে, মহিলাদের যুদ্ধে যাওয়া একটি ভিন্ন সুন্না বা রীতিতে পরিণত হইবে এবং এরূপ বলা হইবে যে, অমুক মহিলাও তো গিয়াছিল (কাজেই আমরা যুদ্ধে যাইব, অথচ সকল মহিলার জন্য যুদ্ধে যাওয়া মুনাসিব নয়) তবে আমি অবশ্যই অনুমতি দান করিতাম। অতএব তুমি ঘরে বসিয়া থাক। (তাবারানী)

স্বামীর আনুগত্য ও তাহার হক স্বীকার করা জেহাদ সমতুল্য

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল যে, আমি মহিলাদের পক্ষ হইতে আপনার খেদমতে প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছি, এই জেহাদ তো পুরুষদের উপর ফরজ করা হইয়াছে, যদি জেহাদ করিলে তাহারা সওয়াব লাভ আর শহীদ হইলে তাহারা তাহাদের রবের নিকট জীবিত থাকিয়া রিযিক লাভ করে তবে আমরা মহিলারা এই সমস্ত পুরুষদের সর্বপ্রকার খেদমত করিয়া থাকি, এই খেদমতের বিনিময়ে আমরা কি পাইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যে কোন মহিলার সাক্ষাৎ পাও তাহাকে এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দাও যে, স্বামীর আনুগত্য ও তাহার হক স্বীকার করা জেহাদের সমতুল্য সওয়াব রাখে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেক কম মহিলাই এরূপ করিয়া থাকে।

তাবারানী হইতে একটি হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত আছে যে, একজন

www.BANGLAKITAB.com

মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি মহিলাদের পক্ষ হইতে আপনার খেদমতে প্রেরিত হইয়াছি, যে কোন মহিলা আমার এখানে আগমনের সংবাদ জানুক চাই না জানুক, প্রত্যেকেই এই আগ্রহ রাখে যে, আমি আপনার খেদমতে হাজির হই। আল্লাহ তায়ালা পুরুষ ও মহিলাদের রব, এবং তাহাদের উভয়ের মা'বুদ, আর আপনি পুরুষ মহিলা সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের উপর জেহাদ ফরজ করিয়াছেন। যদি তাহারা জেহাদ করিয়া আসে তবে গনীমতের মাল লইয়া আসে, আর যদি তাহারা শহীদ হইয়া যায় তবে আপন রবের নিকট জীবিত থাকিয়া রিযিক লাভ করে। মহিলাদের কোন আমল পুরুষদের এই আমলের সমতুল্য হইবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, স্বামীর আনুগত্য ও তাহাদের হক স্বীকার করা, কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেক কম মহিলাই এরূপ করিয়া থাকে। (তরগীব)

শিশুদের আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও যুদ্ধ করা

হযরত শা'বী (রহঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন একজন মহিলা তাহার ছেলেকে তলোয়ার দিল যাহা সে বহন করিতে পারিতেছিল না। এইজন্য উক্ত মহিলা একটি চামড়ার ফিতা দ্বারা সেই তলোয়ার ছেলের বাহুর সহিত মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দিল এবং তাহাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই ছেলে আপনার পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধের ময়দানে) সেই ছেলেকে বলিতেছিলেন, হে আমার বেটা, এইদিকে হামলা কর, হে আমার বেটা এই দিকে হামলা কর। অবশেষে ছেলেটি আহত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহাকে উঠাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হইলে তিনি বলিলেন, হে আমার বেটা, তুমি সম্ভবতঃ ঘাবড়াইয়া গিয়াছ। ছেলেটি আরজ করিল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

ওমায়ের ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর কান্নাকাটি করা

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমায়ের ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)কে ছোট মনে করিয়া বদরের যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) কাঁদিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে অনুমতি দান করিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি তাহার শরীরের সহিত তলোয়ারের ফিতা বাঁধিয়া দিয়াছি এবং আমি নিজেও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি অথচ সেই সময় আমার চেহারায় শুধু একটি চুল ছিল, যাহা আমি বার বার হাত দ্বারা ধরিতাম। (কান্য)

হযরত ওমায়ের ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর শাহাদাত

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি আমার ভাই হযরত ওমায়ের ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)কে দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ হওয়ার পূর্বে লুকাইয়া লুকাইয়া চলিতেছিল। আমি বলিলাম, হে আমার ভাই, তোমার কি হইয়াছে? সে বলিতে লাগিল, আমার ভয় হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিতে পাইলে ছোট মনে করিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন। অথচ আমি আল্লাহর রাস্তায় যাইতে চাই। হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাকে শাহাদাত নসীব করিবেন। সুতরাং যখন তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ করা হইল তখন তিনি তাহাকে ফেরৎ যাইতে বলিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) কাঁদিতে আরম্ভ

www.BANGLAKITAB.com

করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমায়ের (রাঃ) ছোট ছিলেন বলিয়া আমি তাহার তলোয়ারের ফিতায় গিরা লাগাইয়া দিয়াছিলাম। শাহাদতের সময় তাহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর হইয়াছিল। (এসাবাহ)

www.BANGLAKITAB.com

সপ্তম অধ্যায়

পরস্পর একতা ও ঐক্যমতের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের গুরুত্ব প্রদান এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর প্রতি দাওয়াতের কাজে ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে পরস্পর মতবিরোধ ও ঝগড়া বিবাদ হইতে বাঁচিয়া থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খোতবা

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সকীফায়ে বনু সাএদার দিন খোতবা প্রদানকালে বলিয়াছেন, মুসলমানদের মধ্যে একই সময়ে দুই আমীর হওয়া বৈধ নহে। কেননা এরূপ হইলে মুসলমানদের সমস্ত কাজে ও সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হইবে এবং তাহাদের জামাত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হইবে। এমতাবস্থায় সুন্নাত ছুটিয়া যাইবে, বিদআত প্রবল হইয়া যাইবে এবং এমন বিরাট আকারে ফেৎনা দেখা দিবে যাহা কেহই সমাধা করিতে সক্ষম হইবে না।

বিরোধ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

সালেম ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআতের হাদীস বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, তখন আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিলেন, আমাদের (আনসারদের) মধ্য হইতে একজন আমীর হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এক খাপে দুই তলোয়ার? তবে তো উভয়ে কখনই একমত হইতে পারিবে না।

বিরোধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সতর্কীকরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একবার বয়ান করিতে যাইয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা আমীরের কথা মান্য করা ও একতাবদ্ধ হইয়া থাকাকে জরুরী মনে করিও। কারণ ইহাই সেই আল্লাহর রশি যাহাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাকার আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়াছেন। পরস্পর একতাবদ্ধ হইয়া চলার মধ্যে তোমরা যে সকল অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হইবে তাহা ঐ সকল পছন্দনীয় বিষয় হইতে উত্তম হইবে, যাহা তোমাদের পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে হাসিল হইবে। আল্লাহ তায়ালা যত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন উহার প্রত্যেকটির

জন্য একটি শেষ সীমাও নির্ধারণ করিয়াছেন যেখান পর্যন্ত উহা পৌছিবে। বর্তমানে ইসলামের মজবুতী ও উন্নতির যুগ। অতিসত্বর ইহাও আপন শেষ সীমায় পৌছিয়া যাইবে। তারপর কেয়ামত পর্যন্ত উহাতে হ্রাস–বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইহার আলামত এই যে, লোকজন অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। এমনকি একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এমন কাহাকেও পাইবে না যে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবে। আর একজন ধনী নিজের জন্য তাহা যথেষ্ট মনে করিবে না যাহা তাহার নিকট রহিয়াছে। এমনকি এক ব্যক্তি তাহার আপন ভাই ও চাচাতো ভাইয়ের নিকট নিজের অভাবের কথা বলিবে কিন্তু তাহারাও তাহাকে কিছু দিবে না। এমনকি একজন অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক এক জুমআ হইতে দ্বিতীয় জুমআ পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে, কিন্তু কেহই তাহার হাতে কিছুই দিবে না। অবস্থা যখন এই পর্যায়ে পৌছিবে তখন জমিনের ভিতর হইতে এমন এক বিকট আওয়াজ বাহির হইবে যে, প্রত্যেক এলাকার লোকজন মনে করিবে যে, এই আওয়াজ তাহাদের এলাকা হইতে বাহির হইয়াছে। অতঃপর যতদিন আল্লাহ তায়ালা চাহিবেন জমিন নিস্তব্ধ থাকিবে। তারপর জমিন তাহার কলিজার টুকরাসমূহ বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আবু আবদুর রহমান, জমিনের কলিজার টুকরাগুলি কি জিনিস? তিনি বলিলেন, স্বর্ণ–রূপার স্তম্ভসমূহ। আর সেদিনের পর হইতে কেয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণ–রূপার দ্বারা কোন প্রকার উপকার লাভ করা হইবে না।

মুজালিদ (রহঃ) ব্যতীত অন্যান্যদের রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কসমূহ ছিন্ন করা হইবে। আর অবস্থা এই পর্যায়ে পৌছিবে যে, ধনীরা শুধু গরীব হইয়া যাওয়ার ভয় করিবে। আর গরীব এমন কাহাকেও পাইবে না, যে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবে। এক ব্যক্তি যাহার চাচাতো ভাই ধনী হইবে এবং সে তাহার নিকট নিজের অভাবের কথা বলিবে, কিন্তু সেই চাচাতো ভাই তাহাকে কিছুই দিবে না। এই রেওয়ায়াতে উপরোক্ত হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হয় নাই।

WWW.BANGLAKITAB.COM